পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return	পত্রাঙ্ক Folio No.	প্রদানের তারিখ Date of Issue	গ্রহণের তারিখ Date of Return

V.P.—L.S.—D.S.—8/87 – 1,000 Copies.

বিবিধ প্রবন্ধ।

প্রথম ভাগ।

(উত্তর চরিত, রত্নাবলী এবং মৃচ্ছকটিকের সমালোচন।)

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রণীত।

হুগলি

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

* এই প্রবন্ধগুলি এডুকেশন গেজেটে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

উত্তর চরিত—১২৮৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ৩০শে শ্রাবণের মধ্যে প্রকাশিত।

রত্নাবলী—১২৮৭ সালের ৯ই আশ্বিন হইতে ৫ই অগ্রহায়ণের মধ্যে এবং ১২৯০ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১৬ই আষাঢ়ের মধ্যে প্রকাশিত।

মৃচ্ছকটিক—১২৯৪ সালের ৭ই মাঘ হইতে ১১ই চৈত্রের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বিবিধ প্রবন্ধ।

উত্তরচরিত।

(১)

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সমালোচনা এক্ষণে প্রায় হয় না। অনেক দিন হইল, বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাকবি ভবভূতি প্রণীত উত্তরচরিতের এক উৎকৃষ্ট সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, অদ্য আমরা তাহাই অবলম্বস্বরূপ করিয়া উত্তরচরিত বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ অভিমতি প্রকাশ করিব।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিষমপদব্যাখ্যাসমেত উত্তরচরিতের এক সংস্করণ করেন। তিনি ঐ পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, "ভবভূতি ভারতবর্ষের এক অতি প্রধান কবি। কবিত্ব শক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয় অসঙ্গত নহে।" কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব নামক পুস্তকের এক স্থলে (৩য় সংস্করণ ৬৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছিলেন, "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে কালিদাসের অব্যবহিত পরেই ভবভূতির নামনির্দ্দেশ হওয়া উচিত।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই সময়ের এই দুই প্রকার অভিমতি দেখিয়া আমরা বুঝিলাম যে,—

কালান্তরাদ্বা বয়সোঽন্তরাদ্বা
প্রায়ো ভবেদ্ ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

উত্তর চরিত বৃহৎ পুস্তক, তাহার আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিলে

তাহা অতি বৃহৎ হইয়া উঠিবে। এই জন্য. আমরা পুস্তকের তৃতীয় অঙ্কটী মাত্র সমালোচ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ঐ অঙ্কটীকেই গ্রহণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের বোধে—

ভবভূতেস্তু সর্ব্বস্বমুত্তরং চরিতং কবেঃ,
তত্রাপি চ তৃতীয়োঽঙ্কশ্ছায়া যত্র প্রদর্শিতা॥

তৃতীয় অঙ্কের প্রথমে একটী বিষ্কম্ভক * আছে। তাহাতে তমসা ও মুরলা নামে দুই নদী প্রবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করে। মুরলা কহে. ভগবতী লোপামুদ্রা রামচন্দ্রের অবস্থা অনুভব করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছেন, তিনি ভাবিয়াছেন,—

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥

সীতা বিরহজনিত রামের শোক পুটপাকের ন্যায় হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে, অথচ তাঁহার একান্ত গম্ভীর প্রকৃতি নিবন্ধন তদীয় অন্তঃকরণের গূঢ় কঠিন বেদনা বাহিরে কেহই কিছু জানিতে পারিতেছে না। রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবেন, তখন পথিমধ্যে সীতা-সহবাসবিশ্রম্ভসাক্ষী পঞ্চবটীর সেই সেই প্রদেশ সকল অবশ্যই তাঁহার নেত্রগোচর হইবে, তাহা হইলে রাম যতই ধীর ও গম্ভীর হউন, সে অবস্থায় কখনই স্থির থাকিতে পারিবেন না, পদে পদে তাঁহার বিপদ আশঙ্কনীয় হইবে। অতএব তিনি গোদাবরীকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—

বীচিবাতৈঃ শীকরক্ষোদশীতৈ
রাকর্ষদ্ভিঃ পদ্মকিঞ্জল্কগন্ধান্।

---

* বৃত্তবর্ত্তিষ্যমানানাং কথাংশানাং নিদর্শকঃ।
সংক্ষিপ্তার্থস্তু বিষ্কম্ভ আদাবঙ্কস্য দর্শিতঃ॥

অতীত ও ভবিষ্যৎ বিস্তৃত ঘটনার সংক্ষেপে বর্ণন যেথানে হয়, তাহাকে বিষ্কম্ভক কহে।

মোহে মোহে রামভদ্রস্য জীবং
স্বৈরং স্বৈরং প্রেষিতৈস্তর্পয়েতি ॥

হে গোদাবরি! তত্তৎসময়ে রামচন্দ্রের মূর্চ্ছা উপস্থিত হইলে তুমি জলশীকর শীতল কমলকিঞ্জল্কসুরভি মন্দ মন্দ পরিচালিত তরঙ্গপবন দ্বারা তাঁহার মোহের অপনয়ন করিও। মুরলার এই কথা শুনিয়া তমসা কহিল, ভগবতী লোপামুদ্রার স্নেহ যেরূপ, তাহার অনুরূপ ব্যবস্থাই হইয়াছে, কিন্তু আজি সে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইতেছে না; কারণ রামচন্দ্রের মৌলিক যে সঞ্জীবনোপায়, তাহা ছায়াময়ীমূর্ত্তিস্বরূপে অদ্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

পাঠকগণ জানিবেন যে, সীতার ঐ ছায়াময়ী মূর্ত্তি এই তৃতীয় অঙ্কের প্রাণ। এই অঙ্কে ছায়াময়ী সীতা তমসার সহিত, এবং রাম বনদেবী বাসন্তীর সহিত কথোপকথন করেন। সীতা, তিন জনকেই দেখিতে পান, কিন্তু তমসা ভিন্ন স্বয়ং আর কাহারও দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হয়েন না। রাম নিরন্তর সীতাচিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। তিনি সীতাসহবাস বিশ্রম্ভ-সাক্ষী পদার্থসমূহকে চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতার শরীর স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন; এমন কি; এক সময়ে সীতার হস্ত ধারণ করিয়া বাসন্তীর হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অথচ কবির ঐ সীতা ছায়াময়ী।

এ স্থলে লোকলোচনের অদৃশ্যা রামের সহবনবিহারিণী ও আশ্বাস-প্রদায়িনী ঐ ছায়াময়ী মূর্ত্তি কিরূপ পদার্থ, তাহা বিচার্য্য বিষয় বলিয়া সহজেই উপলব্ধ হয়। অতএব তাহা বুঝিবার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা যাউক। ছায়াময়ী সীতামূর্ত্তি যে একটী অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যসৃষ্টি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ওকথা বলায় অর্থবোধের কিছু আধিক্য হয় না। উহা কবির কল্পনা একথা বলিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকল কাব্যেরই সারাংশ কবির কল্পিত বস্তু বই আর কিছুই নহে; এবং কোন কবির কোন কল্পিত বস্তু কোন কালে বাস্তব উপাদানের বিনাভাবে সংঘটিত

হয় নাই—হইতেও পারে না। অতএব ভবভূতির ঐ ছায়াময়ী সীতার প্রকৃত উপাদান কি, তাহা অনুসন্ধেয় হইতেছে।

পাঠকবর্গ অনুধাবন করিয়া দেখিবেন, রামের এবং ছায়াময়ী সীতার পঞ্চবটী প্রবেশ এবং তথা হইতে উভয়ের তিরোধান একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল।

যেই মুরলা বলিলেন,—

"রামভদ্রোঽপ্যাগত এব তর্কয়ামি।"

রামভদ্রও আগতপ্রায় বোধ হইতেছে। অমনি তমসা উত্তর করিলেন—

পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দরম্
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথৈব বনমেতি জানকী॥

যেন শরীরধারিণী বিরহব্যথা এবং করুণ রসের মূর্ত্তিস্বরূপা জানকী বনে আসিতেছেন। বিরহে তাঁহার কপোল পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে; এবং কবরীবন্ধন আলুলায়িত হইয়া পড়িয়াছে।

মুরলাও দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—

"ইয়ংহি সা
কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনম্
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণোদীর্ঘশোকঃ
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজইব ঘর্ম্মঃ কেতকী গর্ভপত্রম্॥

"তিনিই বটেন, আহা! শরৎকালীন উত্তাপ কেতকী পুষ্পের গর্ভস্থ পত্রদলকে যেমন ম্লান করে, সেইরূপ হৃদয়কুসুমশোষণকারী নিদারুণ দীর্ঘ শোক বন্ধন হইতে ছিন্ন নবকিসলয়ের ন্যায় ইহাঁর পাণ্ডুবর্ণ শরীরকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে।

আবার অঙ্কের শেষে তমসা এবং বাসন্তী রাম এবং সীতার পঞ্চবটী

পরিত্যাগ সময়ে নিম্নলিখিত একই শ্লোকদ্বারা উভয়কে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদায় করিতেছেন।

অবনিরমরসিন্ধুঃ সার্দ্ধমস্মদ্বিধাভিঃ
স চ কুলপতি রাদ্যশ্ছন্দসাং যঃ প্রয়োক্তা।
স চ মুনিরনুযাতারুন্ধতীকোবশিষ্ঠ-
স্ত্বয়ি বিতরতু ভদ্রং ভূয়সে মঙ্গলায়॥

পৃথিবী সুরনদী এবং অস্মদাদির ন্যায় অপরাপরে, এবং যিনি ছন্দের প্রবর্ত্তক, সেই আদ্যকুলপতি বাল্মীকি ও সেই সারুন্ধতীক বশিষ্ঠ তোমার প্রভূত মঙ্গল করুন্।

---

(২)

ভবভূতির ছায়াময়ী সীতা কিরূপ পদার্থ তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যে ছায়াময়ীর এবং রামের পঞ্চবটী প্রবেশ তথায় অবস্থান এবং সেখান হইতে যাওয়া যে একই সময়ে সম্পাদিত হইয়াছিল, কবি তাহার স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন।

তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত প্রাথমিক কার্য্যকলাপেরও সংঘটনকাল সম্বন্ধে অপর একটী বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। সীতা পঞ্চবটী প্রবেশমাত্রে বনদেবী বাসন্তীর কণ্ঠস্বর শুনিলেন, যথা—

প্রমাদঃ প্রমাদঃ
সীতাদেব্যাঃ স্বকর কলিতৈঃ শল্লকীপল্লবাগ্রৈ
রগ্রে লোলঃ করিকরভকো যঃ পুরা পোষিতোঽভূৎ
বধ্বা সার্দ্ধং পয়সি বিহরন্ সোঽয়মন্যেন দর্পাৎ
উদ্দামেন দ্বিরদপতিনা সন্নিপত্যাভিযুক্তঃ॥
বিপদ্ বিপদ্!

সীতাদেবীর স্বকরাবচিত নব শল্লকীপল্লবাগ্রদ্বারা যে করি-শাবক প্রতি-

পালিত হইয়াছিল, এবং তাঁহার হস্ত হইতে সেই পল্লব গ্রহণার্থ যে লোলুপ হইত সেই করি-শাবক বধূর সহিত জল-কেলি করিতেছে, এমন সময়ে অন্য এক উচ্ছৃঙ্খল দ্বিরদপতিদ্বারা সমাক্রান্ত হইয়াছে।

রামও পঞ্চবটী প্রবেশমাত্র যে মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই মোহের অপগমে অবিকল ঐ স্বর ও ঐ কথা অর্থাৎ "প্রমাদঃ প্রমাদঃ—"সীতা-দেব্যাঃ" ইত্যাদি শুনিতে পাইলেন।

যৎকিঞ্চিৎমাত্র অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, দুই বিভিন্ন সময়ে বাসন্তী ঐ কথাগুলি কহিয়াছিলেন, এরূপ ভাব ব্যক্ত করা কবির অভিপ্রেত হইতে পারে না। কারণ ঐ প্রকার উক্তি নিতান্ত উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহের ব্যঞ্জক। ঐরূপ কথা স্বভাবতঃই অনন্তরভাবে উপর্য্যুপরি উচ্চরিত হইয়া থাকে। কেহ কাহাকেও মারিতেছে বা মারিতে যাইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠা এবং আগ্রহ নিবন্ধন লোকে "মারিলে রে মারিলে রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এক বার মাত্র "মারিলে রে" বলিয়া, তাহার দণ্ডৈক পরে পুনর্ব্বার "মারিলে রে" বলে না। অতএব বাসন্তীর "প্রমাদঃ প্রমাদঃ সীতাদেব্যাঃ" প্রভৃতি নাটকের দুই স্থানে যে দুই বারের উক্তি আছে, তাহার মধ্যে কালাত্যয় হইয়াছিল, ইহা মনে করা ভ্রম। কবি নিজেও পাছে পাঠকের ঐ ভ্রম হয়, তাহার সম্যক্ প্রতিবিধান করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, সীতা পঞ্চবটীর যে স্থানে, রামও পঞ্চবটীর সেই স্থানে ছিলেন। সীতা রামের কথা শুনিতে এবং রামকে দেখিতে পাইতেছিলেন। আবার তাহা অপেক্ষাও যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার নিমিত্ত কবি সীতাদেবীর মুখ দিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, বাসন্তীর ঐ দুই বারের উক্তির মধ্যে কিছুমাত্র কালাতিপাত হয় নাই—প্রত্যুত উহা এক-বারেরই উক্তি, এরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। সীতা যখন বাসন্তীর উক্তি প্রথম শ্রবণ করিয়াছিলেন, তখন সেই পুত্রবৎ পালিত করি-শাবকের প্রতি বিপৎপাত আশঙ্কায় একান্ত বিহ্বলা হইয়া বলেন—

অজ্জউত্ত পরিত্তাহি পরিত্তাহি মম তং পুত্তঅং। হদ্ধী হদ্ধী তাইং এব্ব

চিরপরিচিদাইং অক্খরাইং পঞ্চবটী দংসণেণ পুণো বি মং মন্দভাইণিং অণুরুন্ধন্তি। হা অজ্জউত্ত। ইতি মূর্চ্ছতি।

আর্য্যপুত্র আমার সেই পুত্রকে পরিত্রাণ করুন্ পরিত্রাণ করুন্। হা ধিক্ হা ধিক্ অদ্য পঞ্চবটীদর্শনে সেই চিরপরিচিত কথাগুলি পুনরায় মন্দভাগিনী আমার মুখে আসিতেছে। হা আর্য্যপুত্র!

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

আবার বাসন্তীর দ্বিতীয়বৎ প্রতীয়মান ঐ উক্তির পর বলিলেন,—

কো দানিং অহিউজ্জিস্সদি

কে এক্ষণে রক্ষা করিবে?

এই দ্বিতীয় উক্তি যে প্রথম উক্তিরই উপসংহারমাত্র তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইবার নিমিত্ত যত্ন পাইতে হইবে না। কারণ এ বারে রাম সাক্ষাৎ রহিয়াছেন এবং তিনিও করুণা ও ঔৎসুক্য সহকারে বলিয়াছেন—

"কিং তস্য বৎসস্য"

বাছা কি হইয়াছে?

সুতরাং কে এক্ষণে রক্ষা করিবে এরূপ কথা প্রথম উক্তির উপসংহার না হইলে সঙ্গতই হইতে পারে না। বাস্তবিক সীতা পূর্ব্বে হা আর্য্যপুত্র! বলিয়া কাতর সম্বোধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে মূর্চ্ছাভঙ্গের পর কে আর রক্ষা করিবে বলিয়া বাক্য সমাপন করিয়াছেন।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সীতাদেবীর উল্লিখিত দুই উক্তির মধ্যে কালাত্যয় হয় নাই। অপিচ উহারই মধ্যে বহুতর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সীতা হা আর্য্যপুত্র বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন, তমসা-কর্তৃক আশ্বস্তা হইয়া যেই রামের কণ্ঠস্বর শুনিলেন, অমনি ঐ স্বর যে কাহার তাহা চিনিয়া বলিলেন,—

অম্মহে জলভরিদমেহত্থণিদগম্ভীর মংসলো কুদোণু এসা ভারদীণিগ্ঘোসো ভরিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তিউস্সাবেদি।

জলপূর্ণ মেঘশব্দের ন্যায় গম্ভীর এবং মাংসল এই বাক্যধ্বনিতে আমার কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইল, এবং মন্দভাগিনী আমাকে ঝটিতি উচ্ছ্বাসিত করিল।

তমসা বলিলেন —

অয়ি বৎসে!

কিমব্যক্তেঽসি নির্ঘোষে কুতস্ত্যোঽপি ত্বমীদৃশী।

স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতং স্থিতা॥

যেমন মেঘের শব্দে ময়ূরী উৎকণ্ঠিত হয়, সেইরূপ কোথায় হইতে আগত এই অব্যক্ত শব্দে কেন তুমি এরূপ চকিত এবং উৎকণ্ঠিত হইলে?

সীতা কহিলেন,—

ভঅবদি কিং ভণাসি অপরিপ্ফুডংত্তি ম এউণ সরসঞ্জোএণ পচ্চভিআণিদং অজ্জউত্তো এব্ব বাহরদি।

ভগবতি! ইহা কি অপরিস্ফুট? আমি কণ্ঠস্বরে বুঝিয়াছি, আর্য্যপুত্রই কথা কহিতেছেন।

এ স্থলে অতি সুন্দর কবিত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রণয়ীর কণ্ঠস্বর এবং পদশব্দাদি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার সকল অন্যের অপরিচিত হইলেও ঘনিষ্ঠহৃদয়গ্রাহিতানিবন্ধন যে প্রণয়িনীর অতিপরিচিত হইয়া থাকে, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন। আমরা এস্থলে ভবভূতির মানবচিত্তাভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বিশেষ করিয়া বলিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয়, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সীতা অত স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া যদি "ভঅবদি কিংভণাসি অপরিপ্ফুডং ত্তি" ভগবতি! কি বলিলে ইহা অপরিস্ফুট? এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অবনতমুখে থাকিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত—তাঁহাদিগের মতে অধিকতর রমণীয়ই হইত। কারণ

তমসা পরেই বলিতেছেন,

"শ্রূয়তে তপস্যতঃ শূদ্রস্য দণ্ডধারণার্থমৈক্ষ্বাকো রাজা জনস্থানমাগতইতি।"

শুনিয়াছি তপস্যাকারী শূদ্রকের প্রতি দণ্ডদানার্থ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা জনস্থানে আগত হইয়াছেন।

এস্থলে তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য এই, তমসার ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করার কারণ কি হইতে পারে? যাহার নাম করিলে কাহারও শোক দুঃখ প্রভৃতি মনোবিকার প্রতীয়মান হইয়া উঠে তাহার সমক্ষে লোকে স্পষ্ট করিয়া তদীয় নাম উচ্চারণ করে না, প্রয়োজন হইলে যথাসম্ভব ঘুরাইয়াই বলিয়া থাকে। তমসা সেই জন্যই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা যদি পূর্ব্বেই আত্মীয়তা-সূচক "আর্য্যপুত্র" বলিয়া রামের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তবে তমসার ঐরূপ ঘোর ফের করিয়া বলা সুসঙ্গত হয় না। তাঁহারা এ কথাও বলিয়া থাকেন। উহার পরেই সীতাও বলিয়াছিলেন —

"দিট্টিআ অপরিহীণরাঅধম্মো কৃখু সো রাআ।"

ভাগ্যক্রমে সেই রাজার রাজধর্ম্মপালনের ব্যতিক্রম হয় নাই।

তাঁহাদিগের বিবেচনায় এ স্থলে রামকে রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবশ্যই আন্তরিক অভিমানব্যঞ্জক; সুতরাং প্রথমে তাঁহার প্রতি আর্য্যপুত্র সম্বোধন অসঙ্গত। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় কবির রচনাই সমীচীন হইয়াছে। সীতার মনোমধ্যে যতই অভিমান থাকুক, রামের প্রতি সে অভিমান কখনই স্বতঃ ব্যক্ত হয় না। অন্যের কথায় তাদৃশ অভিমানের হেতু উদ্বোধ ব্যতিরেকে তিনি নিয়তই রামপ্রেমমুগ্ধা হইয়া থাকেন। অতএব যখন প্রথমে রামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাঁহাকে চিনিলেন, অমনি প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া ফেলিলেন। যাহাদের ওরূপ কোমলপ্রকৃতি অপরে তাহাদিগের হইয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে, এই জন্যই তমসার অ-প্রণয়ব্যঞ্জক 'ঐক্ষ্বাকো রাজা' এবং তাহার পর সীতার নিজের উক্তিতে 'রাআ'। ভবভূতি সীতার প্রকৃতি কেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সপ্তম অঙ্কে সীতার ঐ ভাব অধিকতর সুব্যক্ত হইয়াছে। তিনি অরণ্যে পরিত্যক্তা

এবং প্রসববেদনায় কাতরা হইয়া ভাগীরথীজলে শরীর বিসর্জ্জন করিলে পৃথিবী তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ভাগীরথীকে বলেন,—

যুক্তমেতদ্ বা রামভদ্রস্য

ন প্রমাণীকৃতঃ পাণির্বাল্যে বালেন পীড়িতঃ।

নাহং ন জনকোনাগ্নির্নানুবৃত্তির্ন সন্ততিঃ॥

ইহা কি রামভদ্রের পক্ষে উচিত কার্য্য হইয়াছে?

বাল্যে পাণিপীড়ন, আমি, জনক, অগ্নি, চিরানুবৃত্তি এবং সন্ততি এ সকলের কিছুই প্রমাণ হইল না?

সীতা ঐ অবস্থাতেও রামের নাম শুনিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন,—

হা অজ্জউত্তং সুমরাবিদম্হি। হা! আর্য্যপুত্রকে মনে পড়িল।

সর্ব্বংসহা পৃথিবীও কন্যার এরূপ অভিমান-শূন্যতা সহিতে পারিলেন না। ধমকাইয়া উঠিলেন,—

আঃ কস্তবার্য্যপুত্রঃ—

আঃ কে তোর আর্য্যপুত্র?

সীতা অমনি জড়সড়—বলিলেন,—

জহ বা অম্বা ভণাদি

মা যা বল!

এও সেই সীতা—রামের কণ্ঠস্বর শুনিয়া আর্য্যপুত্র না বলিয়া কি থাকিতে পারে? এবং তমসার মুখে "ঐক্ষ্বাকো রাজা" শুনিবার পর "রাজা" বলিবে না ত আর কি বলিবে? এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

অনন্তর রাম প্রিয়াসহচর হইয়া যে পঞ্চবটীতে পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, তথাকার বৃক্ষ, মৃগ, গিরিনির্ঝর, কন্দর প্রভৃতি দর্শনে উদ্দীপিতবিরহশোক হইয়া হা প্রিয়ে জানকি! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি, হা দেবি বিদেহরাজপুত্রি বলিয়া ধরণীপৃষ্ঠে নিরুৎসাহ ও অধীরভাবে পতিত হইলে সীতা তমসার চরণে ধরিয়া বলিলেন,—

"ভঅবদি তমসে! পরিত্তাহি পরিত্তাহি জিআবেহি অজ্জউত্তং"

ভগবতি তমসে! পরিত্রাণ কর, পরিত্রাণ কর আর্য্যপুত্রকে বাঁচাও।

তমসা কহিলেন,—

ত্বমেব নন্থ কল্যাণি সঞ্জীবয় জগৎপতিং।

প্রিয়স্পর্শো হি পাণিস্তে তত্রৈব নিয়তো ভবঃ।

হে কল্যাণি তুমিই জগৎপতিকে সঞ্জীবিত কর, তোমার পাণি প্রিয়স্পর্শ, তাহাতে সঞ্জীবন।

সীতা বলিলেন,

জং হোদু তং হোদু জহা ভঅবদী ভণাদি।

যা হয় হউক, ভগবতী যেরূপ বলিতেছেন।

এই জং হদু তং হোদু কথাটী কি চমৎকার ভাবপূর্ণ। এতদ্দ্বারা কবি দেখাইয়াছেন যে, অকারণপরিত্যাগজনিত গূঢ় অভিমানে এবং কোমল-প্রকৃতিসুলভ ভয়ে সীতার হৃদয় পূর্ণ ছিল। সীতা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, আমি পরিত্যক্তা পত্নী, স্বামীর শরীরস্পর্শে আমার অধিকার কি? আমি স্পর্শ করিয়াছি জানিতে পারিলে তিনি কুপিত হইতেও পারেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, যা হইবার হউক, অর্থাৎ আমার ভাগ্যে যাহা হইবার তাহা হউক বলিয়া রামের শরীর স্পর্শ করিতে গেলেন। রাম সীতাকর্ত্তৃক শরীরস্পর্শমাত্রে আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইলেন। সীতা বলিলেন,

জাণে পুণোবি পচ্চাগদং বিঅ জীবি দংতেল্লোঅণাহস্স।

ত্রিলোকনাথের জীবন পুনরপি প্রত্যাগত বোধ করিতেছি।

পাঠক দেখুন, ইতঃপূর্ব্বেই তমসা রামকে জগৎপতি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সীতাও তাহার অনুসরণে "তেল্লোঅণাহ" বলিলেন। তদ্ভিন্ন কবি ত্রিলোকনাথ এই শব্দটীর অপর সার্থকতাও দেখাইয়াছেন।

রাম—লোকনাথ—রাজা—প্রজাপালক তমসার বাক্যে এই ভাবটী

সীতার হৃদয়ে সমুদিত হইয়াছিল। তিনি আমার ভাগ্যে অং হোহু তং হোহু মনে করিয়া রামের জীবনোপায় সাধন করিতে গিয়াছিলেন; এবং তাহা করিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ হৃষ্টমনা হইয়াছিলেন।—কবি সীতাকে "কিঞ্চিৎ" হৃষ্টমনা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সীতার মনে লোকোপকারে আনন্দ হইল বটে, কিন্তু আত্মসম্বন্ধে তাঁহার ঔদাস্য রহিল। রাম চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,—

হন্ত ভোঃ কিমেতৎ
প্রশ্চ্যোতনং নু হরিচন্দনপল্লবানাং
নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজো নু সেকঃ।
আতপ্তজীবিততরোঃ পরিতর্পণো মে
সঞ্জীবনৌষধিরসো নু হৃদি প্রসিক্তঃ॥
স্পর্শঃ পুরা-পরিচিতো নিয়তং স এষ
সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহনশ্চ।
সন্তাপজাং সপদি যঃ প্রতিহৃত্য মূর্চ্ছা-
মানন্দনেন জড়তাং পুনরাতনোতি॥

আহা এ কি!

হরিচন্দনপল্লবসমূহের রসস্রাবস্বরূপ, কি নিষ্পীড়িতচন্দ্রকরকলাপের অভিষেক, কি আমার তাপিত জীবিততরুর পরিতর্পণস্বরূপ সঞ্জীবনৌষধিরস আমার হৃদয়ে প্রসিক্ত হইল।

এই যে আমার সঞ্জীবন এবং মনোমুগ্ধকর স্পর্শ, ইহা আমার পূর্ব্ব-পরিচিত, ইহা হঠাৎ সন্তাপজন্য মূর্চ্ছা বিনাশ করিয়া আনন্দনদ্বারা আমাকে পুনরায় জড় করিয়া ফেলিতেছে।

সীতা শুনিলেন, এবং ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া গেলেন; বলিলেন—

এত্তিঅং এব্ব দাণীং মে বহুদরং

এক্ষণে ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

রাম উপবিষ্ট হইয়া সীতার দর্শনাভিলাষে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সীতা তমসাকে কহিলেন,

ভঅবদি তমসে!

ওসরহ্ম জই দাব মং পেক্খিঅ অণব্ভণুণ্ণাদসণ্ণিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্সদি।

ভগবতি তমসে! এস আমরা সরিয়া যাই। আমি বিনা অনুজ্ঞায় সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছি দেখিলে মহারাজ আমার প্রতি অধিকতর কুপিত হইবেন।

রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া প্রিয়ে জানকি বলিয়া ডাকিলেন। নাটকে নির্দ্দেশ না থাকিলেও আহ্বানটী বোধ হয় উচ্চৈঃস্বরেই হইয়াছিল। সীতা একটু রাগ করিয়া গদ্গদস্বরে বলিলেন—

অজ্জউত্ত অসরিসং কখু এদং বঅণং ইমস্স বুত্তন্তস্স।

আর্য্যপুত্র' নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা—সেই সেই বৃত্তান্তের পর।

পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের উপর সীতার কোপ যে অত্যল্প-ক্ষণস্থায়ী, তাহা তিনি কেমন দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমের "নিশ্চয়ই অসদৃশ" এই দুইটী শব্দ মাত্র ক্রোধোক্তি, এবং উহাতেই ক্রোধের বিলয়। শেষের "সেই সেই বৃত্তান্তের পর"—এই কয়টী শব্দ রামকৃত অকারণ পরিত্যাগরূপ অপরাধের আবরণ;—কেবল তাহাই নহে, ঐ শব্দগুলি সীতার স্বামিত্যাগজনিত আন্তরিক লজ্জারও পরিব্যঞ্জক। তিনি বাষ্পদিগ্ধ-নয়নে বলিতে লাগিলেন—

অহবা কিংত্তি বজ্জমইং জম্মন্তরেসুবি অসুলহদংসণস্স মং এব্ব মন্দভাইণিং উদ্দিসিঅ বচ্ছলস্স এব্বংবাদিণো অজ্জউত্তস্স উঅরি নিরণুক্কোসা ভবিস্সং।

অথবা অধিক কি! আমি বজ্রময়ী!—মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ প্রিয়ভাষী জন্মান্তরেও দুর্ল্লভদর্শন স্নেহময় আর্য্যপুত্রের উপর আমি কি নির্দ্দয় হইব।

রাম উপবিষ্ট হইয়া সীতার দর্শনাভিলাষে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া সীতা তমসাকে কহিলেন,

ভঅবদি তমসে!

ওসরহ্ম জই দাব মং পেক্খিস্সদি তদো অণভ্যণুণ্ণাদসন্নিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্সদি।

ভগবতি তমসে! এস আমরা সরিয়া যাই। আমি বিনা অনুজ্ঞায় সমীপবর্ত্তিনী হইয়াছি দেখিলে মহারাজ আমার প্রতি অধিকতর কুপিত হইবেন।

রাম সীতাকে দেখিতে না পাইয়া প্রিয়ে জানকি বলিয়া ডাকিলেন। নাটকে নির্দ্দেশ না থাকিলেও আহ্বানটী বোধ হয় উচ্চৈঃস্বরেই হইয়াছিল। সীতা একটু রাগ করিয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

অজ্জউত্ত অসরিসং কৃখু এদং বঅণং ইমস্স বুত্তন্তস্স।

আর্য্যপুত্র' নিশ্চয়ই এ অসদৃশ কথা—সেই সেই বৃত্তান্তের পর।

পাঠক কবির কৌশল দেখুন, রামের উপর সীতার কোপ যে অত্যল্প-ক্ষণস্থায়ী, তাহা তিনি কেমন দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমের "নিশ্চয়ই অসদৃশ" এই দুইটী শব্দ মাত্র ক্রোধোক্তি, এবং উহাতেই ক্রোধের বিলয়। শেষের "সেই সেই বৃত্তান্তের পর"—এই কয়টী শব্দ রামকৃত অকারণ পরিত্যাগরূপ অপরাধের আবরণ;—কেবল তাহাই নহে, ঐ শব্দগুলি সীতার স্বামিত্যাগজনিত আন্তরিক লজ্জারও পরিব্যঞ্জক। তিনি বাষ্পদিগ্ধ-নয়নে বলিতে লাগিলেন—

অহবা কিংত্তি বজ্জমইং জন্মন্তরেসম্ভাবিদদুল্লহদংসণস্স মং এব্ব মন্দভাইণিং উদ্দিসিঅ বচ্ছলস্স এবংবাদিণো অজ্জউত্তস্স উঅরি নিরণুক্কোসা ভবিস্সং।

অথবা অধিক কি! আমি বজ্রময়ী!—মন্দভাগিনী আমাকে উদ্দেশ করিয়া এরূপ প্রিয়ভাষী জন্মান্তরেও দুর্ল্লভদর্শন স্নেহময় আর্য্যপুত্রের উপর আমি কি নির্দ্দয় হইব।

হৃদয়ের রূপক কল্পনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এবং প্রথমে নদী তমসার "আমি জানি, "আমি জানি" এই বীপ্সাত্মক বাক্যে তাহার সূচনাও করিয়াছেন। সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার মনে এ কি ভাব হইল জানিতে পারিতেছি না। তমসা বলিলেন, বাছা তুমি জান না, কিন্তু আমি ইহার ভুক্তভোগী—আমি জানি। আমাতে দীর্ঘ কালের পর বর্ষাগম, এবং পর্ব্বতস্থ নীহারসংঘাত দ্রবীভূত হইলে ঐরূপ "হড়কা বাণ" আসিয়া থাকে। তমসা যে নদী, তাহা কবি নিজে ত ভুলেনই নাই, পাঠককেও ভুলিতে দিলেন না।

ভবভূতি আরও একটী কথা পাঠকের হৃদ্‌গত করাইতে বিস্মৃত হন নাই। নদী তমসা যেমন আপনার সাদৃশ্যে সীতার তাৎকালিক অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন, রামও সেই সময়ে স্বমুখে তাঁহার নিজের কি হইয়াছে বলিলেন। তিনি সীতাদর্শনচেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া প্রথমতঃ বলেন—

প্রসাদ ইব মূর্ত্তস্তে স্পর্শঃ স্নেহার্দ্রশীতলঃ।
অদ্যাপ্যোবার্দ্রয়তি মাং ত্বং পুনঃ কাসি নন্দিনি॥

তোমার মূর্ত্তিমান্ প্রসাদস্বরূপ স্নেহার্দ্র শীতল স্পর্শ এখনও আমাকে আর্দ্র করিতেছেন, কিন্তু হে আনন্দিনি! তুমি কোথায়?

সীতা রামের ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,—

এদে কৃখু দে অগাধদংসিদসিণেহসম্ভারা আনন্দণিস্‌সন্দিণো স্নুদা মএ অজ্জউত্তস্‌স উল্লাবা জাণং পচ্চএণ ণিক্কাকরণপরিচ্চাঅসল্লিদো বি বহুমদো মে জম্মলাহো।

আমি আর্য্যপুত্রের অগাধস্নেহসম্ভৃত আনন্দনিস্যন্দী যে সকল বিলাপ শ্রবণ করিলাম, তদ্দ্বারা অকারণপরিত্যাগজনিত শল্যে বিদ্ধ হইলেও আমার জন্মলাভ সার্থক বিবেচনা করিলাম।

আর অভিমান নাই—অকারণ পরিত্যাগজনিত শল্যবিদ্ধ হইলেও আপনার জন্মলাভ সার্থক মানিলেন। ইহার পর রাম বলিলেন,—

অথবা কুতঃ প্রিয়তমা। নূনং সঙ্কল্পাভ্যাস পাটবোৎপাদ এষ রামভদ্রস্য ভ্রমঃ।

অথবা প্রিয়তমা কোথায়? ইহা রামের কল্পনাভ্যাসপটুতাজনিত ভ্রম। অর্থাৎ কবি রামের মুখ দিয়াই বলিলেন যে, এই সমস্ত ব্যাপার রামের ভ্রম মাত্র, ইহার পরেই বাসন্তীর সেই উৎকণ্ঠোক্তি "প্রমাদঃ প্রমাদঃ সীতা দেব্যা" ইত্যাদি।

---

(৩)

তৃতীয়াঙ্কে বনদেবী বাসন্তীর প্রথমোচ্চরিত "প্রমাদঃ প্রমাদঃ" এই স্থল হইতে দ্বিতীয়োচ্চরিতবৎ প্রতীয়মান "প্রমাদঃ প্রমাদঃ" পর্য্যন্ত যে ঘটনাবলী বর্ণিত আছে, তৎসমস্ত ক্ষণকালমাত্রেই নির্ব্বাহিত, ইহা বুঝা গিয়াছে; এবং উপসংহারে কবিও রামের মুখ দিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ছায়াময়ী সীতাকর্ত্তৃক রামের অঙ্গস্পর্শ রামেরই ভ্রমমাত্র। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই তৃতীয় অঙ্কের ঐ ভাগটীর সহিত সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের একটী অতি বিচিত্র সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমেত প্রকাণ্ড বনস্পতি তাহার পত্রৈক মধ্যে প্রতিভাত থাকে, যেমন এই ক্ষুদ্র পৃথিবী সুবৃহৎ সৌর জগতেরই অনুরূপ, এবং যেমন বিস্তৃত রামায়ণাদি পুরাণ তত্তৎ পুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট সংক্ষিপ্ত অংশেরই বিস্তৃতিমাত্র, সেইরূপ তৃতীয়াঙ্কের এই ভাগটী সমুদায় তৃতীয়াঙ্কেরই প্রতিরূপস্বরূপ। পাঠক দেখিবেন যে, সমুদায় তৃতীয়াঙ্কে যে যে কথা আছে, তৎসমুদায় এই ভাগের বিস্তৃতি বই আর কিছুই নহে। রাম যে পঞ্চবটীবনে সীতার সহিত পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, সেই বনের পূর্ব্বপরিচিত মৃগ, পক্ষী, স্থানসন্নিবেশাদি, বিশেষতঃ সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক, ময়ূর, মৃগ, কদম্ববৃক্ষাদি, এবং তাঁহাদের অধ্যুষিত সেই সেই শয়নীয় শিলাতল এবং লতাগৃহাদি দর্শনে সীতাবিরহশোক রামের অন্তঃকরণে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তাঁহার একান্ত ম্লানভাব লক্ষিত হয়, তিনি অনুতাপে মুগ্ধ হন, এবং সেই মোহে প্রসন্নহৃদয়া সীতার অনুগ্রহস্পর্শলাভ করিয়াছেন মনে করেন, এবং তাঁহার সেই অনুতাপদগ্ধ হৃদয়মধ্যে

বিগতমন্যু সীতা যেন পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন। পূর্ব্ব ভাগেও এই কথা, এবং সমুদায় তৃতীয়াঙ্কেও এই কথা। অতএব তৃতীয়াঙ্কের ঐ পূর্ব্ব ভাগকে সংক্ষিপ্তাঙ্ক বা উপাঙ্ক কহা যাইতে পারে।

উপাঙ্কের প্রথমে, পোষিত করিশাবকের প্রতি রামসীতার পুত্রভাবের অঙ্কুর আছে। পাঠক দেখিবেন, ভবভূতি ঐ অঙ্কুরটী মাত্র লইয়া কি অপূর্ব্ব কবিত্বকুসুমশোভিত বনভূমি প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহাতে প্রণয়ি-যুগলের স্ফটিকস্বচ্ছহৃদয় পরিদৃষ্ট, এবং দুইটী হৃদয়তন্ত্রীর এক সুরে লয়-সংযোগ আকর্ণিত হইতেছে।

পঞ্চবটী মূর্ত্তিমতী হইয়া বাসন্তীরূপে সমাগতা হইলে রাম তাহাকে সীতার পূর্ব্বসখী বলিয়াই চিনিলেন। পঞ্চবটী রামের চক্ষে সীতাময়ী হইয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। বনদেবীর কথানুসারে রাম জটায়ু-শিখরীর দক্ষিণে সীতাতীর্থদ্বারা গোদাবরীতে অবতীর্ণ হইয়া সীতার পুত্রী-কৃত করিশাবককে রক্ষার নিমিত্ত গমন করিলেন। গোদাবরীসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, সেই করিশাবক শত্রুবিজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কবি তখন সীতার মুখে এই উক্তি প্রকাশ করিলেন—

"অম্মহে এরিসো এসো সো সংবুত্তো"

আহা সেটী এখন এমন হইয়াছে!

কবি রামকে দিয়াও বলাইলেন—

দেবি! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে
যেনোদ্গচ্ছদ্বিসকিসলয়স্নিগ্ধদন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোঽয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যৎকল্যাণংবয়সি তরুণে ভাজনংতস্যজাতঃ॥

দেবি! তোমার বড় সৌভাগ্য!

অচিরজাত, মৃণাল ও পল্লববৎ কোমল দন্তপ্ররোহে শোভমান যে করি-

শাবক তোমার কর্ণপূর হইতে লবলীপত্র আকর্ষণ করিত, সেই তোমার পুত্র মদস্রাবী হস্তীকে জয় করিয়া তরুণ বয়সে যাহা শুভ, তাহার আধার হইয়াছে।

পাঠক দেখুন, সীতা যেন রামের মানসচক্ষের সম্মুখীনা—দেবী সম্বোধনপূর্ব্বক রাম যেন তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, বুঝা যাইবে যে, সীতার মুখে যে কথা, রামের মুখেও সেই কথা—সীতা "সে" বলিয়া করিশাবকের অতীতাবস্থার স্মরণ করিলেন, এবং "এমন হইয়াছে" বলিয়া তাহার বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলেন। রামোক্ত "যেনোদ্‌গচ্ছদ" ইত্যাদি শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে করিশাবকের অতীতাবস্থার স্মরণ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহার বর্ত্তমান অবস্থার প্রত্যক্ষীভাব। অতএব সীতার উক্তি যেন রামেরই 'মন-কথা' বা কণ্ঠোক্তি মনে করিলেও করা যাইতে পারে।

আবার সীতার মুখের কথা—

অবিউত্তো দাণীং অঅং দীহাউ ইমাএ
সোম্মদংসণাএ সমং হোদু।

এক্ষণে এই দীর্ঘায়ু সৌম্যদর্শনা করিণীর সহিত অবিযুক্ত হইয়া থাকুক।

রামও বাসন্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন।

পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যমপি শিক্ষিতং বৎসেন—

লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্যৎপুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।
সেকঃশীকরিণাকরেণবিহিতঃকামং বিরামে পুন—
র্যৎস্নেহাদনরালনাল নলিনীপত্রাতপত্রং ধৃতম্॥

দেখ দেখ, বৎস কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যও শিখিয়াছে।

ক্রীড়োৎখাত মৃণালসমূহের খণ্ড মুখে তুলিয়া দিয়া প্রস্ফুটনোন্মুখ পদ্ম-বাসিত জলদ্বারা মুখে গণ্ডূষ দিতেছে, এবং জলকণস্রাবী শুণ্ডদ্বারা পর্য্যাপ্ত-

রূপে গাত্র ধৌত করিয়া দিয়া সেকাবসানে অবক্রনাল-নলিনী-পত্র আত-পত্ররূপে ধারণ করিতেছে।

কাব্যে এমন অনেক স্থল থাকে, যেখানে কিছু বলা অপেক্ষা কিছু না বলায় বা অল্পমাত্র বলায় অধিকতর ভাব ব্যক্ত হয়। এইটী সেইরূপ একটী স্থল। করিকরভের কান্তানুবৃত্তিদর্শনে রামের বিরহ উপলক্ষ করিয়া কত কথাই বলা যাইতে পারিত। কিন্তু ভবভূতি সীতার উক্তিতে করিণীর সহিত "অবিযুক্ত" থাকুক, করিকরভের প্রতি এই আশীর্ব্বচন প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহাতেই অন্যে যাহা কিছু বলিতে পারিত, তাহা সমুদয় বলা হইয়াছে—আর অন্যে যাহা বলিতে পারিত না, এমন একটু বিশেষ কথাও বলা হইয়াছে। বিবেচক পাঠক অবশ্যই ভাবিবেন যে, স্বয়ং বিরহিণী সীতা আশীর্ব্বচন মুখ্যতঃ বধূর প্রতি প্রয়োগ না করায় কবি কি দেখাইবার চেষ্টা করিলেন—তিনি সীতার হৃদয়ে নিজের দুঃখানুভব অপেক্ষা রামের সহিত অধিক-তর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, না ছায়াময়ীর মুখদিয়া রামেরই আর একটী কণ্ঠোক্তি ব্যক্ত করিলেন?

ভবভূতি এ স্থলে যে সকল ভাব অব্যক্ত রাখিলেন এবং পাঠকের নিজের শক্তির উপর অনুভব করিবার অধিকার দিলেন, তাহা বুঝি-বার জন্য চেষ্টা না করিয়া থাকিবার যো নাই। কবি রামের পূর্ব্বগত দুইটী উক্তিতে স্পষ্টই দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সীতার মনে যে ভাব সমুদিত হইতেছে, রামের মনেও সেই সেই ভাব উঠিতেছে। কবি ইহাও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ সময়ে রামের মানস চক্ষে সীতা প্রত্যক্ষবৎ উপস্থিতা হইয়াছেন। কিন্তু কবি এই পর্য্যন্ত করিয়াই কিয়ৎ-ক্ষণ রামের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির করিলেন না, তাঁহাকে একবারে নীরব করিয়া রাখিলেন। রাম আর বহিঃস্থ বনদেবীকে সম্বোধন করিয়া কিম্বা অন্তরস্থ সীতামূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া একটী কথাও বলিলেন না। তাদৃশভাবাপন্ন রামকে তাদৃশ বাক্শূন্য করিয়া রাখায়

কবি যেন পাঠককে 'মাথার দিব্য' দিয়াই ঐ সময়ে রামের মনে কি হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম তখন করিশাবকের কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্য দর্শন করিয়াছেন, সেটী যে সীতার পালিত এবং তাঁহার পুত্রভাবপ্রাপ্ত, তাহা জানিয়াছেন; বহুবর্ষ পূর্ব্বে সীতা যখন তাহাকে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সময়ের মূর্ত্তিও রামের মনে সমুদিত হইয়াছে—তখন রাম নীরব হইয়া কি চিন্তা করিতেছেন?—রামের মনে—নিজের কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্যের প্রথম শিক্ষা হইতে কোটি কোটি অত্যদ্ভুত ঘটনাবলীর পর সীতার গর্ব্ভধারণ, এবং তাঁহার গর্ব্ভজাত সন্ততি এক্ষণে কেমন হইত, ইত্যাদিরূপ অনুস্মৃতি কি আলোড়িত হইতেছিল?—হইতেও পারে, কারণ দেখা গিয়াছে যে, সীতা এবং রাম উভয়ের মনেই একই ভাব একই সময়ে সমুদিত হইতেছিল, এবং এই সময়ে সীতা তমসাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—

অঅং দাব এরিসো জাদো দে উণ ণ আণামি কুসলবা এত্তিকেণ কালেণ কেরিসা বিঅ হোন্তি।

এত এই প্রকার হইয়াছে, সেই কুশ লব এত কালে না জানি কিরূপ হইয়াছে।

তমসা উত্তর করিলেন,

যাদৃশোঽয়ং তাদৃশৌ তাবপি

এ যে প্রকার, তাহারাও সেইরূপ হইয়াছে।

তমসার এই উক্তিতে রামের অন্তরাত্মার কর্ণকুহরে এক বার আশাদেবীর সান্ত্বনাবাক্য সঞ্চার করা কি কবির ইচ্ছা?—হইতেও পারে যে, ইহার পরেই রামের মনে প্রসূতপুত্রা সীতার ছবি অধিকতর প্রোজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি মনে মনে অনেক ভাঙ্গিতে গড়িতে ছিলেন। হয় ত একবার ভাবিলেন যে, সীতার যেমন স্বামিবিরহ, সেইরূপ পুত্রবিরহও উপস্থিত হইয়া থাকিবে; কারণ ওরূপ স্থলে ওরূপ মনে অবশ্যই অনিষ্টের আশঙ্কা হইয়া থাকে। কিন্তু পরেই আবার

মনে হইয়া থাকিবে যে, পুত্র প্রসব করিয়া আমাকে না দেখাইতে পাইয়া না জানি সীতার কতই দুঃখ হইয়াছিল। সীতাও তমসাকে বলিতেছিলেন—

কিং বা মএ পস্থদাএ জেণ তারিস্‌সাণং মম পুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধঅলদসণুজ্জলকবোলং অণুবন্ধমুদ্ধকাঅলিবিহসিদং নিবদ্ধকাঅসিহণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং অজ্জউত্তেণ।

প্রসব করিয়া আমার কি হইল, মদীয় তাদৃশ পুত্রদ্বয়ের অবিরল কোমল ধবল দশন পংক্তিতে সুশোভিত সমুজ্জল-কপোলশোভি মৃদুমধুর হাস্যে বিলসিত কাকপক্ষালঙ্কৃত অমল মুখপদ্মযুগল আর্য্যপুত্র চুম্বন করিলেন না।

যদি রাম সত্য সত্যই এরূপ ভাবিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই তাঁহার মন হইতে একবার সীতার বিরহভাব অপগত হইয়া থাকিবে। তিনি পুনর্ব্বার পুত্রক্রোড়া প্রস্রুতস্তনী সীতা সহ আপনাকে সংসারী দেখিতে পাইয়া থাকিবেন। সীতাও তমসাকে কহিলেন—

এদিণা অবচ্চসংসুমরণেণ উস্‌সসিদপহ্নুদথণী তাণং চ পিদুণোসন্নিধাণেণ খণমেত্তং সংসারিণী ম্হি সংবুত্তা।

অপত্যস্মরণে আমার স্তন্যক্ষরণ হইতেছে এবং সেই পুত্রদিগের পিতার সন্নিধানে থাকিয়া যেন আমি ক্ষণমাত্র সংসারিণী হইয়াছি।

ইহার পরেই কবি তমসার মুখ দিয়া সন্তান যে দম্পতীপ্রণয়ের পরম বন্ধন, ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিলেন। যথা—

কিমত্রোচ্যতে? প্রসবঃ খলু প্রকর্ষপর্য্যন্তঃ স্নেহস্য। পরঞ্চৈতদন্যোন্যসংশ্লেষণং পিত্রোঃ।

অন্তঃকরণতত্ত্বস্য দম্পত্যোঃ স্নেহসংশ্রয়াৎ।
আনন্দগ্রন্থিরেকোঽয়মপত্যমিতি বধ্যতে॥

কি বলিব—সন্তান স্নেহের পরাকাষ্ঠা, এবং পিতামাতা পরস্পরের পরম বন্ধন।

সন্তান স্নেহের আশ্রয় প্রযুক্ত দম্পতীর অন্তঃকরণের সুখময় গ্রন্থিস্বরূপ উঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে।

ফলকথা, ভবভূতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন যে, অপত্যবাৎসল্য নিবন্ধন দম্পতীর হৃদয়ে একাত্মতা জন্মে, এবং তিনি সেই ভাবেরই আনুপূর্ব্বিকক্রমে বর্ণন করিলেন।

---

(৪)

সীতার পুত্রীকৃত করিশাবক দর্শনে রামের অন্তঃকরণে সীতার পূর্ব্ব মূর্ত্তির সংস্মরণ এবং বর্ত্তমান অবস্থার চিন্তা সমুদিত হইবার আভাস প্রদান পূর্ব্বক ক্ষণকালের নিমিত্ত সীতার সহিত রামের যে একাত্মতা জন্মিয়াছিল, ভবভূতি তাহা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে সেই ভাবের অপগমে ক্রমশঃ বিরহশোকেরই প্রবলতর উদ্দীপন এবং উপাক্ষে রামের যে মলিনভাবের সূচনা আছে, তাহা উপলক্ষ করিয়া কবি অপূর্ব্ব শক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

রাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে সীতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিলে পর, পুনর্ব্বার বাহ্য জগতে তাঁহার অনুভূতির সঞ্চার হইল। বনদেবী বলিলেন—

ইতোহপি দেবঃ পশ্যতু—

অতরুণমদতাণ্ডবোৎসবান্তে

স্বয়মচিরোদ্গতমুগ্ধলোলবর্হঃ।

মণিমুকুট ইবোচ্ছিখঃ কদম্বে

নদতি স এষ বধূসখঃ শিখণ্ডী॥

দেব! এ দিকেও অবলোকন করুন—

নবজাত-মনোহর-চঞ্চল পুচ্ছবিশিষ্ট উন্নতশিখার শোভায় মণিময়-মুকুটধারিরূপে প্রতীয়মান বধূসহায় সেই এই শিখণ্ডী মহানন্দে নৃত্যোৎসব সমাধা করিয়া কদম্ববৃক্ষে কেকারব করিতেছে।

রাম পূর্ব্বে যেমন সীতাপালিত করিশাবককে করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলেন, এ বারেও সেইরূপ সীতার পোষিত ময়ূরকে ময়ূরীর সহিত ক্রীড়ারসে মগ্ন দেখিলেন। এ বারেও রামের চিত্তপটে সীতার পূর্ব্বমূর্ত্তি জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

ভ্রমিষু কৃতপুটান্তর্মণ্ডলাবৃত্তি চক্ষুঃ
প্রচলিত চতুরভ্রূতাণ্ডবৈর্মণ্ডয়ন্ত্যা।
করকিসলয়তালৈর্মুগ্ধয়া নর্ত্তমানং
সুতমিব মনসা ত্বাং বৎসলেন স্মরামি।

নৃত্য মধ্যে ঘূর্ণনকালে চঞ্চল বিলাসশালিনী ভ্রূভঙ্গী দ্বারা পুটমধ্যে ঘূর্ণিত নিজ চক্ষুর মণ্ডন সাধন পূর্ব্বক করপল্লবের তালে মুগ্ধা সীতা সুতের ন্যায় সস্নেহান্তঃকরণে তোমাকে নাচাইত আমি তাহা স্মরণ করিতেছি।

কালিদাসও মেঘদূতে সুন্দরীকর্ত্তৃক নর্ত্ত্যমান একটী ময়ূরের চিত্র দিয়াছেন, যথা—

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টিঃ
মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশপ্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈ র্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্ বঃ॥

সেই দুই রক্তাশোকের মধ্যে একটী স্বর্ণময় যষ্টি প্রোথিত আছে। তাহার মূলদেশ মরকত মণিদ্বারা বদ্ধ এবং অগ্রভাগে একখানি স্ফটিক ময় ফলক নিবদ্ধ আছে। তোমাদিগের সুহৃৎ নীলকণ্ঠ দিবাবসানে ঐ ফলকে উপবেশন করিলে আমার প্রিয়া বলয়শিঞ্জাসহকৃত হস্ততাল দ্বারা তাহাকে নাচাইয়া থাকে।

দুইটি চিত্রই অতি সুন্দর, এবং যথাযোগ্য। তবে একটী বনবিহারিণী জীবপালিকা পালিতগতপ্রাণা বিশুদ্ধাত্মিকা আনন্দময়ী রমণীর চিত্র এবং অপরটী ভাগ্যবানের গৃহলক্ষ্মীর ছবি। একটী চিত্রে ময়ূরের নৃত্যের সহ নর্ত্তনকারয়িত্রী সুন্দরীর মুখ চক্ষু হস্তাদি সর্ব্বাঙ্গের বৈচিত্র্য এবং মনের

বৎসলভাব পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়; অপর চিত্রে ময়ূরের আসন, ময়ূরটী এবং সোণার বালা হাতে টুক্‌টুকে গোলগাল হাত দুটী মাত্র দৃষ্ট হয়।

রাম বলিতে লাগিলেন—

হন্ত তির্য্যঞ্চোঽপি পরিচয় মনুরুধ্যন্তে।
কতিপয়কুসুমোদ্গমঃ কদম্বঃ
প্রিয়তময়া পরিবর্দ্ধিতো য আসীৎ।
স্মরতি গিরিময়ূর এষ দেব্যাঃ
স্বজন ইবাত্র যতঃ প্রমোদমেতি॥

হায়! তির্য্যক্ জাতিরাও পরিচয়ের অনুরোধ রাখে।

এক্ষণে যাহার কতিপয় পুষ্পোদ্গম হইয়াছে, সেই কদম্ব তরু যে প্রিয়তমাকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, এই গিরিময়ূর তাহা স্মরণ করিতেছে. যেহেতু আত্মীয়ের ন্যায় এই কদম্ব বৃক্ষে এ প্রমোদ লাভ করিতেছে।

পাঠক দেখুন যে, প্রোজ্জ্বলা চঞ্চদ্রূপা সীতামূর্ত্তি রামের হৃদয়পটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেটী যেন কিঞ্চিৎ দূরগতা হইয়াছে; এখন সীতাকে তুমি না বলিয়া প্রিয়তমা অথবা দেবী বলিয়া উদ্দেশে নির্দ্দেশ করা হইতেছে, এবং যে ময়ুর পূর্ব্বপরিচয়ের অনুরোধে সীতা পরিবর্দ্ধিত কদম্বরৃক্ষে বসিয়া আছে, তাহার তাদৃশ আচরণ দর্শনে রামের যেন শোকেরই উদ্রেক হইতেছে।

বনদেবী বলিলেন—

অত্র তাবদাসন পরিগ্রহং করোতু দেবঃ।
এতত্তু দেব কদলীবনমধ্যবর্ত্তি
কান্তাসখস্য শয়নীয়শিলাতলং তে।
অত্রস্থিতা তৃণমদাদ্বহুশো যদেভ্যঃ
সীতা ততো হরিণকৈর্নবিমুচ্যতে স্ম।

এই খানে আপনি আসন পরিগ্রহ করুন।

যখন কান্তা তোমার সমভিব্যাহারে ছিল, তখনকার সেই এই কদলীবন-মধ্যবর্ত্তী তোমার শয়নীয় শিলাতল; এই খানে থাকিয়া সীতা এই সকল হরিণকে বহুবার তৃণ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই প্রযুক্ত ইহারা এ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না।

রাম পূর্ব্বে সীতাসহ যে শিলাতলে শয়ান হইতেন, তথায় আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তাহা দেখাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অন্যত্র গিয়া বসিলেন, এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঐ নিস্তব্ধাবস্থায় রামের মনে কিরূপ ভাবনা উদিত হইতে পারে? তিনি হয় ত এরূপ ভাবিতেছিলেন যে, ইহা সেই পঞ্চবটীবন, এখানকার এই মৃগ পক্ষী বৃক্ষাদি পূর্ব্বে কতই আনন্দ উৎপাদন করিত, এক্ষণে এ গুলি কেবল ক্লেশের কারণ হইতেছে। সেই সব থাকিতেও যেন কিছুই নাই। জীবলোকের কি উৎকট পরিবর্ত্ত!

কবি সীতার মুখ দিয়া ঐরূপ ভাবই ব্যক্ত করিলেন।

ছায়াময়ী বলিলেন,—

হদ্ধী হদ্ধী সো এব্ব অজ্জউত্তো তং এব্ব পঞ্চবটীবনং সা এব্ব পিঅসহী বাসন্তী তে এব্ব বিবিহবীসম্ভসাক্‌খিণো গোদাবরীকাণণুদ্দেসা তে এব্ব জাদণিব্বিসেসা মঅপক্‌খিপাদবা মম উণ মন্দভাইণীএ দীসমাণং বি সব্বং এব্ব এদং ণত্থি; তা এরিসো জীঅলোঅস্‌স পরিবত্তো।

হা ধিক্‌, হা ধিক্‌ সেই এই আর্য্যপুত্র, সেই এই পঞ্চবটীবন, সেই এই প্রিয়সখী বাসন্তী, আমাদের বিবিধবিশ্রম্ভ সাক্ষী সেই এই সকল গোদাবরী কাননপ্রদেশ, সুতনির্ব্বিশেষে পালিত সেই এই সব মৃগ পক্ষী পাদপ রহিয়াছে, কিন্তু এগুলি মন্দভাগিনী আমার দৃশ্যমান হইয়াও এক্ষণে যেন সে সব এ কিছুই নয় বোধ হইতেছে। অতএব জীবলোকের এই প্রকারই পরিবর্ত্ত!

রাম নিস্তব্ধ—জীবলোকের উৎকট পরিবর্ত্ত এবং আপনার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্ত চিন্তা করিতে করিতে নিজের শরীরে যে সকল পরিবর্ত্ত

ঘটিয়াছিল, তাহাও তাঁহার মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নহে। তিনি এরূপও মনে করিয়া থাকিবেন যে, এরূপ অবস্থায় সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, অথবা অতি কষ্টেই চিনিবেন, সন্দেহ নাই।

বাসন্তীর মুখেও কবি ঐ ভাব ব্যক্ত করিতেছেন,—

সখি সীতে! কথং ন পশ্যসি রামস্যাবস্থাম্।
কুবলয়দলস্নিগ্ধৈরঙ্গৈর্দদৌ নয়নোৎসবং
সততমপি তে স্বেচ্ছাদৃশ্যো নবং নবমেব যঃ।
বিকলকরণঃ পাণ্ডুঃ শোচ্যঃ শুচা পরিদুর্ব্বলঃ
কথমপি স ইত্যুন্নেতব্যস্তথাপি দৃশাং প্রিয়ঃ॥

সখি সীতে! রামের অবস্থা দেখিতেছ না? যিনি তোমার অনায়াসদৃশ্য হইলেও নীলোৎপলদলবৎ স্নিগ্ধ অঙ্গ দ্বারা তোমার নয়নে প্রতিবারই নব নব প্রীতি উৎপাদন করিতেন, সেই এই রাম, এক্ষণে এরূপ বিকলেন্দ্রিয় পাণ্ডুবর্ণ ও শোকভরে দুর্ব্বল হইয়াছেন যে, তাঁহাকে সেই রাম বলিয়া অতি কষ্টে চেনা যায়; তথাপি কেমন নয়নপ্রিয়!

পাঠক এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, রামের মনের যে ভাব, তাহাতে সীতা আমাকে দেখিলে চিনিতে পারেন কি না, যদি এরূপ কথা ঐ সময়ে তাঁহার মনে উঠিয়া থাকে, তবে সীতা কেমন চক্ষে তাঁহাকে দেখিতেছেন, এবং ঐ চক্ষুঃ কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে, তাহা অবশ্যই তাঁহার অন্তঃকরণে চিত্রিত হইয়া উঠিবে। চক্ষুঃ জীবাত্মার গৃহের বাতায়নস্বরূপ; মনের ভিতরে কি হইতেছে, তাহা যেমন চক্ষুর ভাবে প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই নহে। সীতার ভালবাসা কত, রাম তাহা জানেন, সেই সীতা তেমন মর্ম্মান্তিক দুঃখিনী; এবং তিনি নিজেও তাদৃশাবস্থ। রামের প্রতি প্রযুক্ত সীতার চক্ষুঃ ক্রোধ কিম্বা অভিমান অথবা ভয় প্রকাশ করিতে পারে না; পূর্ণ নিরীহতা, প্রগাঢ় শোক এবং দৃঢ় অনুরাগই প্রকাশ করে। কবি সীতার মুখ দিয়া যে উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সীতার চক্ষুও সেই কথাই কয়।

সীতা। হা দেব্ব এসো মএ বিণা অহংবি এদেণ বিণ ত্তি কেন সম্ভাবিদং আসি তা মুহুত্তঅং বি জম্মান্তরাদো বিঅ সব্ধসণং বাহসলিলন্তরেসু পেক্খামি দাব বচ্ছলং অজ্জউত্তং।

হা দৈব! ইনি আমা ছাড়া এবং আমি ইহাঁ ছাড়া থাকিব, এরূপ কে সম্ভাবনা করিয়াছিল? যাহা হউক, মুহূর্ত্তের জন্য যেন জন্মান্তরে আমি ইহাঁর দর্শনলাভ করিলাম, অতএব অশ্রুজলের পতন এবং উদগম ইহার মধ্যবর্ত্তী অবকাশে স্নেহবান্ আর্য্যপুত্রকে একবার দেখিয়া লই।

যে চক্ষু দুটী ঐ ভাব প্রকাশ করে, সে দেখিতে কেমন, তাহা তমসার উক্তিতে কবি বলিয়া দিলেন।

বিলুলিতমতিপূরৈর্বাষ্পমানন্দশোক-
প্রভবমবসৃজন্তী তৃষ্ণয়োত্তানদীর্ঘা।
স্নপয়তি হৃদয়েশং স্নেহনিস্যন্দিনী তে
ধবলবহলমুগ্ধা দুগ্ধকুল্যেবদৃষ্টিঃ॥

প্রবল ধারায় বিগলিত আনন্দশোকাশ্রুবর্ষণকারিণী, দর্শনলালসায় বিস্ফারিত এবং দীর্ঘবৎ প্রতীয়মান স্নেহস্রাবিণী অতিশয় ধবল এবং মনোহারিণী তোমার দৃষ্টি জীবিতেশ্বরকে আর্দ্রীভূত করিতেছে।

খুব শাদা ড়াগর ডাগর এবং ডুবু ডবে চক্ষু। শুদ্ধ কাজল নাই বলিয়াই যে শাদা, তাহা নহে। মনের যে ভাবে চক্ষু রক্তাভ হয়, তাহার কাছেও যায় না বলিয়া চক্ষু আরও শাদা। কালিদাসও মেঘদূতে একটী বিরহিণী কামিনীর চক্ষু চিত্রিত করিয়াছেন, যথা—

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্ জালমার্গপ্রবিষ্টান্
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেঽহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥
রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসং।

স্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি॥

মেঘকে যক্ষ বলিতেছে—গবাক্ষজাল দিয়া প্রবিষ্ট অমৃতশীতল চন্দ্রকিরণের অভিমুখে পূর্ব্ব প্রীতি প্রযুক্ত তাহার চক্ষুঃ যেমন গিয়াছিল, অমনি বিনিবৃত্ত হইয়াছে; এবং সেই চক্ষুকে খেদে অশ্রুভারাবনত পক্ষ্মরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত করায় প্রিয়াকে মেঘময় দিনে প্রস্ফুটিতও নয় নিমীলিতও নয় এমন স্থলকমলিনীর ন্যায় দেখিতে পাইবে। অলকে অপাঙ্গ প্রদেশ ঢাকিয়াছে, চক্ষুঃ কজ্জল শূন্য হইয়াছে, মদিরা ত্যাগ প্রযুক্ত আর সে ভ্রূবিলাস নাই—মৃগাক্ষীর এমন নয়ন, তুমি নিকটবর্ত্তী হইলে, আমি অনুমান করি, ঊর্দ্ধে স্পন্দিত হইয়া মৎস্যের তাড়নে চঞ্চল নীলপদ্মের তুল্যতা প্রাপ্ত হইবে।

দুটী চিত্রই সুন্দর এবং যথাযোগ্য। তবে ভবভূতির চিত্রে পবিত্র একাগ্রতা এবং দিব্য আধ্যাত্মিক ভাব চিত্রিত। কালিদাসের চিত্রে মনোমোহন মানুষিক রূপমাত্র।

রাম যেন বহুক্ষণ ধরিয়া ঐ দুঃসহ শোকব্যঞ্জক চক্ষুর ভাব সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বাহ্য জগতের প্রতি মন ফিরাইবার চেষ্টা করিলেন। বনদেবী বলিলেন—

দদতু তরবঃ পুষ্পৈরর্ঘ্যং ফলৈশ্চ মধুশ্চ্যুতঃ
স্ফুটিতকমলামোদপ্রায়াঃ প্রবান্তু বনানিলাঃ।
কলমবিরলং রত্যুৎকণ্ঠাঃ ক্বণন্তু শকুন্তয়ঃ
পুনরিদময়ং দেবো রামঃ স্বয়ং বনমাগতঃ।

মধুবর্ষী বৃক্ষ সকল পুষ্পফল দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করুক; বিকসিত কমলসুরভি কাননসমীর প্রবাহিত হউক; প্রীতিভরে গ্রীবা উন্নমিত করিয়া পক্ষী সকল অবিরল অস্ফুট মধুর ধ্বনি করুক; যেহেতু পুনরায় রাম স্বয়ং এই বনে আসিয়াছেন।

রাম ঐ স্থানে বসিলেন। কিন্তু বোধ হয় কিছুতেই সীতার সেই গলদশ্রু চক্ষুঃ দুটী ভুলিতে পারিলেন না। যাহা দেখেন, তাহাই সীতা বিরহশোক প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। এমন কি ঐ সকল স্থানে যে প্রাণপ্রতিম ভ্রাতার সহিত বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সংস্মরণেও মনের শান্তি হইল না। তিনি বলিলেন—

করকমলবিকীর্ণৈ রম্বুনীবারশষ্পৈ
স্তরুশকুনিকুরঙ্গান্ মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবন্তি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রবইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্ভেদযোগ্যঃ॥

মৈথিলী, করকমলদত্ত অম্বু, নীবার এবং শষ্পদ্বারা যে সকল তরু, পক্ষী এবং কুরঙ্গদিগকে পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে দেখিয়া আমার হৃদয়দ্রবরূপ কেমন মনে এক বিকার জন্মিতেছে, যাহাকে হৃদয় পাষাণ দ্রবকারী দ্রাবক পদার্থ বলিয়া বোধ হয়।

ফলতঃ, সমুদায় বাহ্য জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিল।

(৫)

রামের বিরহমালিন্যের পুনরুদ্রেক ও তজ্জন্য সমুদায় বাহ্য জগতে তাঁহার কষ্টের অনুভূতি, কবি এই সকল ভাব বর্ণন করিয়া উপাঙ্কে সূচিত অনুতাপের সবিস্তার বর্ণনাবসরে মানব-হৃদয়ের গূঢ়তম তত্ত্ব সমস্ত উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন।

রাম পূর্ব্বে পঞ্চবটীবনে যখন সীতা সহ পরম সুখে বাস করেন, তখন প্রাণপ্রতিম ভ্রাতা লক্ষ্মণও তাঁহার সহচর ছিলেন। অতএব সেই বনে পুনর্ব্বার আসিলে পর সীতার সংস্মরণাবসরে অবশ্যই এক আধ বার লক্ষ্মণকেও তাঁহার মনে পড়িল। বনদেবী এক বার লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ রামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাম তাহা শুনিতে পান নাই, সীতার চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন। বনদেবী পুনরায় দৃঢ়তররূপে বলিলেন—

মহারাজ ননু পৃচ্ছামি অপি কুশলং কুমার লক্ষ্মণস্য।

মহারাজ জিজ্ঞাসা করি, কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত?

রাম মনে মনে ভাবিলেন—

অয়ে! মহারাজেতি নিষ্প্রণয়মামন্ত্রণপদং সৌমিত্রিমাত্রে চ বাষ্পখলিতাক্ষরঃ কুশলপ্রশ্নঃ তথা মন্যে বিদিতসীতাবৃত্তান্তেয়মিতি।

অয়ে! মহারাজ! এই সম্বোধন প্রণয় শূন্য, বাষ্পগদ্গদ এই প্রশ্ন কেবল লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাতেই পর্য্যবসিত; অতএব ইনি সীতাবৃত্তান্ত অবগত আছেন, বোধ হইতেছে। পরে বলিলেন—আং কুশলং কুমারস্য—

কুমারের কুশল।

এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পাঠক দেখুন, কবি কি সুন্দর কৌশল করিয়া এই স্থানে লক্ষ্মণের নামের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন যে, সমুদয় বাহ্য জগৎ রামের পক্ষে একান্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ স্থলে দেখাইতেছেন যে, রামের পক্ষে সমুদয় বাহ্য জগতের মধ্যে এক সীতা ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর যে লক্ষ্মণ, সেই লক্ষ্মণের স্মৃতিও তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা তিক্ত বোধ হইয়াছে। বাস্তবিক যে দুইটী প্রীতিকর পদার্থকে পূর্ব্বে সর্ব্বদা একত্রে দেখিতে পাওয়া যাইত, পরে সেই দুইটীর একটী যদি না থাকে, এমন হয়, তবে অপরটীকে ভাল আছে দেখিলেও, যেটী নাই, তাহার জন্য তীব্র শোকানুভব হয়। লক্ষ্মণ কুশলে আছেন, সীতা আর নাই, এই চিন্তাটী রামের মনে উঠাইয়া দিয়া কবি রামের বিরহশোকের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। কেবল তাহাই নহে, লক্ষ্মণের স্মরণে, লক্ষ্মণের দ্বারাই যে তিনি সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহাও রামের মনে উদিত করিলেন, এবং সুতরাং সেই প্রথম বিবাসন-সময়ে রাম আপনার কার্য্য যেমন পাপ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ ভাব উদিত হওয়ায় আত্মগ্লানি তাঁহার মনে উদ্বোধিত হইল। বিবাসন-সময়ে রাম বলিয়াছিলেন—

হা! কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোঽস্মি সংবৃত্তঃ
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাং।
ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব।

হা কষ্ট! আমি অতি বীভৎসকর্ম্মা নৃশংস হইতেছি। মাংসবিক্রয়-জীবীরা যেমন গৃহপালিত পক্ষীকে বিনষ্ট করে, তেমনি আমি শৈশব হইতে প্রতিপালিত সৌহার্দ্দবশতঃ একাত্মতাপ্রাপ্ত ইহাঁকে ছল করিয়া মৃত্যুর হস্তে প্রদান করিতে যাইতেছি।

বিবাসনের পূর্ব্বক্ষণে রামের বাহুর উপর মস্তক স্থাপন করিয়া সীতা নিদ্রিতা ছিলেন, বিবাসন বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাম আপনার সেই বাহু অপসারণ করিতে করিতে এ কথাও বলিয়াছিলেন,

অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডালময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্ব্বিপাকং বিষদ্রুমম্॥

হে মুগ্ধে! অশ্রুতপূর্ব্ব বীভৎস কার্য্যদ্বারা আমি চণ্ডাল হইয়াছি— আমাকে ত্যাগ কর। তুমি চন্দনভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছ।

ঐ সময়ে পৃথিবী, অগ্নি, জনক, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকেও স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন—

অথবা কস্তু তেষামহমিদানীমাহ্বানে!
তে হি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়া গৃহীতনামানঃ স্পৃষ্টন্ত ইব পাপ্মনা॥

অথবা এক্ষণে আমি তাঁহাদের আহ্বান করিবার কে? অর্থাৎ আমি তাঁহাদের আহ্বান করিবার যোগ্য নহি। আমি কৃতঘ্ন ও দুরাত্মা, সেই সকল মহাত্মার নাম করিলেও বোধ হয় যেন তাঁহাদিগকে পাপ স্পর্শ করিবে।

অতএব সীতাকে বিবাসিত করিয়া রাম মনে মনে জানিতেন যে, তিনি পাপকর্ম্ম করিয়াছেন। তাঁহার মনে সেই ভাবের উদয় মাত্রেই বনদেবী বলিলেন—

অয়ি দেব! কিমিতি দারুণঃ খল্বসি?
ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ

ইতি মূর্চ্ছতি।

হে দেব, তুমি কি কঠিনহৃদয়!

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয় স্বরূপ, তুমি আমার নয়নের জ্যোৎস্না, তোমার স্পর্শ আমার অঙ্গের অমৃত, ইত্যাদি শত শত প্রিয়বাক্য দ্বারা যাহাকে প্রীত করিতে, সেই মুগ্ধাকেই— দূর হউক, সে কথায় আর প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

এই কবিতাটী যে কত মিষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। বোধ হয়, উত্তরচরিত পাঠক এমন কেহই নাই, যাঁহার এই শ্লোকটী, অন্ততঃ ইহার প্রথম চরণ তিনটী কণ্ঠস্থ নাই। চতুর্থ চরণটীর অধিকাংশই পাদপূরণার্থ প্রস্তুত, এবং যখন কবি বাসন্তীকে মূর্চ্ছিত করিতেছেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া কেবল পাদপূরণার্থ শব্দ প্রয়োগ না করাইলেই ভাল হইত। বাসন্তী চতুর্থ চরণের "তামেব" পর্য্যন্ত বলিয়াই মূর্চ্ছিতা হইলে কবিতাপূরণ রামের মুখ দিয়াই হইতে পারিত। যথা—

———বাক্যবিরতিঃ পতনঞ্চ যুক্তম্।

এই সামান্য কৌশল যে ভবভূতির অপরিজ্ঞাত ছিল, এমত নহে। তিনি বহুল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উক্তি প্রত্যুক্তিদ্বারা কবিতার পূরণ করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় এ স্থলে মহাকবির বিশেষ দৃষ্টি অন্য দিকেই ছিল। তিনি যে বাসন্তীকে মানুষীভাব দিয়াই সাজাইতেছিলেন, তাহা

যেন এ স্থলে বিস্মৃতপ্রায় হইয়া বাসন্তী যে বনদেবী—সমুদয় প্রকৃতির প্রতিরূপস্বরূপা, এবং পাপরূপ অনৈসর্গিক কার্য্যের সমক্ষে সঙ্কুচিতা বা মূর্চ্ছাপন্না, এই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন।

বাস্তবিক উৎকট দুষ্ক্রিয়া মাত্রই এমনি অনৈসর্গিক ব্যাপার যে, তাহার অনুষ্ঠাতাকে সর্ব্বদাই মনে মনে ভাবিতে হয় যে, সমুদায় জগৎ তাহার দুষ্কৃতি জানিতে পারিতেছে এবং তাহা জানিয়া ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইতেছে। রাম অলোকসামান্যা, পরমপবিত্রা, পতিপরায়ণা, ধর্ম্মপত্নীকে বিবাসিত করিয়া অতি অনৈসর্গিক কার্য্যই করিয়াছিলেন। এই জন্য এ স্থলে বনদেবীর মূর্চ্ছা কল্পিত হইয়াছে, এবং বোধ হয়, ভবভূতির মনে ঐ ভাব কিছু অধিক প্রবল হইয়াছিল এবং তাহারই ইঙ্গিত করিবার জন্যই তিনি বাসন্তীর মানুষীভাব বিস্মৃতকল্প হইয়াছেন। যাহা হউক, ভবভূতি অনৈসর্গিক কার্য্যকেই পাপ কার্য্য বলিয়া যেন স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিলেন।

---

(৬)

উপাক্ষে সূচিত রামের অনুতাপের সবিস্তর বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া কবি প্রথমতঃ দেখাইয়াছেন যে, সীতাবিবাসন কার্য্যটী অনৈসর্গিক অতএব পাপ-কার্য্য, রামের মনে এই ভাবের উদ্বোধ হইয়াছিল। এক্ষণে মানুষের পক্ষে কিরূপ কার্য্য অনৈসর্গিক, তাহা স্পষ্টতর করিয়া দেখাইতেছেন।

বনদেবী মূর্চ্ছিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার মোহভঙ্গের পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

তৎকিমিদমকার্য্যমনুষ্ঠিতং দেবেন ?

তবে কেন দেব! এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ?

রাম বলিলেন,

লোকো ন মৃষ্যতীতি।

লোকে সহ্য করে না বলিয়া।

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—

তৎ কস্য হেতোঃ।

তাহা কিসের কারণে ?

রাম বলিলেন—

স এব জানাতি কিমপি।

কি, তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

অয়ি কঠোর যশঃ কিল তে প্রিয়ং
কিমযশো নন্থ ঘোরমতঃপরম্।
কিমভবদ্বিপিনে হরিণীদৃশঃ
কথয় নাথ কথং বত মন্যসে।

হে কঠিন! যশই তোমার প্রিয়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ঘোরতর অযশঃ আর কি আছে ? হায়! বিপিনে মৃগনয়নার কি হইল, হে ভূপতে! তাহার কিরূপ অনুমান কর, বল।

পাঠক দেখুন যে, আজি কালি লোকে যেরূপ "সহজ জ্ঞানের" (ইনটুইষণ) দ্বারা কোন্ কার্য্য ভাল, কোন্ কার্য্য মন্দ, ইহা নিশ্চয় করিয়া লইবার জল্পনা করে, এখানে সেরূপ "সহজ জ্ঞানের" কোন কথাই নাই। আবার আজি কালির প্রগল্ভস্বভাব নবীনদিগের মুখে এরূপও শুনা গিয়া থাকে যে, "কি ভাল, কি মন্দ, তাহা লোকের কথায় বুঝিতে হয় না" এখানে সে কথাও নাই। বোধ হয়, ভবভূতির মতে লোকে ভাল মন্দ বলিলে তাহা অগ্রাহ্য না করিয়া সে কথা সহেতুক কি অহেতুক—সেই কথা পরবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী, লোকের অভিমতির অনুরূপ কি বিরূপ হইতে পারে,—তাহা বিচার করিয়া পাপ পুণ্যের অবধারণ করাই বিধেয়।

পাঠক দেখুন যে, বনদেবী রামের যশোলিপ্সার তাদৃশ নিন্দা করিলেন না। কিন্তু যশের অভিলাষে তিনি যে অপকর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহাতে

ঘোরতর অপযশই হইয়াছে, এই বলিয়া তিরস্কার করিলেন। অপকর্ম্মদ্বারা অযশঃ ভিন্ন প্রকৃত যশঃ হয় না। অতএব পাপ পুণ্যের বিচার লোকমুখ অতিক্রম করিয়া হইতে পারে না। যেহেতু লোকমুখই সাধারণতঃ সমস্ত-সংসারের প্রতিরূপস্বরূপ।

বনদেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অরণ্যে পরিত্যক্তা সীতার কি দশা হইয়াছে, ভাবিয়াছিলেন কি?

রাম তখন লজ্জিত ও অনুতপ্ত অতএব নিরাশমনেই বলিলেন—

কিমত্রমন্তব্যম্—

ত্রস্তৈকহায়নকুরঙ্গবিলোলদৃষ্টে
স্তস্যাঃ পরিস্ফুরিতগর্ভভরালসায়াঃ।
জ্যোৎস্নাময়ীব মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্পা
ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা॥

আর কি মনে করিব——

ত্রাসযুক্ত এক বৎসর বয়স্ক কুরঙ্গের ন্যায় চঞ্চলদৃষ্টিশালিনী, স্পন্দিত গর্ভের ভরে মন্থরা সেই সীতার জ্যোৎস্নাময়ী, কোমল এবং মনোহর মৃণাল সদৃশ দেহলতা নিশ্চয়ই শ্বাপদগণকর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়াছে।

সীতার কুরঙ্গের ন্যায় বিলোল দৃষ্টি এবং মৃণালকল্প অঙ্গলতিকার অনুধ্যানে রামের মনে সীতার মূর্ত্তি স্ফুটীকৃত হওয়ায় যেন তাঁহার অস্তিত্বের প্রতীতি জাগরিত হইয়া উঠিল। কবি তাদৃশ ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্তই বোধ হয় ছায়াময়ীর মুখে এই উক্তি দিয়াছেন।

অজ্জউত্ত এসা ধরামি—

আর্য্যপুত্র এই আমি জীবিত আছি।

রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন—

হা প্রিয়ে জানকি! ক্বাসি।

হা প্রিয়ে জানকি কোথায় আছ?

নাটকে নির্দ্দেশ না থাকিলেও এই স্থলে রাম পুনঃ পুনঃ ঐরূপ বিলাপ

বাক্য কহিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিলেন। কারণ ইহার পরেই কবি ছায়াময়ীর মুখে কহিলেন—

হদ্ধী হদ্ধী অজ্জউত্তো পমুক্ককণ্ঠং রুণ্ণো!

হা ধিক্ হা ধিক্ আর্য্যপুত্র মুক্তকণ্ঠে রোদন করিলেন।

কবি এ স্থলে তমসার মুখ দিয়া রামের তাৎকালিক বিলাপ এবং অনুতাপের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশিত করিলেন। তমসা বলিলেন—

সাম্প্রতিকমেবৈতৎ কর্ত্তব্যানি দুঃখিতৈর্দুঃখনির্ব্বাপনানি।
পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥

ইহা যুক্তই, বিলাপদ্বারাই দুঃখনির্ব্বাপণ করিতে হয়।

জলাশয়ের জলবৃদ্ধিরূপ উপদ্রব ঘটিলে তাহার জল নির্গত করিয়া দিলেই যেমন তাহার প্রতীকার হয়, সেইরূপ শোক ক্ষোভ উপস্থিত হইলে বিলাপ দ্বারাই হৃদয় শান্ত হয়।

পাঠক, তমসার দৃষ্টান্তটী দেখুন, তিনি যে জলময়ী নদী, তাহা কবির কেমন মনে রহিয়াছে।

তমসা বলিতে লাগিলেন—

বিশেষতঃ রামভদ্রস্য বহুতরপ্রকার কষ্টো জীবলোকঃ।
ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা
প্রিয়াশোকো জীবং কুসুমমিব ঘর্ম্মঃ ক্লময়তি।
স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোঽপ্যসুলভ
স্তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি ননু লাভো হি রুদিতম্॥

বিশেষতঃ সংসারে রামভদ্রের নানাবিধ কষ্ট। অবহিতমনে এই পৃথিবী পালনীয়; কিন্তু উত্তাপ যেমন কুসুমকে ম্লান করে, সেইরূপ প্রিয়াশোক ইহাঁর জীবনকে গ্লানিযুক্ত করিতেছে। আপনি ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং বিলাপের দ্বারাও শোকের শান্তি সম্ভাবিত নহে। তবে বিলাপ নিষ্ফলও নহে, যেহেতু উহাদ্বারা অদ্যাপি জীবনধারণ হইতেছে।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, পাপ-কার্য্যের পর যে অনুতাপ জন্মে, তৎসম্বন্ধেও ভবভূতির মত নব্য মত হইতে ভিন্ন। ভবভূতি আর্য্যপণ্ডিত, আর্য্যপণ্ডিতদিগের মনে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার একান্ত অচ্ছেদ্য অভেদ্য স্থিরভাব অতিপূর্ব্বকালাবধি জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রত্যক্ষীভূত। তাঁহারা কার্য্যকারণসম্বন্ধের কদাপি প্রকৃত উচ্ছেদ হইতে পারে, ইহা (লোকশিক্ষা বা সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে যাহাই বলুন,) মনে মনে কখনই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে কি পাপ কি পুণ্য কিছুরই ক্ষালন নাই। অনুতাপ পাপের অবশ্যম্ভাবি ফল মাত্র,—প্রায়শ্চিত্ত নহে। দুষ্কৃতির উপর অনুতাপ হইলে এইমাত্র বুঝিতে হইবে যে আত্মার প্রকৃত ভাব, (যাহাকে আধুনিকেরা আধ্যাত্মিক জীবন কহেন) এখনও বর্ত্তমান আছে, সম্পূর্ণ বিকৃত হয় নাই। পাপের ক্ষালন হইয়াছে, এরূপ বুঝিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু আজি কালি পুস্তকে বক্তৃতায় কথোপকথনে সর্ব্বদাই যে অনুতাপ শব্দটীর ব্যবহার হইয়া থাকে, সেটী ইংরাজি "রিপেণ্টান্স" বা মুসলমানি "তোবা" শব্দেরই অনুবাদ মাত্র। অনেকে মনে করেন যে, রিপেণ্টান্স বা তোবা দ্বারাই খৃষ্টীয় বা মহম্মদীয় ধর্ম্মমতে একবারে পাপের ক্ষালন হইয়া যায়। অতএব অনুতাপদ্বারাও তাহাই হয়; অর্থাৎ পাপ-কার্য্যের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিন্তু ভবভূতি তাহা বলেন না। অতএব ভবভূতির অনুতাপ এবং নব্য অনুতাপ বিভিন্ন পদার্থ। এই জন্যই ভবভূতি তমসাকে দিয়া বলাইলেন,

"তদদ্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি ননু লাভো হি রুদিতম্।"

অদ্যাপি যে উচ্ছ্বাস হইতেছে, অর্থাৎ জীবনরক্ষা হইতেছে, তাহাই রোদনের লাভ।

অনুতাপের প্রকৃত ফল কি, তাহা বলিয়া দিয়া তাহার আনুষঙ্গিক যে ফল, অর্থাৎ লোকের বিরাগমোচন, এবং অত্যাচরিতের মন্যুপরিহার, কবি এই তৃতীয়াঙ্কের উত্তর ভাগে তাহা কেমন সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, পরে দৃষ্ট হইবে।

(৭)

তৃতীয়াঙ্কের যে পর্য্যন্ত সমালোচিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, রাম এবং ছায়াময়ী সীতা উভয়ের পঞ্চবটীতে আগমন, স্থিতি ও তথা হইতে তিরোধান একই সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তৃতীয়াঙ্কের প্রথম ভাগে (উপাঙ্কে) বর্ণিত কার্য্যগুলি যদিও সমুদায় অঙ্কে যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মাত্র; তথাপি সেইগুলি ক্ষণমাত্রে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। আর সবিস্তরে তৃতীয়াঙ্কের ব্যাখ্যা যে পর্য্যন্ত করা হইয়াছে, তাহাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকিবে যে, কি ছায়াময়ীর, কি বাসন্তীর, কি তমসার মুখ দিয়া কবি যখন যে উক্তি বহির করিয়াছেন, তৎসমুদয় রামের নিজেরই তত্তৎকালোচিত মনোগত ভাবের অনুরূপ কথা হইলেও হইতে পারে।

অতএব সপ্রমাণ হইতেছে যে, তৃতীয়াঙ্কে ছায়াময়ী রামের সহচারিণী; তৃতীয়াঙ্কের সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নে বা মোহে যেমন হইয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষণকাল মধ্যেই নিষ্পন্ন; এবং তৃীতয়াঙ্কের উক্তি প্রত্যুক্তি সকল এক রামহৃদয়েরই বিলোড়নস্বরূপ এমন ভাবে আভাসিত। সুতরাং সমুদায় তৃতীয়াঙ্কটী রামের বিরহমোহেরই রূপকবর্ণনায় পর্য্যবসিত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইতেছে না। শোকাদি যে কোন ভাব অতি প্রবলরূপে মানবমনে অধিষ্ঠিত হইলে জড়জগৎ যে জীবিতরূপে প্রতীয়মান হয়, বাসন্তী ও তমসা বিরহশোকমুগ্ধ রামের সেই ভাবের ব্যঞ্জক। আর মৃতবন্ধুক ব্যক্তিরা যে, সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ স্বপ্নাবস্থায়, আপনাদিগের হৃদয়মধ্যেই সেই সেই বন্ধুর ইঙ্গিত পরামর্শাদি গ্রহণে কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন, ছায়াময়ী সীতা রামের প্রেমময় হৃদয়ের সেই অবস্থার পরিচায়ক। ভবভূতি ষষ্ঠ অঙ্কে এই কথা একপ্রকার অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন, যথা—

চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ
প্রবাসেপ্যাশ্বাসং ন খলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।

জগজ্জীর্ণারণ্যং ভবতি হি বিকল্পব্যুপরমে।
কুকূলানাং রাশৌ তদনু হৃদয়ং পচ্যতইব॥

দীর্ঘ কাল একাগ্রমনে ধ্যান করিয়া নির্ম্মিতাকাররূপে সম্মুখে স্থাপিত প্রিয়জন বিপ্রযুক্ত হইয়াও সান্ত্বনা প্রদান করে। কিন্তু সে প্রকার ভ্রমের নিবৃত্তি হইলে জগৎ জীর্ণারণ্যবৎ অসার প্রতীয়মান হয়। তখন হৃদয় যেন তুষাগ্নির রাশিতে দগ্ধ হইতে থাকে।

বস্তুতঃ পঞ্চবটী বনে রাম একাকী, তাঁহার সীতা-বিয়োগ-শোক উদ্দীপিত, সেই শোকের সময়ে বাহ্য জগৎ বাসন্তী তমসাদিরূপে এবং অন্তর্জগৎ ছায়াময়ী সীতারূপে তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতি কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত করিতেছিল, কবি তৃতীয়াঙ্কে তাহাই দেখাইয়াছেন।

এক্ষণে অবশ্যই জিজ্ঞাস্য হইবে যে, এরূপ বর্ণনায় নাটকের কোন্ প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে তৃতীয়াঙ্কটী যে উত্তরচরিতের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, সেই উত্তরচরিত নাটকের উদ্দেশ্য কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক।

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ প্রধানতঃ রামায়ণ হইতেই সংগৃহীত—কেবল ইহার একটী কথা রামায়ণ হইতে ভিন্ন। সে কথাটী রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন। রামায়ণ প্রবন্ধে রামকর্ত্তৃক সীতার পরিত্যাগ, এবং তদনন্তর সীতার রসাতল-প্রবেশ, এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া কাহার হৃদয়ে প্রগাঢ় শোক এবং ভয়ের আবির্ভাব না হয়? সীতা তেমন সাধ্বী, তেমন রামপ্রেমময়ী নায়িকা; রাম তেমন অগাধসত্ত্ব মহাপুরুষ, তেমন অনুকূল নায়ক, তথাপি তাঁহাদের সংসারযাত্রার পরিণাম যে তেমন শোচনীয় হইল, ইহা ভাবিয়া সংসারিমাত্রেরই হৃদয় ভীতি এবং সংশয়ে সমাকুল হয়। ঐরূপ ভয় এবং সংশয়ে সংসারের প্রতি গৃহী জনের অনাস্থা জন্মিতে পারে। জাতিবিশেষের ও ধর্ম্মবিশেষের প্রকৃতি অনুসারে সংসারের প্রতি তাদৃশ অনাস্থা যদিও নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য না হউক, কিন্তু আর্য্যপণ্ডিতদিগের মতে তাদৃশ অনাস্থা সংসারাশ্রমের নীতির অনুগত নহে। এই জন্যই অনেকানেক

আর্য্য পণ্ডিত রামায়ণের আখ্যানে আধ্যাত্মিক ভাব সন্নিবিষ্ট করিয়া অর্থাৎ ঐ সকল কার্য্য যে ঈশ্বরের লীলামাত্র, এই ভাব প্রকটন-পূর্ব্বক উল্লিখিত ভীতিসংশয়াদির নিরাকরণচেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভবভূতি যথাসাধ্য লৌকিক ভাব রক্ষা করিয়াই উত্তরচরিতে রামসীতার পুনর্মিলন সাধনপূর্ব্বক লোকের শোকসংশয়াদির উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন বোধ হয়। কবির মনের এই ভাবটি সপ্তমাঙ্কে রাম এবং লক্ষ্মণের উক্তিতে যেন প্রকাশিত দেখা যায়। সীতা রসাতলগামিনী হইলে রাম বলিলেন—

কথং বিলয় এব বৈদেহ্যাঃ সম্পন্নঃ! হা দেবি, দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা চারিত্রদেবতে! লোকান্তরং পর্য্যবসিতাসি?

ইতি মূর্চ্ছতি।

কিন্তু বৈদেহী বিলয়প্রাপ্ত হইলেন! হা দেবি দণ্ডকারণ্যবাসপ্রিয়সখি! হা দেবচরিত্রে! তুমি লোকান্তর প্রস্থান করিলে? এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

লক্ষ্মণ কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

ভগবন্ বাল্মীকে! পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব এষ কিং তে কাব্যার্থঃ?

ভগবন্ বাল্মীকে! পরিত্রাণ করুন, পরিত্রাণ করুন্। এই কি তোমার কাব্যের প্রয়োজন?

লক্ষ্মণ প্রাণের দায়ে পরিত্রায়স্ব পরিত্রায়স্ব বলিয়া যে চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহাই যেন রামায়ণপাঠকসাধারণের হৃদ্গত শোকের পরিচায়ক, এবং সেই শোক নিবারণের প্রার্থনা। রামায়ণ পাঠকের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, সীতার ন্যায় গৃহিণী ও রামের ন্যায় গৃহীর সংসারের অবস্থা যদি চরমে এইরূপ হয়, তাহা হইলে জগতে সংসারসুখের বাসনা আর কে করিবে?—সুতরাং তাঁহাদের মতে রামায়ণের নির্ব্বহণ কার্য্য অন্যরূপ হইলে ভাল হইত। ভবভূতি লক্ষ্মণের মুখ দিয়া সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তিনি বাল্মীকির হইয়া রামসীতার পুনর্মিলন সাধনপূর্ব্বক সেই শোক নিবারণ ও সেই প্রার্থনার পূরণ করিয়াছেন।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, রামসীতার পুনর্মিলনের পক্ষে রূপকময় তৃতীয়াঙ্কের উপযোগিতা কতদূর।

ঐ উপযোগিতার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমতঃ একটি বৈদেশিক নাটকের উপাখ্যানাংশ গ্রহণ করিলাম। ঐ নাটকে বর্ণিত আছে,—এক রাজা তাঁহার ধর্ম্মশীলা পতিপরায়ণা পত্নীর প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ষোড়শ বৎসর পরে তাঁহার সেই সন্দেহ যায়, এবং তখন তিনি অনুতাপে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অনন্তর রাজ্ঞীর একটি পাষাণময়ী মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে, শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া সেই প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে যান, এবং তৎসমীপে অনেক করুণবিলাপ করেন। বস্তুতঃ ঐ মূর্ত্তিই জীবিতা রাজপত্নী স্বয়ং। তিনি স্বামীর করুণবিলাপে বিগতদুঃখা হইয়া পুনর্ব্বার স্বামীসহ মিলিতা হইয়াছিলেন।

ফলতঃ পতিকৃত গুরুতর অবমাননায় অবমানিতা পত্নীর মর্ম্মান্তিক দুঃখ ঐরূপে বই যে আর কিছুতেই যাইবার নহে, ইহা সাধারণ প্রতীতি। অবমানিতা শোকবিহ্বলা স্ত্রী স্বামীকে বলিলেন,—“আমি মরি, এবং মরিয়া দেখিতে পাই, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, তাহা হইলেই দুঃখ যায়।” যে কবি স্ত্রীলোকদিগের মনের এই ভাবটি ভাল করিয়া বুঝেন, তিনি বৈদেশিকই হউন, আর দেশীয়ই হউন, তাঁহাকে পরিত্যক্তা স্ত্রীর স্বামীর সহিত পুনর্মিলন সাধন করিতে হইলে স্ত্রীকে গতপ্রাণার ন্যায় প্রতীয়মান করাইয়া স্বামীর ‘কান্না’ শুনাইতে হয়। স্বামীর অবিচলিত প্রগাঢ় প্রেমের, তদীয় দুষ্কৃতিনিবন্ধন প্রকৃত অনুতাপের এবং লোক-লজ্জা-নিবারক তাদৃশ কোন প্রকাশ্য ব্যবহারের নিদর্শন ব্যতিরেকে পরিত্যক্তা স্ত্রী, ঈষন্মাত্র আত্মগৌরব সত্ত্বে, পরিত্যাগকারী স্বামীকে পুনর্গ্রহণে সম্মতা হইতে পারেন না। সাধ্বীদিগের হৃদয়ে আত্মগৌরব অতি প্রবল ভাবেই বিরাজ করে। তাঁহারা যতই কোমলা, শীতলা, আত্মবিসর্জ্জনে প্রবণা ও আত্মবিলোপে সক্ষমা হউন, তাঁহাদিগের সাধ্বীতাটিই জলন্ত হুতাশন-স্বরূপ। জগতীতলে সাধ্বীপ্রতিমা সীতাও সুতরাং ঐরূপ একটি অগ্নিশিখা। ভূতধাত্রী পৃথিবী এবং ত্রিলোক-

পাবনী গঙ্গাও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "আবয়োরপি যৎসঙ্গাৎ পবিত্রত্বং প্রকৃষ্যতে" (যাঁহার সংসর্গ লাভে আমরাও পবিত্র হইয়াছি।) এমন সীতাকে যে রাম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন সাধন করিতে হইলে লোককে অবশ্যই দেখাইতে হইবে যে, রাম সীতাকে গতপ্রাণা জানিয়া তাঁহার জন্য প্রকৃত দুঃখে দুঃখী এবং নিজ দুষ্কৃতিবশতঃ প্রকৃত অনুতাপে অনুতপ্ত।

যদি অনুতাপাদি প্রকাশ ব্যতিরেকে সীতাকে আনিয়া রামের সহিত মিলান হইত, তাহা হইলে লোকের মনস্তুষ্টি হইতে পারিত না। প্রত্যুত সীতার প্রতি লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিত। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের সপ্তমাঙ্কে কালিদাস যে ভাবে প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পুনর্মিলন সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজের মনেও যেন একটু খুঁত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। দুষ্মন্ত নিজ দুষ্কৃতিজন্য অনুতাপে অনুতপ্ত হইয়া যখন বলিলেন—

প্রজাগরাৎখিলীভূত স্তস্যাঃ স্বপ্নসমাগমঃ।
বাস্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুংচিত্রগতামপি॥

নিদ্রার অভাবে স্বপ্ন সমাগম রহিত হইয়াছে, চিত্রাঙ্কিত করিয়াও তাহাকে দেখিবার উপায় নাই—কারণ নয়নবারি দৃষ্টি রোধ করে।

তখন মিশ্রকেশী বলেন—

সব্বধা পমজ্জিদং তুএ পচ্চাদেস দুক্খং
পিঅ সহীএ পচ্চক্খং জ্জেব সহীজণস্স।

প্রিয়সখীর পরিত্যাগদুঃখ তুমি তাহার সখীর সমক্ষে সম্পূর্ণরূপেই ক্ষালন করিলে।

এখানে গূঢ় ভাবটি এই—পরিত্যক্তা শকুন্তলা নিজে দুষ্মন্তের অনুতাপ দেখিল না বটে, কিন্তু সেই জন্যই কবি যেন আপনার মনকে বুঝাইলেন—শকুন্তলা দেখিল না—তাহার সখী দেখিল ত।

আবার যখন সপ্তমাঙ্কে সপুত্রা শকুন্তলা দুষ্মন্তের সম্মুখবর্ত্তিনী, এবং পুত্র জিজ্ঞাসা করিল—

অম্ব কো এসো—

মা! কে এ?

তখন শকুন্তলা উত্তর করিলেন—

ভাঅধেআইং পুচ্ছ।

ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা কর।

উত্তরটী বড় চমৎকার-জনক। চমৎকার-জনক এই জন্য যে কবি শকুন্তলার মনের ভাব যেরূপ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ঐ প্রকার কথা অপেক্ষা অধিক সুসঙ্গত অপর কোন কথা মনেই আনিতে পারা যায় না। কিন্তু শকুন্তলার মনের ভাবটী কেমন? ঐ মনটী স্বতঃই প্রেমে গদ্‌গদ, অতি নম্র; কিন্তু উহা হইতে পরিত্যাগদুঃখ এবং অপমানলজ্জা অপনীত হয় নাই। কবিকে এই জন্যই দুষ্মন্তকে দিয়া শকুন্তলার পায়ে ধরাইতে হইল। যথা—

সুতনু হৃদয়াৎ প্রত্যাদেশব্যলীক মপৈতুতে
কিমপি মনসঃ সম্মোহো মে তদা বলবানভূৎ।
প্রবলতমসামেবং প্রায়াঃ শুভেষু হি বৃত্তয়ঃ
স্রজমপি শিরস্যন্ধঃ ক্ষিপ্তাং ধুনোত্যহি শঙ্কয়া॥

ইতি পাদয়োঃ পততি।

হে সুগাত্রি! হৃদয় হইতে প্রত্যাখ্যানদুঃখ দূর কর। কি জন্য জানি না, তখন আমার মনে প্রবল মোহ জন্মিয়াছিল। মোহান্ধ লোকদিগের শুভ বিষয়েও এই রূপ আচরণ হইয়া থাকে। অন্ধ ব্যক্তির মস্তকে পুষ্পমালা নিক্ষেপ করিলেও সে সর্পাশঙ্কায় ফেলিয়া দেয়। এই বলিয়া চরণে পতিত হইলেন।

কিন্তু ইহাতেও হইল না। কবি দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবেই যে দুষ্মন্তের

বিস্মৃতি জন্মিয়াছিল, তাহা শকুন্তলাকে বুঝাইয়া মহামুনি মরীচিকে দিয়া আজ্ঞা করাইলেন।

বৎস্যে! বিদিতার্থাসি তদিদানীং
সহধর্ম্মচারিণং প্রতি ন ত্বয়া মন্যুঃ করণীয়ঃ।

বৎসে! সমুদয় অবগত হইলে, এক্ষণে স্বামীর প্রতি আর ক্রোধ করিও না।

রামসীতার পুনর্ম্মিলন সম্বন্ধে ভবভূতি কোন খুঁৎ রাখেন নাই। তিনি তৃতীয়াঙ্কে রামের বিরহশোক বর্ণনাবসরে রামসীতার পুনর্ম্মিলনের পথ সম্যক্ রূপেই পরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। মিলন সময়ে সপ্তমাঙ্কে অরুন্ধতী সীতাকে মুর্চ্ছাপন্ন রামের নিকট আনয়ন করিয়া বলিলেন—

ত্বরস্ব বৎসে বৈদেহি মুঞ্চশালীনশীলতাম্।
এহি জীবয় মে বৎসং প্রিয়স্পর্শেন পাণিনা॥

বৎসে সত্বর হও লজ্জাশীলতা পরিত্যাগ কর; আইস প্রিয়স্পর্শ হস্তদ্বারা আমার বাছাকে বাঁচাও।

সীতা অমনি সসম্ভ্রমে গিয়া রামের শরীর স্পর্শপূর্ব্বক বলিলেন—

সমসসসদু অজ্জউত্তো।
আর্য্যপুত্র সমাশ্বস্ত হও।

কিন্তু যদি তৃতীয়াঙ্কে বর্ণিত রামের বিলাপাদি পূর্ব্বে শ্রুত না থাকিত, তাহা হইলে ঐ কথা এবং ঐ কার্য্যটী বড়ই বিসদৃশ বোধ হইত।

অতএব ভবভূতির পক্ষে সীতাকে গতপ্রাণাবস্থবৎ করিয়া রামের বিরহ-দুঃখ দেখাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছিল।

কিন্তু পক্ষান্তরে সীতা একান্ত রামপ্রেমময়ী; রামের নিকট তাঁহার ক্রোধ নাই, তেজ নাই, এমন কি, প্রায় অভিমান পর্য্যন্তও নাই বলিলেই হয়। তাঁহার জীবনের জীবন পর্য্যন্ত রামরূপ মোহন মন্ত্রের বশ।

রামকৃত অত্যাচারে তাঁহার যতই দুঃখ হউক, তিনি সমুদায় আপনার ভাগ্যের দোষ বলিয়াই মনে করেন। অন্যে তাঁহার হইয়া রামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিলেও তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সেই বিরক্তিতে তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি হয় না। তবে তাহা হয় না বলিয়া আপনি মনে মনে একটু লজ্জিত হয়েন বটে, এবং ঐরূপ লজ্জামধ্যে যে দুর্বিভাব্য অভিমানের গুণীভূত উন্মেষ থাকে, রামের প্রতি সীতার অভিমান সেই টুকু মাত্র।

এমন কোমল অপেক্ষাও কোমল অভিমানটীকে, এমন পবিত্র অপেক্ষাও পবিত্র প্রকৃতিটীকে সর্ব্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভবভূতিকে রাম সীতার পুনর্মিলন সাধন করিতে হইয়াছিল। আমাদিগের বোধে এই জন্যই ভবভূতির তৃতীয়াঙ্কের অবতারণা, এবং তাহাতে ভাগীরথীর বরপ্রাপ্তা লোকলোচনের অগোচরা ছায়াময়ী সীতার কল্পনা।

যদি ভবভূতি পূর্ব্বোল্লিখিত বৈদেশিক কবির অনুরূপ করিয়া উত্তরচরিতের নায়িকা সীতাকে নিজ প্রতিমূর্ত্তিরূপে অবস্থাপিত করিয়া তাঁহাকে রামের বিলাপ শ্রবণ করাইতেন, তাহা হইলে কি ভাল হইত? সীতার গাঢ়তম প্রেমভাব এবং চিত্তের ঐকান্তিক সরলতা কি সেরূপ করিলে রক্ষা পাইত? সীতা কি অমন "সঙ সাজিয়া" বসিতে পারিতেন? সীতা কি রামকে দেখিয়াই চকিতা, উৎকণ্ঠিতা, স্বেদরোমাঞ্চপূর্ণা হইতেন না? অথবা—

"ণেহু মং অত্তণো অঙ্গেসুং বিলঅং অম্বা"

মা! আমাকে নিজ অঙ্গে লীন করিয়া লও।

বলিয়া পৃথিবীতে মিলিয়া যাইতে চাহিতেন না? আর যদি সীতা ওরূপে "সঙ সাজিয়া" স্বামীর অনুরাগের এবং অনুতাপের প্রমাণ লইতে বসিতে পারিতেন, তাহা হইলে সেই সীতা কি আর ভবভূতির বা আমাদের সীতা থাকিতেন?

অতএব এক পক্ষে সীতাকে রামের বিলাপ ও মর্ম্মান্তিক যাতনা দেখাইবার প্রয়োজন, আবার পক্ষান্তরে যদি সীতা তাহা দেখিতে পারেন, তবে তাঁহার প্রকৃতিই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়—এই বৈষম্য বিবেচনা করিয়া কবি ছায়াময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন। রামের হৃদয়বাসিনী সীতার সমক্ষে রাম কান্দিলেন। যথোচিত হইল—লোকে তুষ্ট হইল। সীতা সপ্তমাঙ্কে বলিয়াছেন—

জাণাদি অজ্জউত্তো সীতাদুক্‌খং পমজ্জিদুং।

সীতার দুঃখ কেমন করিয়া মোচন করিতে হয়, তাহা আর্য্যপুত্র জানেন।

আমরা বলি, ভবভূতিই জানিতেন, তিনি কিরূপ করিয়া বর্ণন করিলে রামের প্রতি লোকের মন্যু বিগত হইবে, এবং যে সীতা সেই সীতা থাকিয়াই রামের সহিত পুনর্ব্বার মিলিতা হইতে পারিবেন।

---

(৮)

তৃতীয়াঙ্কের উপাদান যে রামের বিরহমোহ, এবং ঐ অঙ্কের প্রণয়ন ব্যতিরেকে যে রাম সীতার পুনর্ম্মিলন লোকের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করা গিয়াছে। এক্ষণে রামকৃত অনুতাপের আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ যে সুপ্রণালীতে ঐ পুনর্ম্মিলনের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখান যাইতেছে। রাম স্বকৃত দুষ্কার্য্য নিবন্ধন অনুতাপে দগ্ধ হইয়া বলিলেন,

কষ্টং ভোঃ কষ্টম্!

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দ্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

কি কষ্ট! কি কষ্ট!

গাঢ় উদ্বেগে হৃদয় দলিত হইতেছে, কিন্তু দ্বিখণ্ড হইতেছে না। শরীর অবশ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য ত্যাগ করিতেছে না। অন্তর্দ্দাহে তনু দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু একবারে ভস্মসাৎ হইতেছে না। মর্ম্মচ্ছেদী বিধি প্রহার করিতেছে, কিন্তু জীবন কর্ত্তন করিয়া ফেলিতেছে না।

ছায়াময়ীর মুখেও বাহির হইল,

এবং ন্বেদং।

এইরূপই বটে।

রাম আপনার দুঃখ মনে করিতে করিতে অবশ্যই ভাবিয়া থাকিবেন, সীতাও অবিকল এইরূপ বিরহযাতনা ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাহা ভাবুন বা না ভাবুন, কবি দেখাইলেন যে, এই অবস্থা হইতেই সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার অবশ্যম্ভাবী। অনন্তর যাহাদের জন্য তাঁহাদিগের এত দুঃখ, সেই পৌরজানপদদিগকে রামের মনে পড়িল, একটু ক্রোধ হইল, কিন্তু ক্রোধের ছিটা মাত্র—অভিমানই অধিক। প্রজার উপর রামের যে ক্রোধ হইতে পারে না, সে জন্য হউক বা না হউক, এখন রাম শোকে এবং অনুতাপে দগ্ধ, ক্লিষ্ট এবং মলিন; এ অবস্থায় লোকের মনে ক্রোধ অপেক্ষা অভিমানই অধিক হয়, সুতরাং ক্রোধের স্থানে অভিমান দেখা দিল। রাম বলিলেন—

হে ভবন্তঃ পৌরজানপদাঃ!

ন কিল ভবতাং স্থানং দেব্যা গৃহেঽভিমতংতত
তৃণমিব বনে শূন্যে ত্যক্তা ন চাপ্যনুশোচিতা।
চিরপরিচিতাস্তে তে ভাবাঃ পরিভ্রময়ন্তি মাম্
ইদমশরণৈরদ্যাপ্যেবং প্রসীদত রুদ্যতে॥

হে পৌরজানপদ মহাশয়েরা! দেবীর গৃহে অবস্থিতি তোমাদের অভিমত হয় নাই, এ জন্য শূন্য বনে তৃণের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছি,

এবং ত্যাগ করিয়াও অনুশোচনা করি নাই। চিরপরিচিত এই সকল পঞ্চবটী প্রভৃতি পদার্থ নিচয় আমাকে বিকলচিত্ত করিতেছে! অতএব এখনও প্রসন্ন হও, আমি নিরুপায় ভাবে এইরূপ ক্রন্দন করি—অর্থাৎ সীতার জন্য আমি কাঁদিতেছি বলিয়া অপ্রসন্ন হইও না।

ঐ সময়ে রামের মনে আশা ভরসা কিছুই ছিল না। এখন কি তিনি ভাবিতে পারেন যে, সীতা বাঁচিয়া আছেন? তিনি অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—

ক্রব্যাদ্ভিরঙ্গলতিকা নিয়তং বিলুপ্তা।

নিশ্চয়ই শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক তাঁহার অঙ্গলতিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

অতএব পৌরজনেরা প্রসন্ন হইয়া অনুমতি দিলে তিনি সীতাকে পুনরায় ঘরে আনিবেন, এরূপ ভাব সুসঙ্গত হয় না। বাস্তবিক রাম একান্ত অভিমানে গদ্‌গদ হইয়া বলিলেন, হে পৌরগণ! আমি তোমাদের কথায় অনেক করিয়াছি, এমন যে সীতা, তাঁহাকেও তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখন তাঁহার জন্য একটু কাঁদি তোমরা অপ্রসন্ন হইও না।

রাম এরূপ বলায় সীতার মনে কি হইতে পারে? যাহাদিগের কথায় রাম তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল লোকের প্রতি রামের ক্রোধ এবং অভিমান প্রকাশিত হওয়ায় সীতার যে অবশ্যই কিছু মনস্তুষ্টি হওয়া সম্ভব, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ভবভূতি কি নিপুণ বুদ্ধিতেই ছায়াময়ীর কল্পনা করিয়াছিলেন, অথবা সীতার চরিত্র বুঝিয়াছিলেন! তিনি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া এ স্থলে কোন কথাই বাহির করিলেন না। কেন করিলেন না? সীতা যে পৌরজনদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন, অথবা তাহাদের প্রতি রামের বিরক্তি দেখিলে তুষ্ট হইতে পারেন, তাহার কোন চিহ্ন দিবেন না বলিয়া? না রামের মন পৌরজনদিগের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহার হৃদয়স্থিতা ছায়াময়ী সুতরাং অন্তর্হিতা হইলেন, সেই জন্য?

বনদেবী রামকে অতিক্রান্ত বিষয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে রাম বলিলেন—

কিমত্রোচ্যতে ধৈর্য্যমিতি !

দেব্যা শূন্যস্য জগতো দ্বাদশঃ পরিবৎসরঃ।
লুপ্তং সীতেতি নামাপি ন চ রামো ন জীবতি ?॥

"ধৈর্য্যের কথা কি বলিতেছ ? এই সীতা শূন্য জগতে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল ; সীতার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু রাম অদ্যা'পি বাঁচিয়া আছে ! অর্থাৎ রামের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ধৈর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?"

পাঠক এ স্থলে একটি প্রকৃত বিবরণ শুনুন্। কোন মহাপুরুষ আপনার সহধর্ম্মিণী-বিযুক্ত হইয়া পঞ্চবিংশতি বৎসর জীবিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি গঙ্গাতীরে সমানীত হইলে বলিয়াছিলেন, পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যে চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলাম, আজিকার চিতায় তাহা নিবিবে। ভবভূতি রামের মুখে যে কথা দিয়াছেন, তাহা এই প্রকৃত কথারই অনুরূপ।

রামের এরূপ মর্ম্মভেদী বাক্যশ্রবণে সীতার মনে সহানুভূতি অবশ্যই এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে, তাহাতে তাঁহার মনে যেন একটু ভ্রম জন্মিতেও পারে। রাম যে তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিয়াছেন বলিয়াই দুঃখভোগ করিতেছেন, এ ভাবটি সীতার মনে আর স্থান পাইবে না। রামও যেমন মধ্যে মধ্যে অতি দুঃখে কাতর হইয়া সীতার প্রতি দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে 'নিষ্করুণে' 'কোপনে' 'চণ্ডি' প্রভৃতি নির্দ্দয়শীলতা-ব্যঞ্জক সম্বোধন করিয়া থাকেন, রামহৃদয়বাসিনী সীতা নিজেও যে কখন কখন সেইরূপ আপনার প্রতি দোষারোপ করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। প্রত্যুত আমারই জন্য ইনি এত কষ্ট পাইতেছেন, ভাবিয়া কখন কখন সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানি জন্মিবে। কবি ছায়াময়ী এবং তমসার মুখ দিয়া ঐ ভাবই ব্যক্ত করিলেন। ছায়াময়ী বলিলেন—

মোহিদম্হি এদেহিং অজ্জউত্তবঅণেহিং।

আর্য্যপুত্রের এই সকল বচনে মোহিত হইতেছি।

তমসা অধিকতর স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলেন—

নৈতাঃ প্রিয়তমা বাচঃ স্নেহার্দ্রাঃ শোকদারুণাঃ।

এতাস্তা মধুনোধারা শ্চ্যোতন্তি সবিষাস্ত্বয়ি॥

স্নেহার্দ্র কিন্তু দুঃসহ শোকব্যঞ্জক এই সকল কথা কেবল প্রিয় কথা নয়; এই সকল বাক্যালাপ বিষদিগ্ধ মধুধারাস্বরূপ হইয়া তোমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

রামের স্নেহবাক্য মধুর, এবং তাঁহার দুঃসহ শোকজনিত সীতাহৃদয়ের আত্মগ্লানিই বিষ।

রাম যে কত কষ্ট পাইতেছেন, তাহার বর্ণন করিয়া বলিলেন,

ময়া খলু—

যথা তিরশ্চীন মলাতশল্যং

প্রত্যুপ্তমন্তঃ সবিষশ্চ দংশঃ।

তথৈব তীব্রো হৃদি শোকশঙ্কুঃ

মর্ম্মাণি কৃন্তন্নপি কিং ন সোঢ়ঃ॥

অন্তরে বক্রভাবে প্রোথিত জ্বলদঙ্গার নির্ম্মিত শল্যের ন্যায়, এবং বিষাক্ত দংশনের ন্যায় হৃদয়ে নিহিত তীব্র শোকশঙ্কু আমার মর্ম্মভেদ করিতেছে, তাহা কি আমি সহিতেছি না?

এইবারে ছায়াময়ীর মুখ দিয়া সীতা হৃদয়ের অবশ্যম্ভাবিনী আত্মগ্লানি স্পষ্টই প্রকাশিত হইল—

এব্বংম্হি মন্দভাইণী পুণো বি আআসআরিণী অজ্জউত্তস্স।

আমি এমন মন্দভাগিনী, আবার আর্য্যপুত্রের আয়াসকারিণী হইলাম!

রাম নিজ দুঃখ-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—

এবমতিনিষ্কম্পস্তম্ভিতান্তঃকরণস্যাপি মম সংস্তুতবস্তুৎপ্রিয়বস্তুদর্শনা দদ্যায়-মাবেগঃ—

তথাহি

লোলোল্লোলক্ষুভিতকরুণোজ্জৃম্ভণস্তম্ভনার্থং
যো যো যত্নঃ কথমপি ময়া ধীয়তে তংতমন্তঃ।
ভিত্বা ভিত্বা প্রসরতি বলাৎ কোঽপি চেতোবিকার-
স্তোয়স্যেবা প্রতিহতরয়ঃ সৈকতং সেতুমোঘঃ॥

এই প্রকার অতি স্থির এবং এবং গভীরান্তঃকরণ হইলেও আমার সেই সেই পরিচিত প্রিয়বস্তু দর্শনে অদ্য এই আবেগ উপস্থিত হইয়াছে। অতি প্রবলরূপে বিলোড়িত ইন্দ্রিয়সমূহের উদ্বেগনিরোধার্থ আমি কষ্টস্পষ্টে যে যে যত্ন করিতেছি, কি জানি কি অনির্ব্বচনীয় চিত্তবিকার, অপ্রতিহত বেগ জলপ্রবাহ যেমন বালুকাময় বাঁধ ভগ্ন করে তদ্রূপ, সেই সেই যত্ন ভেদ করিয়া চিত্তে প্রসরলাভ করিতেছে।

একটু বিশিষ্টমনে দেখিলে এ স্থানে কবির অপরিসীম মানবচিত্তজ্ঞতা'র বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। রাম আপনার দুঃখসহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে দিতে তিনি বলিয়াছেন—তাহার হেতু নির্দ্দেশ সহ একটী সীমাবন্ধন করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—"মম সংস্কৃততত্তৎপ্রিয় বস্তুদর্শনাদদ্যায়মাবেগঃ।"

পূর্ব্ব পরিচিত সেই সেই প্রিয় বস্তু দর্শনে অদ্য আমার এই আবেগ। অতএব রামের বলা হইল যে, প্রিয়বস্তু দর্শনই তাঁহার আবেগের কারণ, এবং ঐ আবেগ ঐ কারণে ঐ দিনই ঘটিয়াছে। রাম নিজ দুঃখ-প্রাবল্যের বিশেষ হেতু এবং কালের উল্লেখ করাতে বিরহদুঃখপ্রাবল্যের যে তাদৃশ কোন কারণ সীতার সম্বন্ধে সে সময়ে উপস্থিত হয় নাই, এরূপ আভাস দিয়াছেন।

অতএব ছায়াময়ীর মুখে বাহির হইল—

এদিণা অজ্জউত্তস্স দুব্বারদারুণারম্ভেণ দুক্খসংখোহেণ পপ্ফুরিদণিঅ-
দুক্খং বিঅ আকম্পিদংমে হিঅঅং।

আর্য্যপুত্রের এই অনিবার্য্য এবং দুঃসহ দুঃখাবেগে আমার নিজ দুঃখ যেন প্রস্ফুরিত হইয়া আমার হৃদয় কম্পিত করিতেছে।

পাঠক দেখুন, এই কথায় যদিও রামের দুঃখে সীতার সহানুভূতি প্রকাশ পাইতেছে বটে, তথাপি সহানুভূতির আতিশয্যে পূর্ব্বে যে আত্মগ্লানির অবশ্যম্ভাবিতা উপলব্ধ হইয়াছিল, সে আত্মগ্লানির লক্ষণ, রামের ওরূপ কথার পর আর কিছুই নাই। এখন সীতার দুঃখকে রামের দুঃখ হইতে স্বতন্ত্ররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাম নিজ দুঃখের যে হেতুনির্দ্দেশ এবং সীমাবন্ধন করিয়াছিলেন, কবি তাহার উচিত ফলই দেখাইলেন। বোধ হয়, ভবভূতি মনে করিয়াছিলেন যে, যদিও রামের হৃদয় বিরহতাপে গলিয়াছিল বটে, তথাপি যেন আরও একটা আঁচ লাগাইবার প্রয়োজন আছে। তিনি সেই আঁচ লাগাইতে চলিলেন। বনদেবী একটী লতাকুঞ্জগৃহ দেখাইয়া গদ্‌গদস্বরে বলিলেন—

দেব দেব !

> অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
> সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্‌গোদাবরীসৈকতে।
> আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
> কাতর্য্যাদরবিন্দকুড্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥

হে দেব! (এক সময়ে) সেই সীতার পথ পানে চাহিয়া তুমি এই লতাগৃহেই ছিলে। সীতা হংসের সহিত২ ক্রীড়া করিতে করিতে গোদাবরীর সিকতাময় তীরভূমিতে বিলম্ব করেন। প্রত্যাগত হইয়া তোমাকে উৎকণ্ঠাকুল দেখিয়া কাতর ভাবে পদ্মকুঁড়ির ন্যায় মনোহর প্রণামাঞ্জলি বিধান করিয়াছিলেন।

যদি পাঠকদিগের মধ্যে কেহ মৃতবন্ধুক থাকেন, এবং মনে করিতে পারেন যে, জীবদ্দশায় সেই বন্ধুর প্রতি কখন ক্রোধ বা বিরাগ করিয়াছিলেন, তবে ভাবিয়া দেখুন যে, এখন তাহা স্মরণ হইলে তাঁহাদিগের আত্মগ্লানি কেমন হৃদয়দ্রাবক তীব্রভাব উৎপাদন করে। আবার যদি মনে পড়ে যে, সেই বন্ধু একান্ত নম্র এবং বিনীত ভাবে, তাঁহাদিগের সেই ক্রোধ ও বিরাগের শান্তি করিয়াছিলেন, তবে আর অনুতাপাগ্নির ইয়ত্তা

থাকে না—উহার তেজে হৃদয় কেবল দ্রবমাত্র হয় না, বাষ্পবৎ হইয়া উবিয়া যায়। রামের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত কাতরবদনে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সীতা ঐ লতাগৃহে একবার তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন, রাম যেন আবার তাহা দেখিতে পাইলেন। তাঁহার যে সহিষ্ণুতা ছিল, বলিতেছিলেন, আর তাহা রহিল না। সীতার সেই কাতরমুখ, সেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানি, বন-ভূমির সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতে লাগিলেন। এরূপ "হৃদয়মর্ম্মগূঢ়শল্যঘট্টনে" তিনি বলিয়া ফেলিলেন—

চণ্ডি জানকি! ইতস্ততোদৃশ্য স ইব নচানুকম্পসে?

হা হা দেবি স্ফুটতি হৃদয়ংস্রংসতে দেহবন্ধঃ
শূন্যং মন্যে জগদবিরতজ্বালমন্তর্জ্জ্বলামি।
সীদন্নন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাত্মা
বিষ্বঙ্মোহঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি।

ইতি মূর্চ্ছতি।

অয়ি কোপনে জানকি! যেন তুমি ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতেছ, কৈ দয়া করিতেছ না?

হায় হায়! দেবি! হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের বন্ধন গ্রন্থি সকল শিথিল হইতেছে, আমি জগৎ শূন্য দেখিতেছি; অবিরত জ্বালায় আমার অন্তর জ্বলিতেছে; কাতর অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া যেন অন্ধকারে মগ্ন হইতেছে; মোহ আমার চারিদিক আবরণ করিতেছে। হতভাগ্য আমি এখন কি করি?

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

(৯)

ভবভূতি কেমন নিখুঁত করিয়া রাম সীতার পুনর্মিলনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই দেখা যাইবে।

তিনি অনুতাপাগ্নিদগ্ধ রামের প্রতি সীতার সহানুভূতির সঞ্চার, রামের দুঃখে সীতার হৃদয়ে আত্মগ্লানির উদ্বোধ, এবং তৎসহ সহানুভূতির বৃদ্ধি; পরে রামের সহিষ্ণুতার সম্যক্ পরিহার এবং তাঁহার মোহ—ক্রমান্বয়ে এই ভাবগুলি বর্ণন করিয়া এক্ষণে সীতার মনে রাম সহ পুনর্মিলনাভিলাষের আতিশয্য যেরূপে হইতে পারে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্রমশঃ তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম মূর্চ্ছিত হইলে ছায়াময়ীও সুতরাং মূর্চ্ছিতা হইলেন। রামহৃদয়ে সীতার প্রথম উদ্বোধনস্বরূপ বনদেবী উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—

হা প্রিয়সখি সীতে! ক্বাহসি? সম্ভাবয়াত্মনো জীবিতেশ্বরম্।

হা প্রিয়সখি সীতে! কোথায় আছ? আপনার জীবিতেশ্বরকে বাঁচাও।

ছায়াময়ী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রামের হৃদয় এবং ললাটে স্পর্শ করিলেন।

রাম বলিলেন,—

আলিম্পন্নমৃতময়ৈরিব প্রলেপৈ রন্তর্বা বহিরপি বা শরীরধাতূন্।
সংস্পর্শঃ পুনরপি জীবয়ন্নকস্মাদানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহং॥

অমৃতময় প্রলেপদ্বারা সর্ব্বশরীরকে যেন ভিতর বাহিরে লিপ্ত করত, স্পর্শ আমাকে পুনরায় জীবিত করিয়া আনন্দোৎপাদনদ্বারা অকস্মাৎ অন্যবিধ মোহ বিস্তার করিতেছে।

সখি বাসন্তি! দিষ্ট্যা বর্দ্ধসে।

সখি বাসন্তি! বড় সৌভাগ্য!

বাসন্তী জিজ্ঞাসা করিলেন—

দেব! কথমিব?

দেব! কিরূপ?

রাম উত্তর করিলেন—

কিমন্যৎ, পুনঃ প্রাপ্তা জানকী।

অন্য আর কি, জানকীকে আবার পাইয়াছি।

বাসন্তী। অয়ি দেব! ক্ব সা?।

হে দেব! কৈ তিনি?

রামঃ। পশ্য—নন্বিয়ং পুরত এব।

দেখ, এই আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। অয়ি! কিমিতি মর্ম্মচ্ছেদদারুণৈরেভিঃ প্রলাপৈঃ?

মর্ম্মচ্ছেদকারী নিদারুণ এ সকল প্রলাপ কি জন্য?

রামঃ। সখি কুতঃ প্রলাপাঃ?।

সখি প্রলাপ কোথা?

গৃহীতো যঃ পূর্ব্বং পরিণয়বিধৌ কঙ্কণধর-
শ্চিরং স্বেচ্ছাস্পর্শৈ রমৃতশিশিরৈর্যঃ পরিচিতঃ।
সএবায়ং তস্যাস্তুহিনকরকোপম্যস্থ ভগো
ময়া লব্ধঃ পাণির্ললিতলবলীকন্দলনিভঃ॥

বিবাহ সময়ে কঙ্কণধর যে কর আমি পূর্ব্বে ধারণ করিয়াছিলাম, অমৃতের ন্যায় শীতল যে কর স্বেচ্ছাধীন স্পর্শদ্বারা চিরপরিচিত, তুষার এবং করকার তুল্য স্নিগ্ধ লবলীনবপল্লববৎ কোমল তাঁহার সেই এই কর আমি লাভ করিয়াছি।

মোহগ্রস্ত রাম এই সময়ে মনে করিয়াছিলেন যেন সীতার হাতটি ধরিয়াছেন। তিনি বলিলেন—

আনন্দনিমীলিতেন্দ্রিয়ঃ সাধ্বসেন
পরবানস্মি, তৎ ত্বং তাবদেনাং ধারয়।

আনন্দে আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম জড়ীভূত হইয়াছে। আমি বিকল হইয়া পড়িয়াছি। অতএব তুমি ইহাঁকে ধারণ কর।

বাসন্তীর হস্তে তুলিয়া দিবার সময় ছায়াময়ী সুতরাং আপনার হস্ত সরাইয়া লইলেন। রাম এতক্ষণ সীতার স্পর্শসুখ এমন গাঢ় ভাবে অনুভব করিতেছিলেন যে, হাতটী সরিয়া গেলে বলিলেন—

করপল্লবঃ স তস্যাঃ সহসৈব জড়াজ্জড়ঃ পরিভ্রষ্টঃ।
পরিকম্পিণঃ প্রকম্পী করান্মম স্বিদ্যতঃ স্বিদ্যন্॥

তাঁহার সেই জড়ীভূত কম্পমান স্বেদযুক্ত করপল্লব সহসা আমার জড়ীভূত কম্পযুক্ত স্বেদবিশিষ্ট কর হইতে পরিভ্রষ্ট হইল।

রামের এই সময়ের অবস্থাটী বুঝিতে হইলে কবি তাঁহার মুখ দিয়া ষষ্ঠাঙ্কে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ করা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন—

"চিরং ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা নিহিত ইব নির্ম্মায় পুরতঃ
প্রবাসেঽপ্যাশ্বাসং নখলু ন করোতি প্রিয়জনঃ।"

'নিয়ত ধ্যানযোগে নির্ম্মিতাকারবৎ সম্মুখে স্থাপিত প্রিয়জন বিযুক্ত হইয়াও সান্ত্বনা প্রদান করে।'

রাম সীতার হাত সরিয়া গেলেও আশ্বাস পাইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার সেই ধ্যানগম্যা পুরোবর্ত্তিনীবৎ প্রতীয়মানা সীতাকে দেখিতে লাগিলেন। কিরূপ দেখিলেন, তাহা তমসার উক্তিতে কবি প্রকাশ করিতেছেন।

সস্বেদরোমাঞ্চিতকম্পিতাঙ্গী জাতা প্রিয়স্পর্শসুখেন বৎসা।
মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধুতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব॥

প্রিয়তমের স্পর্শসুখে বাছার শরীরে স্বেদ, রোমাঞ্চ ও কম্প হইতেছে। অতএব ইহাকে বায়ুবিকম্পিত ও নবজলসিক্ত মুকুলিত কদম্বশাখার ন্যায় দেখাইতেছে।

সীতাকে এরূপ সাত্ত্বিকভাবসম্পন্না দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে একটু লজ্জিতা মনে করাও রামের পক্ষে অসঙ্গত নহে। বোধ হয়, কবি সেই ভাবই সীতার মানসোক্তিতে ব্যক্ত করিতেছেন।—

অম্মহে! অবসেণ এদেণ অত্তাণএণ
লজ্জাবিদম্হি ভঅবদীএ তমসাএ,

কিংত্তি কিল এসা মণিস্সাদি-এসো
দে পরিচ্চাও, এসো অ হি অআসঙ্গো ত্তি।

আমার আত্মা এরূপ অবশ হওয়ায় ভগবতী তমসার নিকটে আমার লজ্জা পাইতে হইল। ইনি কি মনে করিবেন? ইনি মনে করিবেন—এই তোমার পরিত্যাগ, আবার এই হৃদয়ানুরাগ।

রাম এই সময়ে তদীয় অনবস্থিত স্তিমিত মূঢ় ও ঘূর্ণৎ মোহলক্ষণাক্রান্ত নয়ন দ্বারা সীতার অন্বেষণ করিতেছিলেন। তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া বলিলেন—

হা কথং নাস্ত্যেব! নম্বকরুণে বৈদেহি!—

হায় কৈ নাইই তবে! হে নির্দ্দয়ে বৈদেহি!

সীতা। সচ্চং অকরুণম্হি; জা এবং বিধং তুমং পেক্‌খন্তী ণং ধরামি এব্ব জীবিদং।

সত্যই আমি নির্দ্দয় হইয়াছি, যে আমি তোমাকে এই প্রকার দেখিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।

রামঃ। কাসি দেবি! প্রসীদ ন মামেবংবিধং পরিত্যক্ত মর্হসি

কোথা দেবি প্রসন্ন হও, ঈদৃশাবস্থ আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হয় না।

সীতা। অই অজ্জউত্ত বিবরীদং বিঅ এদং।

হে আর্য্যপুত্র ইহা বিপরীত।

বাসন্তী। দেব প্রসীদ প্রসীদ স্বেনৈব লোকোত্তরেণ ধৈর্য্যেণ সংস্তম্ভয়াতি-ভূমিংগতবিপ্রলম্ভমাত্মানং, কুতোঽত্র মে প্রিয়সখী?

হে দেব প্রসন্ন হও—প্রসন্ন হও, প্রিয়াবিয়োগশোক পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব স্বীয় অলৌকিক ধৈর্য্য দ্বারা আপনাকে শান্ত কর। আমার প্রিয়সখী এখানে কোথায়?

রামঃ। ব্যক্তং নাস্তি! কথমন্যথা বাসন্ত্যপি তাং ন পশ্যেৎ! অপি খলু স্বপ্ন এষঃ? নচাস্মি সুপ্তঃ; অথবা কুতো রামস্য স্বপ্নঃ? সর্ব্বথা স এব ভগবাননেকবারংপরিকাল্পনানির্ম্মিতো বিপ্রলম্ভঃ পুন পুনরনুবগ্নাতি মাম্।

সত্যই নাই; অন্যথা বাসন্তীও তাহাকে দেখিতে পাইতেছেন না কেন? ইহা কি তবে স্বপ্ন? কিন্তু আমিত নিদ্রিত নই। অথবা রামের স্বপ্ন কোথায়? বারম্বার কল্পনা প্রসূত ভ্রমই আমার পুনঃ পুনঃ অনুসরণ করিতেছে।

সীতা। মএ এব্ব দারুণাএ বিপ্পলদ্ধো অজ্জউত্তো।

আমি নিষ্ঠুর, আমাকর্ত্তৃকই আর্য্যপুত্র প্রতারিত হইতেছেন।

পাঠক দেখুন, যে অবস্থায় সীতার মনে পুনর্ব্বার আত্মগ্লানির উদয় হইতে পারে, কবি আবার যেন তাঁহাকে সেই অবস্থায় আনিলেন। বস্তুতঃ সহানুভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানির ঢেউ কেমন করিয়া উঠে, এবং পড়ে আবার উঠে, ভবভূতি প্রেমিকের হৃদয়ের এই লহরীলীলাটী দেখাইলেন।

---

(১০)

রামের সীতাবিরহশোক যেরূপে বর্ণিত হইলে সীতার অন্তঃকরণে সহানুভূতির সঞ্চার হয়, এবং সেই সহানুভূতির আতিশয্যে আত্মগ্লানি জন্মে, এবং আত্মগ্লানিনিবন্ধন পুনর্ম্মিলনের অভিলাষ উদ্রিক্ত হয়, তাহা ক্রমান্বয়ে দেখাইয়া কবি তাহার পর ঐ অভিলাষ যাহাতে বর্দ্ধিত এবং ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা দেখাইতে চলিলেন।

কবি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সীতার জন্য রাম পূর্ব্বে যে যে কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমতঃ স্মরণ করাইলেন। বনদেবী বলিলেন,—

দেব! পশ্য পশ্য—

পৌলস্ত্যস্য জটায়ুষা বিঘটিতঃ কার্ষ্ণায়সোঽয়ংরথঃ
পশ্যৈতে পুরতঃ পিশাচবদনাঃ কঙ্কালশেষাঃখরাঃ।
খড়্গাচ্ছিন্নজটায়ুপক্ষতি রিতঃ সীতাং জ্বলন্তীং বহ-
ন্নন্তর্ব্যাকুলবিদ্যুদম্বুদ ইব দ্যামভ্যুদস্থাদরিঃ॥

হে দেব! দেখ দেখ—জটায়ু-কর্ত্তৃক ভগ্ন কৃষ্ণলৌহনির্ম্মিত রাবণের এই রথ পড়িয়া আছে। আর সম্মুখভাগে এই সকল পিশাচের ন্যায় বদন

বিশিষ্ট তাহার রথাশ্ব অস্থিমাত্রাবশেষ হইয়া আছে। এই স্থান হইতে অরি (রাবণ) খড়্গদ্বারা জটায়ুর পক্ষ ছিন্ন করিয়া প্রদীপ্তরূপা সীতাকে বহনপূর্ব্ব চঞ্চল তড়িদ্গর্ভ অম্বুদের ন্যায় আকাশে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল।

রামের স্ফটিকস্বচ্ছ হৃদয়ে পূর্ব্বঘটনাগুলি একেবারে প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। তিনি যেন ভয়ব্যাকুল সীতার মুখখানি দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহার 'পরিত্রাহি' ডাক শুনিতে পাইলেন, এবং জটায়ুহন্তা সীতাপহারী রাবণকে যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া অপরাধীর দণ্ডদানার্থ বেগে উত্থিত হইলেন। কিন্তু পরেই বলিলেন,—

অন্বর্থ এবায়মধুনা প্রলাপো বর্ত্ততে-
উপায়ানাং ভাবাদবিরতবিনোদব্যতিকরো
বিমর্দ্দৈর্বীরাণাং জগতি জনিতাত্যদ্ভুতরসঃ।
বিয়োগো মুগ্ধাক্ষ্যাঃ স খলু রিপুঘাতাবধিরভূৎ
কথংতূষ্ণীং সহ্যো নিরবধিরয়ং ত্বপ্রতিবিধঃ॥

এক্ষণে এই প্রলাপ অন্বিতার্থই হইতেছে—

যে বিয়োগে সীতাপ্রাপ্তির উপায় সমস্তের সদ্ভাব প্রযুক্ত বিরহদুঃখাপনয়নের সম্পর্ক ছিল, যে সীতা বিয়োগ বীরদিগের পরস্পর সংগ্রামদ্বারা জগতে উৎকট অদ্ভুত রসের উৎপাদন করিয়াছিল, মুগ্ধাক্ষী সীতার সেই বিপ্রয়োগের সীমা শত্রুনাশ পর্য্যন্তই ছিল। কিন্তু এখনকার এই বিরহের আর সীমা নাই, এবং কিছুতেই ইহার আর প্রতিবিধানও হইতে পারে না। অতএব কেমন করিয়া স্থিরভাবে এরূপ বিরহ সহ্য করা যায়?

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে রামের সীতাবিরহ ঘটিয়াছিল, তাহার সীমা ছিল, এবারকার বিরহের সেরূপ সীমা নাই। এই নিরবধিত্বের প্রতীতিই রামের বিশেষ দুঃখ, সুতরাং ছায়াময়ীর ক্রন্দনেরও কারণ। কবি নিরবধি শব্দের পুনরুক্তি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া করাইয়া দেখাইলেন যে, ঐ সকল পূর্ব্ব বিবরণস্মরণে রামের সহিত সীতার পুনর্মিলন হয়, এরূপ অভিলাষ অবশ্যই অধিকতর বর্দ্ধিত হইবে।

রাম বলিতে লাগিলেন,—

হা কষ্টম্!

ব্যর্থংযত্র কপীন্দ্রসখ্যমপি মে বীর্য্যং হরীণাংবৃথা

প্রজ্ঞা জাম্ববতোঽপি যত্র ন গতিঃ পুত্রস্য বায়োরপি।

মার্গং যত্র ন বিশ্বকর্ম্মতনয়ঃ কর্ত্তুং নলোঽপিক্ষমঃ

সৌমিত্রেরপি পত্রিণামবিষয়ে তত্র প্রিয়ে ক্বাসি মে॥

হা কষ্ট!

যেখানে বানররাজ সুগ্রীবের সখ্য ব্যর্থ—কপিসৈন্যদিগের বলবিক্রমের কোন ফল নাই—যেখানে জাম্বুবানের বুদ্ধি খাটে না,—যেখানে পবনপুত্র হনুমানের গতি নাই—বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলও যেখানে পথ করিতে অক্ষম, যে স্থান সুমিত্রাপুত্র লক্ষ্মণেরও বাণের অবিষয়ীভূত, প্রিয়ে! এক্ষণে এমন কোন্ স্থানে তুমি রহিয়াছ?

যে সীতার জন্য সেই সমস্ত অসাধ্যসাধন করা হইয়াছিল, যে সীতার জন্য জগজ্জেতা রাবণকে জয় করা হইয়াছিল, সেই সীতা কেবল প্রেমময়ী কোমলা বরবর্ণিনী মাত্র নহেন, তিনি মহা গৌরবান্বিতা ও বহু সম্মানিতা। রামের মনে এই ভাবের উন্মেষ কবি ছায়াময়ীর মুখ দিয়া ব্যক্ত করিলেন,—

বহু মণ্ণাবিদম্হি পূর্ব্ব বিরহং।

পূর্ব্ব বিরহ আমি শ্লাঘ্য বলিয়া মানিতেছি।

এ দিকে সীতার আত্মগৌরববুদ্ধিই যে রাম সহ পুনর্মিলনের সহকারী ভাব হইবে, তাহাও দেখান হইল।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই পর্য্যন্ত হওয়াতেই যথেষ্ট হইল। বাস্তবিক, সহানুভূতি, আত্মগ্লানি, অভিলাষ এবং আত্মগৌরব এই কয়টি ভাবকে ক্রমান্বয়ে আনিয়া রামসীতার পুনর্ম্মিলনের পথ অতি পরিষ্কারই করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই জন্যই ইহার পর রাম বনদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রামের হৃদয় উদ্ঘাটিত হইতে দেওয়ায় লোকে তাঁহার প্রতি বিগতমন্যু, এবং সীতাসহ তাঁহার

পুনর্ম্মিলন হয়, এরূপ ইচ্ছাযুক্ত হইয়াছে। তমসা আর রামকে ঐক্ষ্বাক রাজা বা 'জগৎপতি' বলেন না। বাসন্তীও অনেকক্ষণ হইতে 'মহারাজ' 'দারুণ' 'কঠোর' প্রভৃতি অপ্রণয় বা নিন্দাব্যঞ্জক সম্বোধন প্রয়োগ করা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রামের প্রতি অতিরিক্ত হৃদয়াসক্তি নিবন্ধন ছায়াময়ীর মুখ দিয়া আর লজ্জাব্যঞ্জক উক্তি বাহির হয় না।

কিন্তু ভবভূতির সমীচীন বিবেচনায় আরও একটু বাকি ছিল। তিনি মনে করিয়া থাকিবেন যে, রাম, সীতার উদ্ধারের জন্য সমুদ্রবন্ধন এবং রাবণ বিজয় প্রভৃতি যে সকল অবদানপরম্পরা সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অবিমিশ্ররূপে সীতার গৌরবখ্যাপন করে না। ঐ সকল কার্য্যে সীতার উদ্ধার হইয়াছিল বটে, এবং ঐ সকল কার্য্য সীতার জন্যই বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বৈরনির্য্যাতন, কুলগৌরব রক্ষা, বীরত্বপ্রকাশ, ত্রিলোকের আধিপত্যলাভ প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনও সংসাধিত হইয়াছিল। অতএব যাহাতে সীতার বিশুদ্ধ আত্ম-গৌরবই জাজ্জ্বল্যমানরূপে প্রকাশ পায় পায়, সেরূপ কোন ব্যাপারের অবতারণা করা আবশ্যক। কবি এক্ষণে তাহা করিতে চলিলেন, এবং সেই জাজ্জ্বল্যমান দীপ্তির সহিত কোন কোন প্রণয়ক্ষেত্রে যে একটি কালিমময় ছায়া পড়িয়া থাকে, সেই ছায়াটুকুও ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন। রাম বনদেবীর স্থানে বিদায় প্রার্থনা পূর্ব্বক বলিলেন—

অস্তি চেদানী মশ্বমেধায় সহধর্ম্মচারিণী মে—

এক্ষণে অশ্বমেধের নিমিত্ত আমার সহধর্ম্মচারিণী আছেন। রামের মুখে ওরূপ কথা শুনিলে প্রকৃত সীতার যে ভাব হইতে পারে রাম হৃদয়বাসিনী ছায়াময়ীরও তাহাই হইল। ছায়াময়ী কাঁপিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—

উজ্জউত্ত কা সা ?

আর্য্যপুত্র কে সে ?

এই ভাবটি প্রেমগৌরবে গৌরবান্বিতা সৌভাগ্যবতীদিগের হৃদয়ের তামসী নিশা। যখন যখন তাঁহারা এই অন্ধকারে পড়েন, তখন তাঁহা-

দিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—আর জ্ঞান থাকে না। যাঁহারা বিশেষ না জানেন তাঁহারা বলেন যে, প্রণয়ক্ষেত্রমাত্রেই এই ছায়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু ভবভূতি জানিতেনযে তাহা নহে। এই ছায়া প্রেমের সৌভাগ্য ক্ষেত্রেই পতিত হয়। যেখানে সোহাগ অধিক এরূপ ঈর্ষা সেই খানেই দেখা দেয়। যদি সীতা পূর্ব্বেই রামের সোহাগে আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া না মনে করিতেন, যদি পূর্ব্বেই 'বহুমণ্ণাবিদহ্মি' না বলিতেন, তবে এখানকার 'অজ্জউত্ত কা সা' কথাটি তেমন অতি সুসঙ্গত হইত না। রাম বলিলেন—

হিরণ্ময়ী সীতাপ্রতিকৃতিঃ

সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

ভবভূতি বর্ণন করিলেন যে, রামের এই কথায় অমনি ছায়াময়ীর সমুদায় হৃদয়কোষ শূন্য করিয়া যেমন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল এবং চক্ষু হইতে দরদরিত ধারায় আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—

অজ্জউত্তো দাণিং সি তুমং। অম্মহে উক্খাণিতং মে দাণিং পরিচ্চা-অলজ্জাসল্লং অজ্জউত্তেণ।

এক্ষণে তুমি আর্য্যপুত্র। অহো আর্য্যপুত্র এক্ষণে আমার পরিত্যাগজনিত লজ্জাশল্য উদ্ধার করিলেন।

এই এত ক্ষণে—অর্থাৎ রাজসভামধ্যে প্রকাশ্যরূপে সীতার স্বর্ণময়ী প্রতি-কৃতি সংস্থাপিত হওয়াতে লজ্জাশল্য সমূলে উৎখাত হইল। রাম বলিতে লাগিলেন—

তত্রাপি তাবৎবাষ্পদিগ্ধং চক্ষুর্বিনোদয়ামি।

তাহাকে দেখিয়াই এক একবার বাষ্পকলুষিত চক্ষুকে বিনোদিত করি।

কবি ছায়াময়ীকে দিয়া বলাইলেন—

ধণ্ণা সা জা অজ্জউত্তেণ বহু মণ্ণাইঅদি, জাঅ অজ্জউত্তং বিণোদঅন্তী আসানিবন্ধণং জাদা জীঅলোঅস্স।

সেই ধন্যা, যে আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়াছে, এবং যে আর্য্যপুত্রকে বিনোদিত করিয়া জীবলোকের আশার কারণ হইয়াছে।

তমসা বুঝাইয়া বলিলেন—

অয়ি বৎসে! এবমাত্মা স্তূয়তে।

বৎস! ইহাতে যে আপনারই স্তব করা হইল।

কবির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ছায়াময়ী আর আপনাকে মন্দভাগিনী মনে করিতে পারিলেন না। পরিত্যাগে লজ্জার কারণ নাই– প্রত্যুত বিশুদ্ধ আত্মগৌরবের কারণই দেখা দিল,—পুনর্মিলনের পথ সর্ব্বতোভাবেই পরিষ্কৃত হইল।

কবি ইহার পর তমসার মুখ দিয়া সমুদায় তৃতীয়াঙ্কের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলিলেন—

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্তভেদাৎ
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথগিবাশ্রয়তে বিবর্ত্তান্।
আবর্ত্তবুদ্বুদতরঙ্গময়ান্ বিকারা
নম্ভো যথা সলিল মেব তু তৎসমগ্রম্॥

জল যেমন ঘূর্ণি, ফেন, তরঙ্গ প্রভৃতি রূপভেদ আশ্রয় করে, কিন্তু তৎ সমস্তই জল; সেই প্রকারে এক করুণ রসই নিমিত্তভেদে ভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পরিবর্ত্ত বা মূর্ত্তিভেদ ধারণ করে।

ইহার নিষ্কৃষ্টার্থ এই যে, এই তৃতীয়াঙ্কে যাহা যাহা বর্ণিত হইল, তাহা এক করুণ রসেরই প্রকারভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সমালোচনের পরিসমাপ্তি কালে আমরাও বলিব—

নৃণাং হৃদগত-গূঢ়-তত্ত্ব-কলনে, প্রীতেঃ প্রকাশে ক্রমাদ্
বন্ধ-গ্রন্থি গণস্য, ভেদ কথনে পাপস্য পুণ্যস্য চ।
সাধ্বী-বীর-চরিত্রয়োঃ প্রকটনে, চা, হন্তোপমাবর্জ্জিতাম্
মন্তস্তেহস্য বুধাঃ কবেঃ পরিণতপ্রজ্ঞস্য বাণীমিমাম্॥

বিবিধ প্রবন্ধ।

রত্নাবলী।

শ্রীহর্ষ প্রণীত।

(১)

রত্নাবলী নাটিকা সংস্কৃতের একটী সুপ্রসিদ্ধ সুন্দর বস্তু। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা দোষ প্রকরণ ভিন্ন অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রায় অপর সকল প্রকরণেই রত্নাবলী হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে, আলঙ্কারিকদিগের নির্দ্দেশিত দোষ ভাগ ইহাতে অতি বিরল, এবং তাঁহাদিগের বিধি-সম্মত উৎকর্ষ বহুলপরিমাণে ইহাতে বিদ্যমান আছে। এবম্প্রকার গ্রন্থ রচনায় রচয়িতার পাণ্ডিত্য, বিবেকশক্তি, সহৃদয়তা এবং সদ্রুচির যে সম্যক্ পরিচয় হয় তাহা বলা বাহুল্য। তাঁহার বিবেকশক্তির একটী বিশেষ পরিচয় এই যে, সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইঙ্গিতমাত্র না পাইয়াও এবং সংস্কৃতে অন্যান্য মহাকবিগণ নাটক রচনা সম্বন্ধে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন, দেখিয়াও রত্নাবলীকার তদীয় নাট্যোল্লিখিত ব্যাপার সমস্তের সংঘটনকাল এবং সংঘটন-স্থান একোদ্যমে এক রঙ্গভূমিতেই প্রদর্শনের উপযোগী হয়, এরূপ করিয়া ব্যবস্থিত করিয়াছেন। রত্নাবলী নাটিকায় চারি অঙ্কে বর্ণিত অভিনেয় সমস্ত কার্য্যপরম্পরা এক দিবসের সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে পর দিবসের রাত্রিশেষের মধ্যে সম্পন্ন এরূপ মনে করা যাইতে পারে, এবং সেই ঘটনাবলীর স্থান উক্ত নাটিকার নায়ক রাজা উদয়নের বাটী এবং তাঁহার প্রমোদোদ্যান মাত্র। অভিনেয় বস্তুর সহিত অভিনয়ের এরূপ সন্নিহিত সঙ্গতি রক্ষা আর কোন সংস্কৃত নাটকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। শকুন্তলার অভিনয়-দর্শককে এক স্থানে বসিয়া প্রহরৈক রাত্রির মধ্যে, 'কখন দুষ্মন্তের

সহিত কণ্বমুনির তপোবনে, কখন রাজসভায়, কখন গিরিশিখরে,—এই রূপে নানা স্থানে, শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্ত রাজার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হওয়ার পর তদীয় ঔরসে শকুন্তলার গর্ভজাত পুত্রের সিংহশাবকের সহিত ক্রীড়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর কাল ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যিনি উত্তর রামচরিতের অভিনয় দর্শন করিতে বসিবেন, তাঁহাকেও দণ্ড কয়েকের মধ্যে কখন অযোধ্যায়, কখন পঞ্চবটীতে, কখন বাল্মীকির তপোবনে—এইরূপে অন্ততঃ বার বৎসর পর্য্যটন করিতে হইবে। এই রূপ সংস্কৃত নাটকের প্রায় সর্ব্বত্র। রত্নাবলীর অভিনয় দর্শনে দর্শককে সেরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। অভিনীত ব্যাপার যে প্রকৃত ব্যাপার, তাঁহার এরূপ মনে করিবার ইচ্ছা হইলে সে ইচ্ছার অধিক ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না। রত্নাবলীর অভিনয়-দর্শক যে প্রকৃত ব্যাপারই দর্শন করিতেছেন, এই ভ্রমের সুখস্বাদ তাঁহার আরও একটী কারণে লব্ধ হইতে পারে। রত্নাবলীর ঘটনাবলী রাজা রাজড়ার ঘরে যেরূপ উপকরণ লইয়া যেরূপ ভাবে সচরাচর সংঘটিত হয়, বা হইতে পারে শুনা যায়, সেই রূপেই সম্পাদিত। ইহাতে একজন মনীষী ধর্ম্মভীরু রাজা কোন মুনির শাপপ্রভাবে বহুলবিশ্রম্ভালাপিনী হৃদয়-প্রেম-প্রতিমা ধর্ম্মপত্নী সম্বন্ধে একেবারে স্মৃতিবিমূঢ় হইয়া আবার একটি অঙ্গুরীয়মাত্র দর্শনে লব্ধসংজ্ঞ হয়েন না। অথবা কোন ছিন্নশীর্ষ ব্যক্তি দিব্যরূপ ধারণ করিয়া গিরি নদী নির্ঝরিণ্যাদি বর্ণন পূর্ব্বক দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতা আপন হন্তাকে শ্রবণ করান না। রত্নাবলীতে আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে এক ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি ভিন্ন আর কিছুই নাই। কিন্তু তাহাও ইন্দ্রজাল বলিয়াই স্বীকৃত, অলৌকিক ঘটনা নহে। অতএব অন্যান্য অত্যুৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক অপেক্ষাও রত্নাবলীতে যেমন অভিনেয় বস্তুর সহিত অভিনয়ের দেশ কাল সম্বন্ধে সুসঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে, তেমনি পাত্রের এবং কার্য্যাদিরও সম্যক্ সঙ্গতি আছে। আরও একটী নাটকীয় গুণে রত্নাবলীর

শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধ হইয়া থাকে। নাটক পদার্থ মুখ্যতঃ অভিনয়ে দেখিবার—পুস্তকে পড়িবার বস্তু নহে। সুতরাং নাটকের পূর্ব্বাপর সমস্ত ভাব এমন ঘনিষ্ঠরূপে সম্বদ্ধ, এবং ইহার প্রত্যেক ব্যাপার দর্শকের চিত্তপটে এরূপ গাঢ়ভাবে অঙ্কিত হওয়া আবশ্যক যে, অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত কিছুই বিলুপ্ত না হইয়া সমুদায় ব্যাপার প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্যমান থাকে, এবং যথাযথ রসোদ্ভাবনে সমর্থ হয়। স্মৃতিপটে সেরূপ দীপ্যমান থাকিবার জন্য যেমন নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের কার্য্য, তাহাদের বাক্য ভাব ইঙ্গিতাদি তেমন নহে। কারণ, কার্য্যগুলি দেখা যায়, এবং যাহা দেখা যায়, মানসচিত্রে তাহার অঙ্কন যেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয়, যাহা কাণে শুনা বা মনে মনে অনুমান মাত্র করা যায়, তাহার বোধ সেরূপ দৃঢ় এবং স্থায়ী হয় না। অতএব নাটকে বিশেষ ভাবোদ্দীপক কার্য্য সকলের প্রদর্শন করা আবশ্যক। কেবল নিতান্ত বাক্যমাত্রে তত্তৎভাব প্রকাশ করিলে নাটক ভাল হয় না। ফলতঃ উল্লিখিত পাত্রগণের দৃষ্টিলভ্য কার্য্য পরম্পরাই নাটক বা দৃশ্য কাব্যের জীবনস্বরূপ। সেই জীবন রত্নাবলী নাটিকায় যেরূপ নিপুণতা সহকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অপর কোন সংস্কৃত নাটকে সেরূপ হয় নাই। রত্নাবলী রচয়িতা যখন যে ভাবটীকে দর্শকের মনে উদ্দীপ্ত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন তাহা কেবল নটদিগের বাক্যমাত্রে রঞ্জিত না করিয়া তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ আমাদিগের বিবেচনায় নাট্যাংশে রত্নাবলীর তুল্য নাটক সংস্কৃতে দ্বিতীয় নাই।

তবে কি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে যে লিখিয়াছেন যে, "শকুন্তলা ও উত্তরচরিতের পরে রত্নাবলীর নামনির্দ্দেশ হইতে পারে" আমরা এই সিদ্ধান্ত বাক্যের অপলাপে সাহসী হইতেছি? তাহা নহে। আমরা এই স্থলে যাহা বলিলাম তাহা তাঁহার সেই সংক্ষিপ্ত উক্তিরই "ভাষ্যভূত"।

(২)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, শকুন্তলা এবং উত্তর চরিতের পরেই রত্নাবলীর নাম নির্দ্দেশ হইতে পারে। তাঁহার এই কথাটী দ্বারা উক্ত দৃশ্য কাব্যত্রিতয়ের অগ্রপশ্চাদ্ভাবে বিনিবেশ উপলব্ধ হয়। কিন্তু অগ্র পশ্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বস্তুদিগের আপেক্ষিক উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সেই সেই ভাবের প্রকৃত অববোধ অনেক স্থলে বিলক্ষণ ভ্রমসঙ্কুল হইবার সম্ভাবনা। গুণ, রস বা সৌন্দর্য্যাদি বিষয়ক জটিল-ভাব সম্বন্ধে, কি বিধাতৃসৃষ্ট পদার্থে, কি তদনুকারী কবিসৃষ্ট কাব্যে, ঐরূপ অগ্র পশ্চাৎ, উচ্চ নীচ প্রভৃতি রূপ রেখাঙ্কপাত দ্বারা পর্য্যায়ক্রম কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জগতের সকল বস্তুরই স্ব স্ব গুণধর্ম্মে বিশিষ্টতা আছে। একের সমুদায় গুণ অন্য কিছুতেই ব্যাপ্যভাবে নাই। সুতরাং পরস্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকতা-সম্বন্ধ-বিহীন বস্তুদিগকে স্ব স্ব প্রধানই বলা যাইতে পারে। তবে রুচিভেদে যে ব্যক্তির মন যে গুণের পক্ষপাতী, তিনি সেই গুণের তারতম্যানুসারে বস্তুদিগের অগ্রপশ্চাৎ ক্রম অনুমান করিয়া লয়েন, এবং যদি তিনি সাহিত্য সংসারের ব্যবস্থাপক হয়েন, তবে তৎকৃত সিদ্ধান্তই ব্যবস্থাস্বরূপে প্রচলিত হইয়া যায়।

বস্তুতঃ উত্তর চরিত, শকুন্তলা, এবং রত্নাবলী এই তিনটী দৃশ্যকাব্য পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতিক। তিনটী তিন প্রকারে প্রধান। উত্তরচরিত গাম্ভীর্য্যে, শকুন্তলা বৈচিত্র্যে, এবং রত্নাবলী পারিপাট্যে। সংস্কৃত কাব্যোদ্যানে তিনটীই বিকসিত কুসুম। কিন্তু তিনটিই এক জাতীয় কুসুম নহে। উহাদের মধ্যে একটী পদ্ম, একটী গোলাপ, এবং একটী নবমল্লিকা। পদ্মটী গভীর সরসীর নির্ম্মল জলে অধিষ্ঠান করে, আপনার স্বচ্ছকান্তির ছায়ায় আপনিই হাসে, দেবদেবীর হাতে উঠে, এবং জগদ্বিধাত্রী ভগবতীর চরণে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক শোভা পায়। গোলাপটী

রাজোদ্যানের মধ্যস্থলে বিরাজ করে, রাগরঞ্জনে সকলের নয়নাকর্ষী হয়, ফুলের তোড়ার সর্ব্বোপরিভাগে উঠে, এবং বিলাসভবনে সমাদরে পরিগৃহীত হয়। নবমল্লিকাটির স্থান বিভবশালীর আরাম, নায়কনায়িকার নিভৃত পর্য্যটনের অবসরই ইহার ফুটিবার সময়; এ অন্যের অনুবর্ত্তী, এবং ইহার মালা কামিনীর কবরী-বন্ধনে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এই তিনটী কুসুমের মধ্যে একটী পূজার, একটী আমোদের এবং একটী আদরের সামগ্রী। প্রথমটীকে লইয়া নির্জ্জনে বসিলে তাহার সূক্ষ্ম অন্তঃপ্রসারী সৌরভে জীবাত্মা প্রসিক্ত হয়; দ্বিতীয়টীর দিগন্তব্যাপী সৌরভে সবন্ধু বান্ধবে উল্লাসপূর্ণ হওয়া যায়; তৃতীয়টীকে সঙ্গে করিয়া বিশেষ দুই জনে না বসিলে উহার সুস্নিগ্ধ আমোদের সম্যক্ উপভোগ হয় না। সহৃদয় পাঠক ইহা অবশ্যই বোঝেন যে, প্রকৃতরূপে উত্তর চরিতের রসানুভব করিতে হইলে তাঁহাকে সুগভীর চিন্তায় অবগাহন করিয়া যাইতে হয়, শকুন্তলার রসগ্রহ পাঠকমাত্রেরই সহজে হইয়া থাকে; এবং রত্নাবলীর রসে আপ্লুত হইতে চাহিলে পাঠককে উহা পাঠ করিয়া নিজ প্রিয়তমাকে শুনাইতে হয়। অতএব এই তিন খানি গ্রন্থই তিন প্রকার—তিনটীই, স্বতন্ত্ররূপ নিজগুণে প্রশংসনীয়।

কিন্তু এই সকল গুণপার্থক্য ভিন্ন উত্তর চরিত এবং শকুন্তলা অপেক্ষা রত্নাবলীর গঠন-প্রণালীতেও বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। প্রথম দুইটী নাটকে, রসের প্রারম্ভ অবধি তাহার বিবিধ পরিণতি পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে যেরূপ বর্ণিত আছে, রত্নাবলীতে সেরূপ ক্রমান্বয় নাই। রসের বৃদ্ধিশীলতা, এবং তাহার একভাব হইতে ভাবান্তরপ্রাপ্তি, প্রথমোক্ত দুইটীর সারভূত। তৃতীয়টীতে, রসের ভাব এমত স্থির যে, যেন পাত্রনিহিতের ন্যায় দৃশ্যমান। সুতরাং প্রথম দুইটীকে দেব-নদী ও তৃতীয়টীকে দেব-সরোবর বলা যাইতে পারে। কিন্তু নদী দুইটীও অবিকল একরূপ নহে। উহার একটী যেন ভাগীরথী—উহা জগতের সর্ব্বোচ্চ মহিমশালীর তুঙ্গশীর্ষে চিরসঞ্চিত পুঞ্জীভূত দ্রবময় বিশদ স্নেহসার, দারুণ বিলোড়নে হৃদয় বিঘট্টনপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন ও প্রপাতরূপ

হইয়া অগাধ করুণরস-প্রবাহে জগতীতলের পবিত্রতা সাধনপুরঃসর পাবনী ধারায় অদ্ভুত মহাসাগরকে পূর্ণ করিতেছে। অপরটী যমুনা—এটীর মূল অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রদেশে। উহা শশলাঞ্ছিত হিমাংশুলক্ষ্মীর সংস্পর্শে গলিত চন্দ্রকান্ত-মণি-শৈল হইতে বাহির হইতেছে, এবং আপনার সুবিস্তৃত স্বচ্ছ হৃদয়ে সমুদায় সংসারের প্রতিবিম্ব ধারণপূর্ব্বক মোহনবংশীরব সূচিত করিবার জন্যই যেন মধুর ভ্রমর গুঞ্জনধ্বনিতে তরঙ্গায়িত হইয়া চলিতেছে। সরোবরটী স্বচ্ছ স্ফটিক-নিবদ্ধ মানস-সরোবর। ইহার বিশদ বারি আদিম প্রণয়োৎস হইতে স্বতঃ সমুদ্ভূত। ইহা দেব দেবীর বিলাসভূমি। এই লীলা-স্থলীতে জগৎপাতা শ্রীবৎসরাজ যুগ-ধর্ম্মপ্রভাবে বসু*দুহিতা সরস্বতী এবং সাগর সম্ভবা লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইতেছেন। এই স্থলে সগুণা প্রকৃতি পুরুষকে গ্রহণ করিতেছেন, এবং রূপভেদে তাঁহারা রতি কাম হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সরোবরবিহারী হংস নলিনীনালে, ভ্রমর কমলকোরকে, তরুরাজি লতাপাশে বদ্ধ হইতেছে, এবং একটী শারিকা ইতস্ততঃ সঞ্চরণ পূর্ব্বক বসন্ত রাগে—দুল্লহ জণঅণুরাও লজ্জাগুরুই পরব্বসা অপ্পা।

পিয়সহি বিসমংপেম্মং মরণং সরণং ণবরিঅমেক্কং ॥

এই সঙ্গীতটী করিয়া তদ্দ্বারা জীবের প্রেমোল্লাস এবং প্রেমোদ্বেগ রবে জগতীতল মুখরিত করিতেছে।

---

(৩)

উত্তরচরিত এবং শকুন্তলার সহিত রত্নাবলীর যে তুলনা হইতে পারে না, তাহা বলা হইয়াছে। বস্তু একজাতীয় না হইলে, প্রকৃতপ্রস্তাবে পরস্পর তুলনা হয় না। উল্লিখিত নাটকদ্বয়ের সহিত রত্নাবলীর প্রকৃতিগত, নির্ম্মাণ-গত, সুতরাং জাতিগত বৈসাদৃশ্যই আছে। তবে যাঁহারা কাব্য নাটকাদিতে খাসা খাসা দুই পাঁচটা সমাসরূপ কবিতা দেখিয়াই সেই সকল কাব্য নাট-

---

* বসু. অগ্নি—রাগ যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা।

কাদির তুলনা করিতে বইসেন, তাঁহারা উত্তরচরিত, শকুন্তলা এবং রত্নাবলী পাঠ সময়ে উহাদের এই চারিটী তুল্যরূপ শ্লোক দেখিয়াই পরস্পর তুলনার অবসর পাইয়াছেন মনে করেন, এবং সমগ্র গ্রন্থগুলির জাতিগত বৈসাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না। উত্তরচরিত, শকুন্তলা এবং রত্নাবলীতে ঐ প্রকার সমানরূপ দুই চারিটা কবিতার অভাব নাই। যথা—

উত্তরচরিতে—

পরিপাণ্ডু দুর্ব্বলকপোল সুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥

শকুন্তলায়—

বসনেপরিধূসরে বসানা
নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণিঃ।
অতি নিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি॥

রত্নাবলীতে—

উদয়গিরিতটান্তরিতমিয়ং
প্রাচী সূচয়তি দিঙ্নিশানাথং।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন
প্রিয়মিব হৃদয়স্থিতং রমণী॥

উদ্ধৃত এই তৃতীয় কবিতাটী অনুদ্ভূত বিরহের অঙ্কুর মাত্র; তথাপি সৌন্দর্য্যে উপরকার দুইটী ফুল্ল বিরহ হইতে ন্যূন নহে—কেহ ইহাকে অধিকতর সুন্দর মনে করিলেও আমাদের আপত্তি নাই। এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে,—অবশ্য, রত্নাবলী হইতে কম—অপর দুইটী হইতে অনেক।

কিন্তু গ্রন্থ সমালোচন-প্রসঙ্গে এরূপ করা আমাদের মনঃপূত নহে। কারণ, এই কার্য্য করিতে গেলে যেন আমরা একটী গগনভেদী, অস্ফুটাংলোকে আলোকিতাভ্যন্তর, রোমাঞ্চকারী দেবমন্দির; এবং সুপ্রশস্ত, বহুদ্বারত্ত, প্রভাশালী, বিচিত্র চিত্র-নৈপুণ্যে পরিশোভিত একটী নাটমন্দির; আর সুন্দর সুঘটিত পরিপাটীরূপে সজ্জিত একটী আমোদভবন;—এতাদৃশ ত্রিবিধ হর্ম্ম্যগুলির বর্ণনায় আদিষ্ট হইয়া তাহাদিগের হইতে এক এক ঝুড়ি ইটমাত্র আনিয়া আদেষ্টার সম্মুখে ধরিতেছি, এইরূপ বোধ হয়। ইটগুলি দেখিয়া দর্শক মনে করিবেন যে, সকল ইটগুলিই সেকালের—দৃঢ়, পেটাসেটা, একটীও একেলে ঢেপ্‌ঢেপে আমা ইট নয়। কিন্তু তাহা দেখাইলেই কি হর্ম্ম্যের সৌন্দর্য্য দেখান হইল?—শিল্পীর যথাযথ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইল?—অথবা কোন্‌টী কোন্ পক্ষে বিশেষ উপযোগী তাহাই বা কোন রূপে নির্দ্দিষ্ট হইল?

আমাদের বড়ই অভিলাষ যে, আমরা রত্নাবলীকে যে চক্ষে দেখিয়াছি, আমাদের পাঠকও তাহাকে সেই চক্ষে দেখেন। আমরা রত্নাবলীকে তাহার অগ্রজ নাগানন্দের সহিত একত্র দেখিয়াছি, এবং বোধ হয় সেই জন্য তাহাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য স্পষ্টতর উপলব্ধ করিয়া রত্নাবলীর অঙ্গসৌষ্ঠব, সুলক্ষণ এবং প্রকর্ষ অনুভব করিবার পক্ষে কিছু সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছি।

নাগানন্দও রত্নাবলী-রচয়িতা কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত। ইহার সহিত রত্নাবলীর যেমন সাদৃশ্য আছে, অপর কোন সংস্কৃত নাটকের সহিত তেমন সাদৃশ্য নাই। শুদ্ধ সাদৃশ্য আছে তাহা নহে; উহাদিগের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব উৎকর্ষক্রমও লক্ষিত হয়। নাগানন্দ কবির প্রথম প্রসূত এবং বোধ হয়, তাঁহার নবীন বয়সেরই সন্তান। নাগানন্দের ভাব উচ্চ, বর্ণনা সরল, কিন্তু গ্রন্থন অপেক্ষাকৃত শিথিল। এই গ্রন্থে কবি স্বীয় বিদ্যাবত্তা প্রকাশের লোভ সম্যক পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রত্নাবলীতে সে প্রকার লোভ গুণীভূতভাবেও লক্ষিত হয় না। নাগানন্দের রচনায় অনর্থক বা বিসদৃশ বিশেষণ কোথাও কোথাও দৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু রত্নাবলীতে

ঐ দোষের লেশমাত্র দেখা যায় না। নাগানন্দের উপাখ্যান ভাগের উৎকর্ষ সম্পাদন করা অধিক আয়াস-সাধ্য বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু রত্নাবলীর উপাখ্যানের সেরূপ উৎকর্ষসাধন নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। নাগানন্দে অকৃতাস্বাদ ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধে কল্পিত বর্ণনা, রত্নাবলীতে ভুক্তভোগীর সাংসারিক কার্য্যকলাপের বিবরণ।

নাগানন্দে হিন্দু ধর্ম্ম্য মতবাদের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম্য মতবাদ কিরূপে সম্মিলিত হইয়া উভয়ে এক পদার্থ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, রত্নাবলীতে ঐ সম্মিলনের ফল কেবল নায়কাদির চরিত্রে গূঢ়ভাবে অনুভব করিতে হয়। নাগানন্দের নায়ক জীমূতবাহন; তিনি একজন পরোপকার ব্রতপরায়ণ বোধিসত্ত্ব। তিনি বানপ্রস্থ পিতা মাতার শুশ্রূষার নিমিত্ত যৌবরাজ্যপরিহার পূর্ব্বক মলয়পর্ব্বতের সিদ্ধাশ্রমে গমন করেন, এবং তথায় বিদ্যাধর-দুহিতা মলয়বতীকে দর্শন করিয়া তাহার প্রণয়পাশে বদ্ধ হন, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া সুচতুর শ্যালকের কৌশলবশে সমুদ্র দর্শনে গমন করিলে তথায় গরুড়ের ভক্ষণার্থ উপস্থিত একটী নাগের উদ্ধারার্থ আত্মশরীর সমর্পণ করেন, এবং পরে দেবী গৌরীর অনুগ্রহে ও গরুড়ের অমৃতাভিবর্ষণে পূর্ব্ব-ভক্ষিত নাগকুলের সহিত পুনরুজ্জীবিত হয়েন। রত্নাবলীর নায়ক রাজা উদয়ন, প্রৌঢ়বয়স্ক ও বিবাহিত পুরুষ। তাঁহার রাজ্ঞী বাসবদত্তার দাস্যে নিযুক্তা সিংহলরাজদুহিতা রত্নাবলী পূর্ব্বে নিজ পিতাকর্ত্তৃক রাজার প্রতি বাগ্‌দত্তা হইয়াছিলেন জানিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত প্রণয়াসক্ত হন, এবং রাজাও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ অনুভব করেন। কিন্তু রাজ্ঞী প্রতিকূল হইয়া নিজ দাসীভূতা রাজপুত্রী রত্নাবলীকে অন্তঃপুরে নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখেন। অনন্তর রাজমন্ত্রীর কৌশলে রত্নাবলীর নিগড়-মোচন এবং তাঁহার প্রকৃত পরিচয়প্রাপ্তি হইলে রাজ্ঞী অনুকূলা হইয়া স্বয়ং রাজার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দেন।

(৪)

কবি শ্রীহর্ষ প্রণীত নাগানন্দ এবং রত্নাবলী এই দুই খানি দৃশ্য কাব্যের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উভয়ই লক্ষিত হইয়া থাকে; এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভাই ভগিনীর আকারের যেরূপ সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য থাকে, সেরূপ বলিলেও হয়—অথবা কোন ব্যক্তির কৌমার কালের চিত্রের সহিত তাহার পূর্ণ যৌবনাবস্থার চিত্রের যেরূপ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য উপলব্ধ হইয়া থাকে, সেরূপ বলিলেও হয়। নবীন বয়সের চিত্রের যে মুখ, যে কাণ যে চক্ষু—পূর্ণ বয়সের চিত্রেও সে সকল তাহাই। তবে নবীন বয়সের চোখ্ নাক মুখ ঢল ঢলে, নধর ও ঋজু থাকে, পূর্ণ বয়সে সেগুলি সুপরিশ্লিষ্ট এবং বিশেষ রূপে আন্তরিক ভাবের পরিব্যঞ্জক হয়। নাগানন্দ এবং রত্নাবলীর আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্র এইরূপ সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে। নান্দীটী লইয়াই দেখা যাউক।

নাগানন্দের নান্দীতে সমুদায় নাটকের এই একটী দূর আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, মনুষ্যের দেহধারণ ভোগ সুখের নিমিত্ত নহে, বাসনা-দমনপূর্ব্বক পরার্থ সাধনের নিমিত্ত।

যথা—

ধ্যানব্যাজমুপেত্য চিন্তয়সি কামুন্মীল্য চক্ষুঃ ক্ষণম্,
পশ্যাহনঙ্গশরাতুরং জনমিমং ত্রাতাহপি নো রক্ষসি।
মিথ্যাকারুণিকোহসি নির্ঘৃণতরস্ত্বত্তঃ স কোহন্যঃ পুমান্,
সের্ষ্যং মারবধূভিরিত্যভিহিতো বুদ্ধো জিনঃ পাতু বঃ।

ধ্যানের ছল অবলম্বন করিয়া তুমি কোন স্ত্রীকে চিন্তা করিতেছ? চক্ষুঃ উন্মীলনপূর্ব্বক অনঙ্গশরাতুর এ জনকে দেখ, দুঃখপরিত্রাতা হইয়াও রক্ষা করিতেছ না? তুমি মিথ্যা কারুণিক—তোমা অপেক্ষা আর কে অধিকতর নির্দ্দয়, এইরূপে ঈর্ষাপূর্ব্বক মারবধূদিগের কর্তৃক অভিহিত বুদ্ধ জিন তোমাদিগকে পালন করুন্।

অপর—

কামেনাকৃষ্য চাপং হতপটুপটহাবল্‌গিভির্মারবীরৈ
র্ভ্রূভঙ্গোৎকম্পজৃম্ভাস্মিতচলিতদৃশা দিব্যনারীজনেন।
সিদ্ধৈঃ প্রহ্বোত্তমাঙ্গৈঃ পুলকিতবপুষা বিস্ময়াদ্‌বাসবেন
ধ্যায়ন্‌ বোধেরবাপ্তো ন চলিত ইতি বঃ পাতু দৃষ্টো মুনীন্দ্রঃ॥

আকৃষ্টশরাসন কাম, পটুপটহবাদনপর ও বিক্রান্তউদ্ধতগতি মারবীরগণ (অর্থাৎ?) ভ্রূভঙ্গী, উৎকম্প, জৃম্ভা, স্মিতসহকৃত চলিতচক্ষু-বিশিষ্ট সুর সুন্দরীজন, অপরিশূন্যজ্ঞানশক্তি ও ধ্যানাবসক্ত মুনীন্দ্রকে ধ্যানক্রিয়া হইতে বিচলিত করিতে পারিল না দেখিয়া সিদ্ধসমূহ ভক্তিভারাবনত মস্তকে এবং বাসব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, সেই মুনীন্দ্র তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

গ্রন্থের নায়ক জীমূতবাহন যে রাজ্যসুখ ত্যাগ এবং বিদ্যাধরী মলয়-বতীর প্রণয়সুখ বিসর্জ্জন করিয়া জগতের সমস্ত কামনা পরিহারপূর্ব্বক করুণাপ্রণোদিত হইয়া পরার্থে আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা পরমকারুণিক জিনবুদ্ধের মারবধূর তিরস্কার এবং অপরিভ্রষ্ট জ্ঞানদ্বারা বাসনাবিজয়, সেই ভাবেরই সূচনা করিতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এ সূচনা মাত্র, এবং নান্দীতে গ্রন্থের আভাস অত্যন্ত দূরগত ও অপরিস্ফুট। রত্নাবলীর নান্দীর চারিটী শ্লোকের প্রত্যেকটীতে ঐ নাটিকার এক একটী অঙ্কের সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

যথা—নান্দীর প্রথম শ্লোক—

পাদাগ্রস্থিতয়া মুহুস্তনভরেণানীতয়া নম্রতাং
শম্ভোঃ সস্পৃহলোচনত্রয়পথং যান্ত্যা তদারাধনে
হ্রীমত্যা শিরসীহিতঃ সপুলকস্বেদোদ্‌গমোৎকম্পয়া।
বিশ্লিষ্যন্‌ কুসুমাঞ্জলির্গিরিজয়া ক্ষিপ্তোঽন্তরে পাতু বঃ॥

শম্ভুর আরাধনা সময়ে পাদাগ্রস্থিতা, স্তন-ভারাবনতাঙ্গী, শম্ভুর সাভি-লাষ নয়নত্রয়পথবর্ত্তিনী, লজ্জাবতী ও পুলকস্বেদকম্পান্বিতা গিরিজা কর্তৃক

শিরঃপ্রদেশে দিবার নিমিত্ত সমীহিত হইলেও যে পুষ্পাঞ্জলি মধ্যভাগে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল; তাহা তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

রত্নাবলীর প্রথম অঙ্কে, সাগরিকা, রাজা উদয়নকে, রাজ্ঞী বাসবদত্তা কর্ত্তৃক সম্পূজিত হইতেছেন, এই অবস্থায় দেখিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ কামদেব মনে করেন, এবং স্বয়ং সেই দেবতাকে পূজা করিবেন, ইচ্ছা করিয়া মধ্য পথে কুসুমাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিয়াছিলেন।

নান্দীর দ্বিতীয় শ্লোক—

ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা সহভুবা ব্যাবর্ত্তমানাহ্রিয়া
তৈস্তৈর্বন্ধুবধূজনস্য রচনৈর্নীতাভিমুখ্যং পুনঃ।
দৃষ্টাগ্রে বরমাত্তসাধ্বসরসা গৌরী নবে সঙ্গমে
সংরোহৎপুলকা হরেণ হসতা শ্লিষ্টা শিবায়াস্তু বঃ।

নবসঙ্গমে বরকে সম্মুখস্থ দেখিয়া সাধ্বস বিশিষ্টা, ঔৎসুক্যবশতঃ ত্বরান্বিতা, সহজলজ্জাহেতুক, প্রত্যাবর্ত্তমানা, বন্ধুবধূদিগের সেই সেই প্রবোধ বাক্যে আভিমুখ্যপ্রাপ্তা, স্মিতমুখ হরকর্ত্তৃক আশ্লিষ্টা অতএব পুলকিতা গৌরী তোমাদিগের মঙ্গল করুন।

দ্বিতীয় অঙ্কে, সাগরিকা মনে মনে পতিরূপে বৃত রাজা উদয়নের নিকটে সঙ্কেতগৃহে যাইবার নিমিত্ত মনে মনে অত্যন্ত উৎসুকা হইলেও লজ্জায় যাইতে পারিতেছিলেন না। অনন্তর পরিচারিকা সুসঙ্গতাকর্ত্তৃক রাজসমীপে সমানীতা হইলে রাজা হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক সাগরিকাকে স্পর্শ করিলেন। নবসঙ্গমে সাগরিকা লজ্জায় জড়ীভূতা, ও উদ্গতপুলকা হইয়াছিলেন।

নান্দীর তৃতীয় শ্লোক—

সংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তোমদর্থে পুরা,
তদ্‌যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়ুস্তব।
তামেবানুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণকণ্ঠ গ্রহং
মুঞ্চেত্যাহ রুষা যমদ্রিতনয়া লক্ষ্মীশ্চ পায়াৎ স বঃ॥

পূর্ব্বে আমার জন্য তোমা হইতে মকরধ্বজ বিমর্দ্দিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই আমার সম্মুখে বহুমার্গগাকে বহন করিতেছ! হে নির্লজ্জ! এই কার্য্য কি উচিত? অতএব সেই কুটিলভাবাকেই অনুনয় কর, আমাকে ছাড়িয়া দাও, এই কথা রোষ পূর্ব্বক পর্ব্বতদুহিতা ও লক্ষ্মী যাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে পালন করুন।

তৃতীয়াঙ্কে, সাগরিকা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেছিলেন, রাজার নয়ন-গোচর হওয়ায় তিনি তাঁহার গলদেশ হইতে লতাপাশ বিমোচন করিয়া সাগরিকার বাহুপাশ আপন গলদেশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "হে জীবিতেশ্বরি আমার কণ্ঠে বাহুপাশ অর্পণ কর" এই বলিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিতে-ছেন, এমত সময়ে মহিষী বাসবদত্তা আসিয়া 'এ কর্ম্ম কি তোমার উপযুক্ত? এই বলিয়া রাজাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ শ্লোক—

ক্রোধৈর্দ্ধৃষ্টিপাতৈস্ত্রিভিরুপশমিতা বহ্নয়োঽমী ত্রয়োপি,
ত্রাসার্ত্তা ঋত্বিজোঽধশ্চপলগণহৃতোষ্ণীষপট্টাঃ পতন্তি।
দক্ষঃস্তৌত্যস্যপত্নী বিলপতি কৃপণং বিদ্রুতং ক্ষৌণিদেবৈঃ
শংসন্নিত্যট্টহাসো মখমথনবিধৌ পাতু দেব্যৈ শিবো বঃ॥

দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসকালে শিবানুচরদিগের ক্রোধোজ্জ্বলিত নয়নানলদ্বারা যজ্ঞের ত্রিবিধ অগ্নি নির্ব্বাপিত এবং প্রমথগণকর্তৃক হৃতোষ্ণীষ ঋত্বিকগণ ভয়ে ভীত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়াছিল। দক্ষ স্তব ও প্রসূতি করুণ-স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। যজ্ঞে আহূত ব্রাহ্মণগণ পলায়ন করিয়া-ছিলেন। দেবীকে এই সকল বৃত্তান্ত বলিবার সময় অট্টহাসযুক্ত শিব তোমাদিগকে রক্ষা করুণ।

চতুর্থ অঙ্কে, ঐন্দ্রজালিকের ক্রীড়ায় রাজবাটী মধ্যে অগ্নির সমুত্থান এবং তাহাতে রাজবাটীর প্রতীয়মান দাহরূপ ধ্বংসঘটনা ও বিলাপাদি দক্ষযজ্ঞ বিধ্বংসের অনুরূপ।

ফলতঃ নান্দীমধ্যে নাটকীয় বৃত্তান্তের এরূপ সমগ্রভাবে আভাস প্রদান শ্রীহর্ষদেবের রত্নাবলী ভিন্ন আর কোন কবির কোন নাটকে পরিদৃষ্ট হয় না।

---

(৫)

নাটকের নান্দীর মধ্যে সমুদায় গ্রন্থের আভাস প্রদান পূর্ব্বক নান্দীর সার্থকতা সম্পাদন, এক মাত্র কবি শ্রীহর্ষই করিয়াছেন; এবং তাঁহার দুই-খানি নাটকের মধ্যে প্রথম প্রণীত নাগানন্দ অপেক্ষা পরবর্ত্তী কালে প্রণীত রত্নাবলীতে ঐ বিষয়ে অভূতপূর্ব্ব নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এক্ষণে উল্লিখিত নাটকদ্বয়ের প্রস্তাবনা লইয়া দেখা যাউক। নাটকের প্রস্তাবনায় আলঙ্কারিকদিগের নির্দ্দিষ্ট যে সকল প্রকারভেদ আছে, তাহা-দিগের মধ্যে কোন্ প্রকার উৎকৃষ্ট কোন্ প্রকার অপকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে তাঁহারা স্পষ্টরূপে কোন অভিমতি প্রকাশ করেন নাই। আমাদিগেরও এই মাত্র বক্তব্য যে, নাগানন্দের প্রস্তাবনায় যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ কৌশলপূর্ণ নহে।

নাগানন্দে সূত্রধার একটী কবিতা পাঠ করিয়া নাটকের উপখ্যান ভাগের সারভূত কয়েকটী কথা এবং নায়ক জীমূতবাহনের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রঙ্গ-ভূমিতে নাটকীয় কোন পাত্রের উপস্থিতির আভাস প্রদান হইল না। যথা—

পিত্রোর্ব্বিধাতুং শুশ্রূষাং ত্যক্ত্বৈশ্বর্য্যং ক্রমাগতম্।
বনং যাম্যহমদ্যৈব যথা জীমূতবাহনঃ॥

পিতা মাতার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া জীমূতবাহনের ন্যায় আমি অদ্য বনগমন করিব।

এই প্রস্তাবনাভাগে নাটকীয় কোন পাত্রের রঙ্গস্থলে উপস্থিতি সূচিত

হইতেছে না। সুতরাং প্রস্তাবনার সহিত নাটকীয় ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা হয় নাই। ইহা অপেক্ষা কালিদাসের শকুন্তলাতে প্রস্তাবনায় অধিকতর কৌশল দৃষ্ট হয়।

তবাস্মি গীতরাগেণ হারিণা প্রসভং হৃতঃ।
এষ রাজেব দুষ্মন্তঃ শারঙ্গেণাতিরংহসা॥

অতিবেগশালী শারঙ্গ কর্তৃক 'এই' দুষ্মন্ত রাজা যেমন দূরে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তেমনি আমি তোমার মনোহর গীতরাগে বলপূর্ব্বক আকৃষ্ট হইয়াছি।

এস্থলে নটীর সঙ্গীতের প্রশংসার সহিত নাটকীয় পাত্রের রঙ্গস্থলে সাক্ষাৎ উপস্থিতি যে এক প্রকার কৌশলসম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু রত্নাবলীর প্রস্তাবনা ইহা অপেক্ষাও সুন্দরতর কৌশলসম্পন্ন। যথা—

দ্বীপাদন্যস্মাদপি মধ্যাদপি জলনিধের্দ্দিশোঽপ্যন্তাৎ।
আনীয় ঝটিতি ঘটয়তি বিধিরভিমতমভিমুখীভূতঃ॥

বিধি, অনুকুল হইলে দ্বীপান্তর সাগরমধ্য এবং দিগন্ত হইতেও ত্বরায় আনয়ন পূর্ব্বক অভিমত বস্তু সংঘটন করেন।

এই প্রস্তাবনায় সমুদায় নাটকীয় উপাখ্যানের ছায়া পতিত হইয়াছে—নটী পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিল, তাহার প্রকৃতরূপ উত্তর করা হইয়াছে—এবং নাটকীয় একটী প্রধান পাত্র যৌগন্ধরায়ণের রঙ্গস্থলে প্রবেশ সাধন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ যেমন রত্নাবলীর নান্দীর তুল্য নান্দী সংস্কৃত নাটকে দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ রত্নাবলীর প্রস্তাবনাও সংস্কৃত নাটকে অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। বলিলেও চলে, এরূপ খুঁত রাখিয়া বলিবার হেতু এই যে, অপর একটী নাটকেও ইহারই তুল্য, কি ইহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্টতর একটী প্রস্তাবনা দৃষ্ট হয়। যথা মুদ্রারাক্ষসে—

ক্রূরগ্রহঃ স কেতুশ্চন্দ্রং সংপূর্ণ মণ্ডলমিদানীং
অভিভবিতুমিচ্ছতি বলাৎ (ইত্যর্দ্ধোক্তে)

নেপথ্যে। আঃ, ক এষ ময়ি স্থিতে চন্দ্রগুপ্ত মভিভবিতু মিচ্ছতি বলাৎ?

সূত্র। রক্ষত্বেনন্তু বুধযোগঃ।

কেতুর সহিত ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলকে এক্ষণে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করিতেছে (এই ভাগ মাত্র বলা হইলে)

নেপথ্যে। আঃ, আমি থাকিতে কে চন্দ্রগুপ্তকে বলপূর্ব্বক অভিভব করিতে ইচ্ছা করে ?

সূত্রধার। ইহাঁকে বুধযোগ রক্ষা করুক।

এই প্রস্তাবনাটী অতি গূঢ় কৌশলে পরিপূর্ণ। নটী এবং সূত্রধারের উক্তি প্রত্যুক্তিতে যে একটী আর্য্যা ছন্দের কবিতা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতেই সমুদায় গ্রন্থের আভাস প্রদত্ত এবং নেপথ্য হইতে পুনরুক্তবৎ প্রতীয়মান যে চাণক্যের উক্তি তাহাতে নাটকীয় একটী প্রধান পাত্রের রঙ্গস্থলে প্রবেশ সাধিত এবং সেই নাটকীয় পাত্রের প্রোজ্জ্বল প্রতিকৃতি অভিনয় দ্রষ্টৃবর্গের নয়নপথে সমানীত করা হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রারাক্ষস রত্নাবলীর পরবর্ত্তী; এবং ঐ দুই নাটকের আভ্যন্তরীণ অনেক লক্ষণ দর্শনে বোধ হয় যে, মুদ্রারাক্ষসপ্রণেতা বিশাখদত্ত শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক প্রদর্শিতপথ হইয়াই নিজ নাটকের প্রস্তাবনার এরূপ উৎকর্ষসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বেণীসংহারের প্রস্তাবনা মুদ্রারক্ষসের প্রস্তাবনার অনুকৃতি; সুতরাং রত্নাবলীর অনুকৃতির অনুকৃতি।

উৎকৃষ্ট বোধেই লোকে অনুকরণ করিয়া থাকে। রত্নাবলীর প্রস্তাবনার উৎকৃষ্টতা প্রদর্শনার্থ পূর্ব্বোক্ত এই সকল কথা বলা হইল, তাহা ছাড়া আমাদিগের আর একটী উদ্দেশ্য আছে। রত্নাবলীর নান্দীও যে অতি উৎকৃষ্ট এবং উপাদেয় তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কিন্তু উহার নান্দীর অনুকরণ শ্রীহর্ষদেবের পরবর্ত্তী নাটকলেখকদিগের নাটকে দৃষ্ট হয় না কি জন্য ?—আমাদিগের মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে, এবং আমরা ইহার মনঃপূত উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই। তবে এইরূপ ভাবিয়াছি যে, শ্রীহর্ষদেবের পরবর্ত্তী নাটকলেখকগণ তাদৃশ প্রতিভাশালী ছিলেন না। তাঁহারা কল্পনাশক্তির অনুসরণ করা দূরে থাকুক, নূতন কিছুর অনুকরণ করিতেও সম্যক্ সাহসী হইতেন না। তাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নান্দীর লক্ষণের অনুসরণ

করিয়াই স্ব স্ব নাটকের নান্দীরচনা করিয়া গিয়াছিলেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাবে যে কবিত্বের হানি হয়, এই ব্যাপার তাহারই অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু এস্থলে বলিতে হইবে যে, আর্য্য ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটক যদিও অন্যান্য অনেক সংস্কৃত নাটক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, তথাপি উহার নান্দীতে নাটকীয় উপাখ্যান ভাগের গূঢ়রূপে যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদান দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(৬)

রত্নাবলীর নান্দী এবং প্রস্তাবনা যে সমীচীন কৌশলসম্পন্ন, তাহা নাগানন্দ এবং অন্যান্য নাটকের সহিত তুলনাপূর্ব্বক সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে নাটকীয় প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

নাগানন্দের প্রথমেই একেবারে নায়ক জীমূতবাহনের রঙ্গস্থলে প্রবেশ; তিনি স্বীয় বয়স্য আত্রেয়কে আন্তরিক নির্ব্বেদ সহকারে এই শ্লোকটী শুনাইলেন—

রাগস্যাস্পদমিত্যবৈমি, নহি মে ধ্বংসীতি ন প্রত্যয়ঃ,
কৃত্যাকৃত্যবিচারণাসু বিমুখং কো বা ন বেত্তি ক্ষিতৌ।
এবং নিন্দ্যমপীদমীপ্সিতফলপ্রাপ্ত্যৈ ভবেদ্‌যৌবনং
ভক্ত্যা যাতি যদীত্থমেব পিতরৌ শুশ্রূষমাণস্য মে॥

যৌবন সংসারাসক্তির আস্পদ, ইহা আমি জানি, এবং ইহা যে বিধ্বংসশীল নয়, তাহাও আমার প্রত্যয় নয়, আর এই কাল যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারবিমুখ, তাহাও পৃথিবীতে কে না জানে, কিন্তু যৌবন এমন নিন্দনীয় হইয়াও যদি আমাকর্ত্তৃক পিতা মাতার শুশ্রূষায় নিয়োজিত হয়, তবে অবশ্যই ইহা অভীপ্সিত ফলপ্রাপ্তির পক্ষে অনুকূল হইবে।

তাহার পর আবার বলিলেন,—

তিষ্ঠন্‌ভাতি পিতুঃ পুরো ভুবি যথা সিংহাসনে কিন্তথা,
যৎ সংবাহয়তঃ সুখং তু চরণৌ তাতস্য কিং রাজকে।
কিং ভুক্তে ভুবনত্রয়ে ধৃতিরসৌ ভুক্তোজ্‌ঝিতে যা গুরো-
রায়াসঃ খলু রাজ্যমুজ্‌ঝিতগুরো স্তত্রাস্তি কশ্চিদ্‌গুণঃ॥

পিতার সম্মুখে ভুমিতলে দণ্ডায়মান সন্তান যেরূপ শোভা ধারণ করে; সিংহাসনে বসিয়া কি সেরূপ শোভা পায়? পিতৃচরণ সংবাহনে যেরূপ সুখানুভব হয়, রাজকার্য্যে কি সেরূপ সুখানুভব হইয়া থাকে? পিতার ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনে যে তৃপ্তি, ভুবনত্রয়ভোগেও কি সেই তৃপ্তি হয়? পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া রাজ্যভোগ করা কেবল ক্লেশকর, তাহাতে কোন গুণই নাই।

নায়ক পুনরায় আপন কৃত কার্য্য সম্বন্ধে বলিলেন;—

ন্যায্যে বর্ত্মনি যোজিতাঃ প্রকৃতয়ঃ সন্তঃ সুখং স্থাপিতা
নীতো বন্ধুজনস্তথাত্মসমতাং রাজ্যে চ রক্ষা কৃতা।
দত্তো দত্তমনোরথাধিকফলঃ কল্পদ্রুমোঽপ্যর্থিনে
কিংকর্ত্তব্যমতঃপরং কথয় বা যত্তে স্থিতং চেতসি॥

আমি প্রজাসকলকে ন্যায়পথে প্রয়োজিত করিয়াছি, সাধুদিগকে সুখে রাখিয়াছি, বন্ধুবর্গকে আত্মসমতা প্রাপ্ত করিয়াছি। রাজ্যের রক্ষা করিয়াছি, অর্থী জনকে, মনোরথের অধিক ফল প্রদান করে, এমন কল্পদ্রুমও দান করিয়াছি, ইহার পর কর্ত্তব্য আর কি আছে, যাহা তোমার মনে থাকে বল।

এই শ্লোকত্রিতয়ে সংসারের অনিত্যতা, সংসারাসক্তির দোষ, গুরুশুশ্রূষার উৎকর্ষ এবং পরোপকারব্রত পালনের কর্ত্তব্যতা—এই চতুর্বিধজ্ঞানে পরিপূত একটী কিশোর-হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বৌদ্ধ মতবাদে প্রসিদ্ধ এবং আর্য্যপণ্ডিতগণকর্তৃক সম্মার্জ্জিত হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ এই। সংসারের অনিত্যতা জ্ঞান এই ধর্ম্মবৃক্ষের মূল, ঐহিক সুখপরিহার ইহার কাণ্ড, বিধিপ্রতিপালন এবং গুরুশুশ্রূষা ইহার শাখা-পল্লব, এবং সর্ব্বপ্রাণীতে সমতা বোধ ও পরোপকার ইহার পুষ্প ও ফল।

এই ধর্ম্মে শিক্ষিত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, উদারচেতা যুবক এইরূপ সরলভাবে আপনার মূল সংস্কার সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। আজি কালি বিদ্যালয় হইতে নূতন বহির্ভূত কৃতবিদ্য যুবাদিগের মুখেও তাহাদের নিজের শিক্ষিত হৃদ্গত সংস্কার এবং সঙ্কল্প সকল এইরূপে অনর্গল ব্যক্ত হইয়া থাকে। অতএব কবি কেমন নিপুণতা সহকারে তাঁহার নবীন বয়স্ক নায়কের প্রকৃতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

কিন্তু কবি তাঁহার রত্নাবলীতে এরূপ করেন নাই। রত্নাবলীতে নায়ক রাজা উদয়নের রঙ্গভূমিতে প্রবেশ হঠাৎকারে সম্পন্ন হয় নাই। প্রস্তাবনায় সূচিতপ্রবেশ সচিববর যৌগন্ধরায়ণ রঙ্গস্থলে আসিয়া প্রথমে বলিলেন,—

প্রারম্ভেঽস্মিন্ স্বামিনোবৃদ্ধিহেতৌ দৈবেনেত্থং দত্তহস্তাবলম্বে।
সিদ্ধে ভ্রান্তির্নাস্তি সত্যং, তথাপি স্বেচ্ছাচারী ভীত এবাস্মি ভর্ত্তুঃ॥

স্বামীর উন্নতির নিমিত্ত এরূপ দৈবানুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার সিদ্ধিসম্বন্ধে যদিও সন্দেহ নাই সত্য, তথাপি স্বেচ্ছা-চারী হইয়া এরূপ করিতেছি বলিয়া প্রভুর নিকট শঙ্কিত হইতেছি।

তৎপরে, রাজা প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইয়াছেন দেখিয়া, বলিলেন।
বিশ্রান্তবিগ্রহকথো, রতিমান্, জনস্য চিত্তে বসন্, প্রিয়বসন্তক এব সাক্ষাৎ।
পর্য্যুৎসুকো নিজমহোৎসবদর্শনায় বৎসেশ্বরঃ কুসুমচাপ ইবাভ্যুপৈতি॥

নিঃশেষিত-বিগ্রহ, রতিমান্, লোকের চিত্তনিবাসী, বৎসরাজ প্রিয় সহচর বসন্তককে লইয়া যেন কুসুমায়ুধ স্বয়ং আপনার মহোৎসবদর্শনার্থ পর্য্যুৎসুক হইয়া আসিতেছেন।

ইহার পর নায়ক স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বয়স্যকে বলিয়াছেন—

রাজ্যং নির্জ্জিতশত্রু যোগ্য সচিবে ন্যস্তঃ সমস্তোভরঃ
সম্যক্ পালনলালিতাঃ প্রশমিতা শেষোপসর্গাঃ প্রজাঃ।
প্রদ্যোতস্য সুতা, বসন্তসময় স্তঞ্চেতি নাম্না ধৃতিং
কামঃ কামমুপৈত্বয়ং মম পুনর্ম্মন্যে মহানুৎসবঃ॥

, রাজ্যের শত্রু পরাজিত হইয়াছে, উপযুক্ত মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছে, প্রজাদিগের আপদ বিপদ প্রশমিত এবং তাহারা সম্যক্‌রূপে পালিত হইয়াছে, (প্রিয়তমা) প্রদ্যোতরাজকন্যা, বসন্ত সময় এবং তুমি উপস্থিত,—অতএব মদনের উৎসব নাম মাত্র প্রকৃত উৎসব আমারই।

এই তিনটী শ্লোকের প্রথমটীদ্বারা অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গের কৌতূহল প্রবল-রূপে উদ্দীপ্ত করা হইয়াছে ; দ্বিতীয়টীর দ্বারা নায়কের রূপ গুণ গৌরবাদি এমনরূপে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে যে, তাঁহার কার্য্যকলাপ দর্শনার্থ দ্রষ্টৃবর্গের মনে স্বতই ঔৎসুক্য জন্মে ; এবং তৃতীয় শ্লোকদ্বারা উৎসবের অবসর এবং তাহার অধিক্য প্রকটিত করিয়া দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করা হইয়াছে।

এ স্থলে দেখা যাইতেছে যে, নাগানন্দে যেরূপে নায়কের হঠাৎকারে রঙ্গভূমিপ্রবেশ হইয়াছে, যদিও প্রায় সেইরূপে কালিদাস শকুন্তলায় তাঁহার নায়কের প্রবেশসাধন করিয়াছেন বটে, তথাপি রত্নাবলীর প্রণালী উৎকৃষ্ট-তর বলিয়াই বোধ হয়। নায়ক নাটকের সর্ব্বপ্রধান পাত্র। যেমন প্রধান বা পূজ্য ব্যক্তির সমাগমের পূর্ব্বে কতকগুলি ব্যাপার অবশ্য অনুষ্ঠেয় সেইরূপ রঙ্গস্থলে নায়কপ্রবেশের পূর্ব্বেও তাঁহার প্রতি অভিনয়দ্রষ্টৃবর্গের ঔৎসুক্য উৎপাদন করা প্রয়োজনীয়। রত্নাবলীতে সেই প্রয়োজন সম্যক্‌-রূপে সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ যৌগন্ধরায়ণের সংক্ষেপোক্তি দ্বারা কবি কি অপূর্ব্ব কৌশল সহকারে দেখাইয়াছেন যে যেমন বিশ্বসংসারের অন্তর্ভূত বিধাতৃশক্তি অপ্রকটভাবে সমস্ত কার্য্যকলাপ সাধন করিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার এই নাটক-সংসারটীতেও একটী পরম চক্রীর প্রভাব অন্তর্গূঢ়ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

(৭)

রত্নাবলী নাটিকার গঠনপ্রণালীর সমীচীন পারিপাট্য, ইহার বিশিষ্টরূপ অভিনয়োপযোগিতা এবং ইহার 'নান্দী' এবং 'প্রস্তাবনার' উৎকর্ষ—এই সকল বিষয় উত্তরচরিত, শকুন্তলা, নাগানন্দ এবং মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাট-

কের সহিত তুলনা করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এই নাটিকার প্রথম অঙ্কের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

রাজা উদয়ন সহচর বসন্তকের সহিত প্রাসাদোপরি আরূঢ় হইয়া নগরবাসীদিগের প্রবর্ত্তিত মদন মহোৎসব দেখিতেছিলেন। নগরের শোভা কিরূপ এবং নগরবাসীদিগের আমোদ প্রমোদ কিরূপ, তাহা রাজার এবং বসন্তকের কথোপকথনদ্বারা জানাইয়া কবি, ঐ মহোৎসব ব্যাপারটিকে অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গের চাক্ষুষ করাইবার নিমিত্ত রাজ্ঞীর অন্তঃপুরপরিচারিণী দুইটী দাসীর রঙ্গস্থলে অবতারণা করিলেন। ইহারা দুই জনে গান গাইতে গাইতে এবং নৃত্য করিতে করিতে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইল। ঐ দিনটী মদন মহোৎসবের দিন—ঐ দিন বে-আদবীতে দোষ হয় না—ঐ দিন অশ্লীল কথার ব্যবহার এবং কতক অশ্লীল আচরণও চলে। রাজ্ঞীর পরিচারিকারা আসিয়া রাজ সমক্ষে নৃত্য গীত করিতে লাগিল—রাজসহচর বসন্তকও উহাদের নৃত্য গীতে যোগ দিলেন—পরস্পর ঠাট্টা বিদ্রূপ, হাত পাকড়াপাকড়ি চলিতে লাগিল। মদন মহোৎসব কেমন ব্যাপার তাহা আর কথায় বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন রহিল না—অভিনয়-দ্রষ্টৃবর্গ তাহা স্ব স্ব চক্ষে দেখিতে পাইলেন। সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই এই মদনমহোৎসবের অনুরূপ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার মহানবমী—পশ্চিমাঞ্চলের হোলি—প্রোটেষ্টাণ্ট ইউরোপীয়দিগের মে মাসিক 'নৃত্যপর্ব্ব'—কাথলিক ইউরোপীয়দিগের রোমীয় 'কার্ণিবল'—আসামীয়দিগের 'বিহু'—ব্রহ্মদেশীয়দিগের মহাবিষুব জলসেক, চীনীয়দিগের বাসন্তিক পূজা—ইত্যাদি সকল ব্যাপারই ঐ এক-প্রকৃতিক। কেন যে দেবপূজার সহিত এবং ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠানের সহিত ঐরূপ যথেচ্ছাচারব্যঞ্জক একটী উৎসব সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে—কোন্ মানব ইতিবৃত্তের অতি প্রাচীন কালের অতি প্রচলিত রীতি যে এই ব্যাপারের দ্বারা স্মারিত হইতেছে, তাহা ইতিহাসও আর স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারে না। কিন্তু উহা যে নিকৃষ্টাবস্থ মানবের পাশব ব্যবহারের চিহ্নস্বরূপ, তাহা নিঃসন্দেহ।

রাজ্ঞীর পরিচারিকারা রাজাকে বলিল যে রাজ্ঞী বাসবদত্তা অন্তঃপুরোদ্যানের অশোকবৃক্ষ মূলে মদনদেবের পূজা করিবেন, মহারাজাকে তথায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন। আজ্ঞা করিয়াছেন, বলিয়াই দাসী যেন একটু 'জীব কাটিল', তাড়াতাড়ি বলিল 'প্রার্থনা করিয়াছেন'। রাজসহচর বলিয়া উঠিল 'বেটী দাসীপুত্রি! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা—মহারাজাকে 'আজ্ঞা করিয়াছেন' বলিস্! রাজা মধ্যস্থতা করিলেন—বলিলেন 'তাহাতে দোষ নাই, রাজ্ঞী আজ্ঞা করিয়াছেন বলাই ঠিক কথা;—বিশেষতঃ আজি মদন মহোৎসব, আজি ত তিনি আমাকে আজ্ঞা করিয়াই পাঠাইবেন'। বেশ রসিকতা হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা বলি ঐ "বিশেষতঃ" টুকু দ্বারা রাজা যেন আপনার সম্ভ্রমের দিকে কিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহা করাতে রসিকতারও কিছু ত্রুটি করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু রাজা উদয়নত খুব রসিক পুরুষ। তবে কবি, কি ইচ্ছা পূর্ব্বকই তাঁহার রসিকতায় একটু দোষ দেখাইলেন এবং তাহা দেখাইয়া জানাইলেন যে রাজ্ঞীর প্রতি উদয়নের যে প্রেমভাব তাহা পূর্ণমাত্রায় নহে—ঐ প্রেমে একটু ভয়ের ভাগ আছে, এবং তাহা আছে বলিয়াই রাজার মনে আপনার সম্ভ্রম বজায় রাখিবার একটু গূঢ় ইচ্ছাও আছে। যদি তাহা হয়, অর্থাৎ রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজা উদয়নের প্রেম কতকটা ভয়-ভক্তি-মূলক হয়, তবে কবি এই প্রারম্ভেই যে প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া তাহার সূচনা করিলেন সে কৌশল, মানবচিত্তাভিজ্ঞ কোন মহাকবির অযোগ্য বলা যায় না। সহচর বসন্তকের সহিত রাজা অন্তঃপুরোদ্যানে গমন করিলেন। দেখিলেন রাজ্ঞী আসিয়াছেন, অমনি বয়স্য বসন্তককে রাজ্ঞীর মূর্ত্তি বর্ণন করিয়া বলিলেন—

কুসুমসুকুমারমূর্ত্তির্দধতী নিয়মেস নমুতরং মধ্যং।
আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থ চাপযষ্টিরিব।

কুসুমের ন্যায় সুকোমল মূর্ত্তি দেবী উপবাসাদি দ্বারা কৃশতর মধ্য ধারণ করত মকরকেতুর পার্শ্বস্থযষ্টির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন।

রাজ্ঞী রাজাকে আসন প্রদান করিলেন এবং উপবেশন করাইয়া স্বীয় হস্তদ্বারা অশোক বৃক্ষ স্পর্শ পূর্ব্বক মদনদেবের পূজা করিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন—

প্রত্যগ্রমজ্জনবিশেষবিবিক্তকান্তিঃ
কৌসুম্ভরাগরুচির স্ফুরদংশুকান্তা
বিভ্রাজসে মকরকেতনমর্চ্চয়ন্তী
বালপ্রবালবিটপি প্রভবা লতেব॥

নূতন মজ্জনবিশেষে প্রকাশিতকান্তি কৌসুম্ভরাগে মনোহর প্রস্ফুরিত বস্ত্রাঞ্চল ধারিণী হইয়া এই যে মকরকেতনকে অর্চ্চনা করিতেছ ইহাতে নবীন তোমাকে প্রবালবৃক্ষ-সম্ভবা লতার ন্যায় দেখাইতেছে।

স্পৃষ্টস্ত্বয়ৈষ দয়িতে স্মরপূজাব্যাপৃতেন হস্তেন।
উদ্ভিন্নাসবমৃদুতর কিসলয় ইব লক্ষ্যতেঽশোকঃ॥

প্রিয়ে, তোমার স্মরপূজাব্যাপৃত হস্তের স্পর্শলাভ করিয়া অশোক যেন একটা মৃদুতর কিসলয় ধারণ করিতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

অনঙ্গোঽয়মনঙ্গত্বমদ্য নিন্দিষ্যতি ধ্রুবং।
যদনেন ন সম্প্রাপ্তঃ পাণিস্পর্শোৎসবস্তব॥

তোমার পাণিস্পর্শের আনন্দ প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া অনঙ্গ অদ্য আপনার অনঙ্গত্বের নিন্দা করিবেন।

মদনদেবের পূজা সমাপন্ন হইলে রাজারও পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা পূজা করা হইল, এবং বৈতালিক কর্ত্তৃক রাত্রিকালের প্রবেশ বিজ্ঞাপিত হইলে রাজা রাণী সকলে অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিলেন। ঐ সময়ে রাজা বলিলেন—

দেবিত্বন্মুখপঙ্কজেন শশিনঃ শোভাতিরস্কারিণা
পশ্যাব্জানি বিনির্জ্জিতানি সহসা গচ্ছন্তি বিচ্ছায়তাং।
শ্রুত্বা তে পরিবারবারবণিতা গীতানি ভৃঙ্গাঙ্গনা
লীয়ন্তে মুকুলান্তরেষু শনকৈঃ সঞ্জাতলজ্জা ইব॥

হে দেবি! চন্দ্রের শোভাতিরস্কারী তোমার মুখপঙ্কজ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া পঙ্কজ সকল সহসা ম্লানতা প্রাপ্ত হইতেছে দেখ, এবং তোমার পরিবারস্থ বারবণিতাদিগের গীত শ্রবণ করিয়া ভৃঙ্গাঙ্গনাগণ লজ্জিত হইয়াই যেন আস্তে আস্তে মুকুলান্তরে লীন হইতেছে।

এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, এমন সময়ে এক জন ভাবুক ব্যক্তি আমাদিগের নিকটে আসিলেন এবং কি লিখিতেছি শুনিতে চাহিলেন। তাঁহাকে সমুদায় পাঠ করিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন, "ঐ শ্লোকগুলির অনুবাদ মাত্র লিখিয়া দিলেই আপনার মনের কথা সমুদায় খুলিবে না। শ্লোক গুলিতে যে কেবল রসিকতা এবং পাণ্ডিত্য আছে—তেমন প্রেমানুরাগের চিহ্ন নাই—ইহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। বলিতে হইবে যে, প্রথম শ্লোক যদি প্রেমবিহ্বল ভাবুকের মুখনিঃসৃত হইত, তবে ঐ কুসুম-সুকুমারী, ব্রতশীলা, ক্ষীণ-মধ্যা, অনঙ্গদেবের চাপ-যষ্টি রূপা, অগ্রবর্ত্তিনী নারীমূর্ত্তি যে আপনার নিজের জিনিস তাহা কোনরূপে না কোনরূপে অবশ্যই ব্যক্ত হইত। কিন্তু ঐ শ্লোকে সে ভাবের লেশমাত্র নাই।

"মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা"—ছি! ছি! ওকি প্রকৃত প্রেমিকের কথা? 'আভাতি'—কোথায়? প্রেমিক বলিবে, তাহার নিজের হৃদয়ে—উদয়ন বলিল মকরকেতুর পার্শ্বে!

"দ্বিতীয় শ্লোকেও ঐ কাণ্ড—কেবল রূপের বর্ণন মাত্র—নিজে যে সেই রূপরাশির অধিকারী তাহার কোন চিহ্ন নাই—যদি প্রকৃত গাঢ়তম প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে কবি উদয়নের চক্ষুকে অত গাত্রমার্জ্জন এবং অঞ্চলের শোভা দেখিতে দিতেন না—ঐ প্রবাললতিকা যে অশোক বৃক্ষকে জড়ায় না, আর কাহাকেও অবলম্বন করিয়া থাকে, এ ভাবও প্রকাশ করিতেন।

"তৃতীয় শ্লোকেও প্রায় ঐরূপ—কিন্তু কিছু ভিন্ন। রূপরাশি দেখিতে দেখিতে একটু সাত্বিক ভাবের যেন আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে।

"বাসবদত্তার করপল্লব অশোক বৃক্ষের গাত্রে লাগিয়াছে—যেন অশোক হইতেই উঠিয়াছে। এতক্ষণে সাত্ত্বিকভাব দেখা দিয়াছে, এবং সেই ভাব চতুর্থ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

"অনঙ্গ অঙ্গহীন বলিয়া তোমার পানিস্পর্শ সুখ পাইতেছেন না— উদয়ন তাহা পাইয়া থাকেন, বুঝি এ কথাটাও মনে উঠিয়া থাকিবে— এই বারে রাজার প্রেমোচ্ছাস হইল। অতএব প্রেম যে ছিল না, তাহা নহে। কিন্তু উহা তেমন সতেজ নয়—উস্কাইতে উস্কাইতে দেখা দেয় আবার শীঘ্রই মিড় মিড়ে হইয়া পড়ে। শীঘ্র মিড় মিড়ে হইয়া পড়ে এই জন্য বলিলাম যে, উদয়ন যখন রাত্রি সমাগম হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন—

উদয়গিরি তটান্তরিত মিমং প্রাচী সূচয়তি দিঙ্ নিশানাথং।
পরিপাণ্ডুনা মুখেন প্রিয়মিবহৃদয়স্থিতং রমণী॥

এই পূর্ব্বদিক্ পরিপাণ্ডুমুখে উদয়গিরির তটান্তরিত নিশানাথকে রমণীর হৃদয়-গূঢ় দয়িতের ন্যায় সূচনা করিতেছে—

তখন ঐ কথাটী যে বাসবদত্তার মুখপানে চাহিয়া বলিয়াছিলেন এরূপ ত বোধ হয় না। পরিণীতা ভার্য্যা বাসবদত্তার মুখ স্বামীকে সম্মুখে পাইয়া হৃদয়স্থিত প্রিয়তম স্মরণ করিয়া 'পরিপাণ্ডু' হইতে পারে না। উহা প্রদীপ্ত এবং প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। হৃদয়স্থিত যে প্রিয়ার সংস্মরণে রমণীর মুখমণ্ডল 'পরিপাণ্ডু' বর্ণধারণ করে সে প্রিয় বস্তুতে রমণীর তখন অধিকার হয় নাই। পরিপাণ্ডু বর্ণ অনুভূত বিরহেরই লক্ষণ। বস্তুতঃ উদয়ন যদিও বাসবদত্তার প্রতি প্রেমিক বটেন তথাপি তাঁহার মনে যে অন্য প্রকার প্রেমেরও একটী ছবি নিহিত ছিল, কবি এই সুন্দর শ্লোকটী দ্বারা নায়কের সেই ভাব প্রদর্শন করিলেন। উদয়ন যেন মনে মনে ইচ্ছা করেন যে কোন রমণী তাঁহাকে মনের ভিতরে রাখিয়া পরিপাণ্ডু-মুখী হয়। অঙ্কের শেষ কবিতাটীতে কবি যেন পাঠকের চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়াই দেখাইয়াছেন যে বাসবদত্তার প্রতি

উদয়নের সাত্বিক ভাবটী নিতান্তই মৃদু। রাত্রি হইয়াছে মদনপূজার পরে স্ত্রী পুরুষে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইতেছেন, অথচ উদয়নের মুখে কবির সময়োচিত বর্ণনা ভিন্ন প্রকৃত সাত্বিকভাবের লেশও নাই। কবির যদি উদয়নের গাঢ় প্রেম বর্ণনার ইচ্ছা থাকিত, তবে এমন সময়ে উদয়নকে দিয়া সম্ভ্রমসূচক 'দেবি' সম্বোধন করাইতেন না—তাঁহার মুখ 'পঙ্কজের' দ্বারা শশির তিরস্কার না করাইয়া তাঁহার মুখমণ্ডলরূপ নিষ্কলঙ্ক সুধাকরের দ্বারা সকলঙ্ক শশির তিরস্কার করাইতেন, এবং ভৃঙ্গের 'অঙ্গনা' বচারাদিগকে 'লজ্জা' প্রভাবে পদ্মমুকুলের মধ্যে বিলীন না করিয়া—মধুপ বৃন্দকে সমস্ত রাত্রির জন্য পদ্মমুকুলাভ্যন্তররূপপিঞ্জরে বদ্ধ করিতেন, কিন্তু মনে যে ভাব নাই—মুখে তাহা ব্যক্ত হইবে কেন? এইরূপে না দেখিলে রত্নাবলীর কবিত্বে ত্রুটি লক্ষিত হয়—আর এই রূপে দেখিলে উহাতে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়"।

ভাবুক মহাশয়ের উক্তিগুলি আমাদিগের মনঃপূত বলিয়া পত্রস্থ করিলাম।

---

(৮)

রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজা উদয়নের প্রেম যে ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধাদি-মূলক, প্রগাঢ় সাত্বিকরস-সংশ্লিষ্ট নহে, এবং উদয়নের হৃদয় যে অন্যবিধ প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, কবি অতি নিপুণতা সহকারে তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু উদয়নের এই ভাব প্রদর্শন সহকারে বাসবদত্তারও মন উদয়নের প্রতি কিরূপ, তাহাও প্রথম হইতেই দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সাধ্বী বাসবদত্তা গম্ভীর-প্রকৃতি এবং তেজস্বিনী। তিনি স্বামীকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, কিন্তু তাঁহাকে চঞ্চলস্বভাব বলিয়াও জানেন! তিনি যখন অন্তঃপুরোদ্যানে মদনদেবের পূজা করিতে আইসেন, তখন

অন্যান্য পরিচারিকার মধ্যে সাগরিকা নাম্নী একটী অতীব সুন্দরী পরিচারিকাকে পূজোপহার লইয়া আসিতে দেখিয়া মনে মনে বলেন—"এ এখানে এলো কেন?—উহাকে ত শারিকা পালনের ভার দিয়া অন্তঃপুরেই রাখিব মনে করিয়াছি—ইহাকে তাঁহার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইতে দেওয়া হইবে না।" রাজ্ঞী এইরূপ ভাবিয়া সাগরিকাকে অন্তঃপুর মধ্যে যাইবার আদেশ করেন। এটি অবিশ্বাসের লক্ষণ। যে স্ত্রীর স্বামীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, তিনি বরং ইচ্ছা করেন যে, স্বামী অন্য সুন্দরী স্ত্রীকে দেখুন—তাহা না হইলে প্রণয়ের পরীক্ষা হয় কৈ? সৌভাগ্য গৌরব সংস্থাপিত হয় কৈ? বাসবদত্তার মন উদয়নের প্রতি সে ভাব ধারণ করে নাই—সে ভাব ধারণের কোন যো'ই ছিল না—বাসবদত্তার প্রকৃতি উদয়নের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উদয়ন তাঁহার বশ, কিন্তু তত প্রেমে নয়—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকৃতি বশতঃ কিছু ভয়ে, অনেকটা ভক্তিতে, এবং কিঞ্চিন্মাত্র প্রেমে।

একবার পতি-পত্নী-প্রেমের আদর্শভূত রামসীতাকে মনে করা যাউক। কি বাল্মীকির রামায়ণে, কি ভবভূতির উত্তরচরিতে, যেখানে দেখি, রাম যখন সীতার সৌন্দর্য্য কি স্বভাবের প্রতি আপনার প্রীতিপূর্ণ ভাব প্রকাশ করিতেছেন, সীতা তখনি অমনি গলিয়া পড়িতেছেন। আমরা যেন কখন বিস্ফারিত—কখন মুকুলিত—সেই নয়নযুগল, সেই অবনমিত মুখপদ্ম—সেই আরক্ত গণ্ডস্থল একেবারে সম্মুখে দেখিতে পাই। কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তার দেহকে "মদনের চাপযষ্টি" তাহার হস্তটীকে "নবীন কিসলয়", তাহার রাগরঞ্জিত দেহ এবং বস্ত্রাঞ্চল "প্রবাল বিটপী" বলিয়া এই যে এত প্রশংসা করিলেন—হৃদয়স্থিত প্রিয়কে রমণীমুখ কেমন পাণ্ডু বর্ণের দ্বারা সূচিত করে, জানাইলেন, তাহার মুখপঙ্কজ দর্শনে পদ্ম সকল ম্লান হইতেছে, বলিলেন—তাহাতে বাসবদত্তার ভ্রূক্ষেপ মাত্র হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তিনি সেই খাড়া "চাপযষ্টি"—সেই দেবপূজাপরায়ণ "দেবী"ই রহিলেন। যদি চেষ্টা করিয়া তাঁহার ঐ সময়ের মুখ খানি

মনে মনে চিত্রিত করিতে যাই, তবে কি দেখিতে পাই? উজ্জ্বল গৌরকান্তি—প্রশস্ত ললাট—দৃঢ়সংলগ্ন ওষ্ঠাধর—মুখমণ্ডলে ঈষৎ মলিনতার ছায়া—বোধ হয় ইহাই দেখিতে পাই। তাঁহার কথার মধ্যে কি শুনিতে পাই?—রাজার প্রতি "আর্য্যপুত্র! আপনার জয় হউক—এই আসনে উপবেশন করুন"—দাসীদিগের প্রতি—"পূজার পুষ্প চন্দন আনয়ন কর।" আর কোন কথাই নাই।

ফলতঃ, বড় বড় কবিরা যাহা যাহা বলেন, বা পাত্রদিগের দ্বারা বলান্ বা করান্, তদ্দ্বারা ত গ্রন্থের প্রকৃত ভাব বুঝিতেই হয়, কিন্তু যাহা তাঁহারা বলেন না, বা বলান বা করান না, তাহার দ্বারাও—অনেক বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। বাসবদত্তা যে এতই চুপ করিয়া থাকিলেন তাহার কি কোন তাৎপর্য্য নাই? পূজাবসরে—অন্ততঃ পূজাবসানে, তাঁহার দুই চারিটী কথা, ন্যূনকল্পে এক আধ বার হাসি—একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত—একটু অঙ্গভঙ্গীর বৈচিত্র,—ও সকল ত কিছু না কিছু হইবারই কথা, কিন্তু কিছুই নাই কেন? বাসবদত্তা সাধ্বী, তেজস্বিনী, উচ্চ-প্রকৃতি—তিনি উদয়নের মত শুদ্ধ কথার কথা—ভাববিহীন রসিকতা—সুখের অভাবে তাহার ভাণ মাত্র—করিতে পারেন না। এই জন্যই অত চুপ চাপ।

উদয়নের হৃদয়ে যে অন্য প্রণয়ের অবসর আছে, এবং বাসবদত্তার প্রকৃতি যে অতি উচ্চ বলিয়া উহা ভয় ভক্তির বিশেষ আস্পদ, এই দুইটী তথ্য অতি নিপুণতা সহকারে দেখাইতে দেখাইতে কবি অপর একটী প্রণয়ের ভাব উন্মুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। উদয়ন এবং বাসবদত্তার স্তিমিত-প্রায় প্রেমানুরাগের যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই তীব্রতর অনুরাগের চিত্র প্রদর্শিত হওয়ায় ইহা আরও বিশিষ্টরূপে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বাসবদত্তা শারিকার রক্ষার্থ পরিচারিণী সাগরিকাকে অন্তঃপুরে যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। বাসবদত্তার প্রদত্ত আজ্ঞা যে শ্রবণমাত্র প্রতিপাল্য, তাহা সাগরিকার ব্যব-

হারেই বিদিত হয়। সে নবীনা কৌতূহলপূর্ণা হইয়া পূজা দেখিতে আসিয়াছে কিন্তু রাজ্ঞীর আজ্ঞা পাইয়া কিছুই বলিতে পারিল না। য়াদেশমাত্র অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল; যাইতে যাইতে ভাবিল, আমি ত ারিকার পিঞ্জর সখী সুসঙ্গতার হস্তে দিয়া আসিয়াছি, অতএব শারিকার ান্য কোন শঙ্কা নাই—একটু অন্তরালে থাকিয়া যাই। এই ভাবিয়া ন পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল, এবং অনেক পরেই পূজাস্থানের সমীপে াসিয়া রাজ্ঞী যে সময়ে উদয়নকে পূজা করিতেছেন, সেই সময়ে রাজাকে েখিতে পাইল। সে রাজ্ঞীর পূজা গ্রহণকারী উদয়নকে প্রকৃত মদনদেবই মনে করিল। মনে মনে বলিতে লাগিল—

কহং পেক্‌খিদোজ্জেব্ব অপূর্ব্বো কুসুমাউহো অম্হাণং তাদস্স অন্তে-উরে চিত্তগদো অচ্চীঅদি ইহ পচ্চক্‌খো লক্‌খীঅদি। ক্তা অহং পি ইমেহিং কুসুমেহিং ইহট্‌ঠিদা জ্জেব্ব ভঅবন্তং কুসুমাউহং পূঅইস্‌সং। নমো দে ভঅবং কুসুমাউহ সুভদংসণো মে ভবিস্‌সসি। দিট্ঠং জং দট্ঠব্বং; অমোঘদংসণো মে ভবিস্‌সসি। দিট্ঠোবি পুণো পেক্‌খিদব্বো।

অপূর্ব্ব কুসুমায়ুধকে দেখিলাম, পিতার ভবনে চিত্রে অর্চ্চনা করে, এখানে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ! অতএব আমিও এই সকল কুসুম দ্বারা এই খানে থাকিয়াই ভগবান কুসুমায়ুধকে পূজা করি! হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তোমাকে নমস্কার; আমার শুভদর্শন হউক! যাহা দেখিবার তাহা দেখিলাম! আমার অমোঘদর্শন হও! আশ্চর্য্য! দৃষ্ট হইয়াও পুনঃ পুনঃ দর্শনীয়।

যখন দেবদেবীদিগের পৃথিবীতে অবতরণ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ ছিল না, সে কালে সাগরিকার এই ভ্রমটী অসম্ভব বলিয়া অ-শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। অতি পণ্ডিতা, অধিকতর প্রৌঢ়া, হিপেসিয়া নাম্নী গ্রীক জাতীয়া একটী রমণীর কোন সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া তাহাকে আপলোদেব বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল—এরূপ বর্ণনা আছে। ইহাও বর্ণিত আছে যে ঐ ভ্রমের সহিত হিপেসিয়ার হৃদয়ে অনিবার্য্য প্রণয়বেগ

প্রবিষ্ট হয়। সাগরিকারও তাহাই হইল। সে পুনঃ পুনঃ ঐ সাক্ষাৎ কামদেব উদয়নমূর্ত্তির প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতি অন্তঃপুর গমনের নিমিত্ত রাজ্ঞীর আদেশ আছে ইহা স্মরণ করিয়া বিহ্বল হইতে লাগিল। এমত সময়ে বৈতালিকের উক্তি দ্বারা জানিতে পারিল যে, ঐ দেবমূর্ত্তিই রাজা উদয়ন। অমনি তাহার স্মরণ হইল, তাহার পিতা এই রাজা উদয়নেরই সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত মনন করিয়াছিলেন। তাহার আর সুখের সীমা রহিল না—সে বলিল—

কহ্ অঅংসো রাজা উঅঅণো ণাম। জস্স অহং তাদেণ দিণ্ণা। তা পরপ্রেসণদূসিদংবি মে সরীর এদস্স দংসণেন দাবিং বহুমদং সংবুত্তং।

কি এই সেই রাজা উদয়ন; আমি তাতকর্ত্তৃক যাঁহাতে সমর্পিত! তবে দাসত্বে দূষিত হইলেও আমার দেহ অদ্য ইঁহার দর্শনে গৌরবান্বিত হইল।

---

(৯)

সাগরিকা বলিল "এই সেই রাজা উদয়ন, পিতা আমায় যাঁহাকে সম্প্রদান করিয়াছেন—তবে আমার শরীর পরপ্রেষণজনিত দোষে দুষ্ট হয় নাই"। সাগরিকার পিতা কে?—তিনি কখন্ কিরূপে রাজা উদয়নকে সাগরিকা সম্প্রদান করিয়াছিলেন?—যদি সাগরিকা উদয়নে সম্প্রদত্তা হইয়াছিল, তবে তাহার দাসীবৃত্তি কি জন্য হইল?।

স্বাধীনতাবস্থায় ভারতবর্ষ অনেকানেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত ছিল বটে, কিন্তু ঐ স্বতন্ত্র রাজ্যখণ্ডগুলির মধ্যে পরস্পর সম্মিলনের চেষ্টাও বহু পূর্ব্ব হইতেই ছিল। যে কোন রাজা কোন সময়ে প্রাবল্য লাভ করিতেন, তিনিই দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন, অন্যান্য রাজাদিগের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেন, এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ সমাধান করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী বা সম্রাট্ বা সার্ব্বভৌম উপাধি গ্রহণ করিতেন। দিগ্বিজয়ের

উপযোগী বল সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত রাজাদিগের মধ্যে বিবেচনাপূর্ব্বক বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য হইয়াছিল—সুতরাং বুঝিয়া রাজাদিগের বিবাহ প্রদান করা রাজমন্ত্রীদিগের বুদ্ধিমত্তার এবং কার্য্যক্ষমতার একটী প্রধান প্রমাণ হইয়াছিল। কৌশাম্বী বা কনোজের রাজা উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সিংহলেশ্বর-দুহিতা রত্নাবলীর সহিত উদয়নের বিবাহ দেন। তিনি নিশ্চয় জানিয়াছিলেন যে, ঐ বৈবাহিক ব্যাপার সিদ্ধ করিতে পারিলে উদয়ন বর্দ্ধিতবল হইয়া 'রাজচক্রবর্ত্তী' হইতে পারিবেন। কিন্তু মন্ত্রিবরের এই অভিলাষ সিদ্ধির পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায় ছিল। সিংহলেশ্বর জানিতেন যে, উদয়নের সহিত তাঁহার ভাগিনেয়ী অবন্তী-রাজদুহিতা বাসবদত্তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। অতএব নিজ কন্যাকে ভাগিনেয়ীর সপত্নী করিয়া দিতে সিংহলেশ্বর একান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। মন্ত্রিবরের অভিলাষ সিদ্ধির আরও একটী বিষম অন্তরায় ছিল। রাজ্ঞী বাসবদত্তা যেরূপ তেজস্বিনী এবং উদয়ন তাঁহার যেরূপ বশ, তাহাতে বাসবদত্তার বিনানুমতিতে অন্য ভার্য্যা পরিণয়ে সম্মত হওয়া উদয়নের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য। এই সকল অন্তরায় অতিক্রম করিবার উদ্দেশে যৌগন্ধরায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একটী কৌশলজাল বিস্তৃত করেন। তিনি রটাইয়া দেন যে, কৌশাম্বী এবং মগধের অন্তর্বর্ত্তী লাবণক নামক প্রদেশে রাজা যখন মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে রাজ্ঞী বাসবদত্তা গৃহদাহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই জনপ্রবাদ সিংহলে পৌছিল, এবং যৌগন্ধরায়ণের প্রেরিত দূতও সিংহলে উপনীত হইয়া সিংহলেশ্বরের স্থানে বিগতভার্য্য উদয়নের নিমিত্ত তাঁহার রত্নাবলী কন্যাকে প্রার্থনা করিল। সিংহলরাজ ঐ প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, এবং আপন অমাত্যকে সমভিব্যাহারে দিয়া কন্যাকে বহিত্রযোগে প্রেরণ করিলেন। যৌগন্ধরায়ণের অভিসন্ধি সিদ্ধির একটী ব্যাঘাত ঘুচিল বটে, কিন্তু বাসবদত্তা এবং বাসবদত্তার প্রতি উদয়নের যে ভয়, ইহাতে তাহার কোন প্রতিবিধান হইল না। উহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত অনেকটা কাজ

করিতে হইল ; রত্নাবলী যে জাহাজে আসিতেছিল সে জাহাজ সমুদ্রে ডুবিল, এবং রত্নাবলী আপন সমভিব্যাহারী সকল লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একাকিনী মন্ত্রিবর যৌগন্ধরায়ণের নিকটে সমানীতা হইলেন। যৌগন্ধরায়ণ তাঁহাকে রাজ্ঞী বাসবদত্তার নিকট প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, কন্যাটীকে সাগরতীরে কুড়াইয়া পাইয়াছেন। বাসবদত্তা আপন পরিচারিকাদিগের মধ্যে স্থান দিয়া তাহার 'সাগরিকা' নাম রাখিলেন। সে কালের নিয়ম ছিল, আর অনেক দেশে একালেও নিয়ম আছে যে, সমুদ্র হইতে কুড়াইয়া পাওয়া জিনিস যে পায়, তাহার সম্পত্তি হইয়া যায়। মনুষ্য হইলে দাস্যে নিযুক্ত হয়—কেহ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না—এবং জিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলেও না। রাজতনয়া রত্নাবলী এইরূপে—অপরিচিতা দাসী সাগরিকা।

সাগরিকা দেখিল, যে ঘরে সে রাজরাণী হইতে পারিত, সেই ঘরেই সে দাসী হইয়াছে—যে জন তাহাকে পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিল, সেই এখন তাহার পক্ষে দুর্লভ হইয়াছে—দাসী হইয়া সেই রাজ-রাজেশ্বরকে কামনা করাও তাহার গুরুতর লজ্জার কারণ হইয়াছে। হৃদয়ে সেই লজ্জার আঘাতে প্রতিঘাত হইল, "এ পর-প্রেষণ আমার শরীরকে দূষিত করে নাই"—কিন্তু ঐ ভাব কতক্ষণ থাকে। অপার প্রেমে মোহিত 'পরবশ আত্মা', লজ্জা নিবারণের একমাত্র স্থায়ী উপায় যে মরণ তাহা হইতেও নিবারিত করে—হৃদয়বল্লভের মোহনমূর্ত্তিটী পুনঃ পুনঃ দেখিবার নিমিত্তই উত্তেজিত করে।

একবার এই সকল কথা ভাবিয়া লইতে পারিলে সাগরিকার বিরহ বেদনাটী অতি সুন্দররূপেই বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত কবিরা বিরহ ব্যাপার লইয়া অনেকটা উৎকট এবং বিসদৃশ বর্ণন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীহর্ষের সাগরিকা বিরহ দুঃখ প্রকাশ জন্য আর কিছুই করে না—কেবল সে আপনার ভাগ্যকে ধিক্কার দেয়, কুসুমায়ুধকে দুই একটী গালি দেয়, এবং দর্শনের সাধ মিটাইবে মনে করিয়া নিভৃতে উদয়নের

মোহনমূর্ত্তি চিত্রিত করে। সাগরিকা যে সময়ে একতান মনে উদয়নের ছবি আঁকিতে মগ্ন ছিল, সেই সময়ে সুসঙ্গতা নাম্নী তাহার সখী শারিকার পিঞ্জর হস্তে লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হয়—এবং সাগরিকা কর্ত্তৃক চিত্রিত উদয়নমূর্ত্তি দেখিয়া তাহা চিনিতে পারিয়া মনে মনে বলে—উপযুক্তই হইয়াছে—রাজহংসী কমলাকর ভিন্ন আর 'কোথায় অভিরত হইবে'। ইহার পর সুসঙ্গতা জিজ্ঞাসা করে যে, ঐ চিত্রটী কাহার? সাগরিকা বলে মদন দেবের। সুসঙ্গতা চিত্র-ফলকটী স্বহস্তে লয়, এবং কামদেবের নিকটে রতিদেবীর চিত্র না থাকিলে ভাল দেখায় না বলিয়া রাজার ছবির পার্শ্বে সাগরিকারই চিত্র আঁকিয়া দেয়। আর লুকাচুরি চলে না—সাগরিকা মনের কথা খুলিল; প্রেমিক হৃদয় উদ্ঘাটিত হইলে স্বতঃই গীতিরূপে প্রকটিত হয়—এই জন্য গুণ গুণ স্বরে গান করিল—

দুল্লহ জন অনুরাও লজ্জাগুরুই পরবশো অপ্পা.
পিঅসহি বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ণ বরিঅ মেক্কং।

---

(১০)

সাগরিকার বিরহ বর্ণনাটী সুন্দর,—পুরাতন হইয়াও যেন কতকটা নূতন। আর ইহাতে বিরহ ব্রতের চিরপ্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের অর্থাৎ পদ্মপত্রে শয়নাদি ব্যাপারের অযথা বিস্তার নাই। কাব্যনাটকাদিতে যে বিরহবর্ণনাদির আড়ম্বর হয়, তাহার একটী প্রকৃত কারণ আছে। ও সকল বর্ণনা না থাকিলে, প্রেমিক যুগলের হৃদয়ে যে প্রকৃত প্রণয়রস উদ্রিক্ত হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকে না—সুতরাং সন্দিগ্ধ-চিত্ততার অবসর থাকায় অন্যোন্যের প্রতি প্রণয় গাঢ় হইবার সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে যে পর্য্যন্ত করা আবশ্যক কবি তাহাই করিবেন, তাহার অধিক করিলেই সরুচির ব্যাঘাত হয়। রত্নাবলীতে উদয়নের প্রতি সাগরিকার প্রেম যে অতি প্রখর, তাহা অভি-

নয় দর্শকেরা সাগরিকা কর্ত্তৃক মদনভ্রমে রাজার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ হওয়াতেই দেখিয়াছেন ; উদয়ন নিজেও যে, সাগরিকার প্রেমের সম্যক্ প্রমাণ পাইবেন, কবি তাহারও বেশ যোগাড় করিয়াছেন। কিন্তু সাগরিকারও ত উদয়নের মনের গতিসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ চাই। সেরূপ প্রমাণ না পাইলে সেই লজ্জাশীলা রাজকুলবালা কেমন করিয়া আপনার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে ? পদ্মপত্রে শয়নাদি ব্যাপার নির্ব্বাহ করাইয়া কবি, তাহারই উপায় করিয়া রাখিলেন। উদয়ন ঐ সকল বিরহোপকরণ দেখিয়া অনেক কথা বলিবেন, এবং সাগরিকা অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই সকল কথা শুনিবেন। কালিদাসের শকুন্তলাতে ইহার ঠিক বিপরীত বর্ণন দেখা যায়। সেখানে বিরহিণী শকুন্তলার পদ্মপত্রে শয়নাদি রাজা দুষ্মন্ত নিভৃতে থাকিয়া স্বচক্ষে দর্শন করেন।

রত্নাবলীকারের সদ্রুচির অপর বিশেষ প্রমাণ এই যে, তিনি বিরহ ব্যাপারের বর্ণনা যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয়, ঠিক সেই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, অধিক বাড়াবাড়ি করেন নাই। যদি পদ্মপত্রে শয়নাদি কদলীগৃহের অভ্যন্তরেই অভিনীত হয়, দ্রষ্টৃবর্গের সমক্ষে না হয়, নাটিকায় এরূপ কোন নির্দ্দেশ ছিল, মনে করা যায়, তাহা হইলে রত্নাবলীকারের প্রতি কিছুমাত্র দোষ স্পর্শিতে পারে না। যাহা হউক, বিরহ ব্যাপার সংক্ষেপেই সারা হইল। রাজার অশ্বশালা হইতে একটা বৃহৎকায় বানর তাহার শিকল ছিঁড়িয়া বাহির হওয়াতে রাজবাটীতে মহা হুল স্থূল পড়িয়া গেল। কদলীগৃহের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী সখীদ্বয় ভয়ে জড় সড় হইয়া তমাল পাদপচ্ছায়ায় লুকাইলেন। বানরটা কদলীগৃহে প্রবেশ করিল—পাখীর খাঁচায় দই মাখা ভাত ছিল, তাহা খাইবার নিমিত্ত খাঁচাটা নাড়িতে চাড়িতে উহা ভাঙ্গিয়া গেল—শারিকা উড়িয়া পলাইল। সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা পাখীটা ধরিবার জন্য, সে যে দিকে উড়িয়াছিল, সেই দিকে চলিল।

রাজ্ঞীর পোষিত শারিকা উড়িয়া গেলে দাসীরা যে বিশেষ ব্যগ্র হই-

য়াই তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিবে, তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এ স্থলে একটু বিশেষ ব্যগ্রতার অপর কারণও ছিল। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে কোন কোন পক্ষিজাতির শিক্ষায় সমধিক মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, এবং সেই শিক্ষার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে অনেকে অতি স্ফুট-বাক্ এবং বিলক্ষণ মেধা-শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষতঃ রাজস্থানে অনেক পোষিত শুকপক্ষীকে ঠিক মানুষের মত কথা কহিতে শুনা যায়—বাঙ্গালাতেও অনেক কাকাতুয়া, টিয়া এবং ময়না পাখী মানুষের কথার অবিকল অনুকরণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যখন ভারতবর্ষে অন্ন ছিল, সুখ ছিল, ঘরে ঘরে পাখী পোষা এবং পাখী পড়ান ছিল—তখন যে রাজা রাজড়াদিগের গৃহে অতি সুশিক্ষিত পক্ষী সকল থাকিত, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং সে সময়ে সেইরূপ পক্ষী সকল ছিল বলিয়াই তাহাদিগের জাতিস্মরতা প্রভৃতি অলৌকিক গুণ সম্বন্ধে শ্লোক, আখ্যায়িকা এবং পুস্তকাদি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। ঐ সম্বন্ধে অতি প্রচলিত একটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

দম্পত্যোর্নিশিজল্পতোর্গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্বচ,
স্তৎপ্রাতর্গুরুসন্নিধৌ নিগদত স্তস্যোপহারং বধূঃ।
কর্ণালঙ্কৃতি-পদ্মরাগ-শকলং বিন্যস্য চঞ্চুপুটে,
ব্রীড়ার্ত্তা প্রকরোতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্বন্ধনম্॥

দম্পতী রজনীতে পরস্পর যে সকল কথোপকথন করিয়াছিল, গৃহস্থিত শুকপক্ষী তাহা শুনিয়া প্রাতঃকালে গুরুজন সমক্ষে আবৃত্তি করিতে লাগিল; ইহাতে বধূ অতিশয় লজ্জাকুলা হইয়া পক্কদাড়িম্ব বীজ তুল্য আপনার কর্ণালঙ্কার পদ্মরাগ মণিখণ্ডকে উহার চঞ্চুপুটে উপহাররূপে প্রদান করিয়া কৌশলক্রমে কথা বন্ধ করিল।

বানর কর্তৃক খাঁচা ভগ্ন হওয়ায় যে শারিকাটী উড়িয়া পলাইল সেটীও ঐরূপ অত্যন্ত মেধাবিনী ছিল। তাহার সমীপে কেহ কোন

কথা বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা শিখিয়া ফেলিত, এবং সেই কথার আবৃত্তি করিত। সখী সুসঙ্গতার, শঙ্কা হইল যে, শারিকাটী উড়িয়া গিয়া যেখানে সেখানে, তাহার সহিত সাগরিকার যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার পুনরাবৃত্তি করিবে—এই শঙ্কা প্রযুক্তই সে শারিকাটীকে ধরিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইল, এবং চিত্রফলক খানি যে কদলীগৃহে পড়িয়া রহিল, তাহার সংগ্রহের নিমিত্ত প্রথমে কোন চেষ্টাই করিল না।

কিন্তু ঐ সময়ে অপর একটী ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব হইতে রাজা এবং রাণীতে দুইটী ফুলের গাছ লইয়া একটী বাজী রাখা হয়। রাজা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নবমালিকার গাছে আগে ফুল ফুটিবে— রাণী বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মাধবীলতায় আগে ফুল ফুটিবে। রাজা কোন গুণী ব্যক্তির দ্বারা নবমালিকার মূলে এরূপ দোহদ সংযোজিত করিয়াছিলেন যে, তাহার গুণে নবমালিকা পুষ্পরাশিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া সহচর বসন্তকের সহিত বিকসিত-পুষ্প নবমালিকাটীকে দেখিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরোদ্যানে আসিয়াছিলেন, এবং রাজ্ঞীকে তথায় আসিবার নিমিত্ত বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কবি এই উপলক্ষে রাজ্ঞী বাসবদত্তার প্রতি রাজার মনের ভাব ব্যক্ত করিবার একটী সুযোগ পাইয়া তাহা ছাড়েন নাই। রাজা বসন্তককে বলিলেন—

উদ্দামোৎকলিকাং বিপাণ্ডুররুচিং প্রারব্ধজৃম্ভাং ক্ষণা
দায়াসং শ্বসনোদ্গমৈরবিরলৈরাতন্বতীমাত্মনঃ।
অদ্যোদ্যানলতামিমাং সমদনাং নারীমিবান্যাংধ্রুবং
পশ্যন্ কোপবিপাণ্ডুরপ্রতিমুখং দেব্যাঃ করিষ্যাম্যহং॥

উদ্দামোৎকলিকা, বিপাণ্ডুরকান্তি, প্রারব্ধজৃম্ভা, অবিরল শ্বাসোদ্গমে মুহুঃ আয়াস প্রাপ্তবতী, মদনাবস্থাপন্না, অন্য নারীর ন্যায় এই উদ্যানলতাকে প্রদর্শন করিয়া আজি আমি নিশ্চয় দেবীর কোপপাণ্ডুর প্রতিমুখ করিব।

প্রিয়তমাকে এমন সকল বাজীতে হারাইয়া দিয়া তাঁহার একটু রাগাল রাগাল—সলজ্জ সলজ্জ অভিমানের মুখখানির শোভা দেখিতে রসিক

পুরুষের ইচ্ছা হইতে পারে বটে, কিন্তু উদয়ন বাসবদত্তার সে মুখ-শোভা দর্শনের লালসায় ব্যগ্র নহেন। তিনি বাসবদত্তার মুখে কোপের প্রভাবই বিস্ফুরিত হইবে, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। কবি, প্রথম হইতেই আরম্ভ করিয়াছেন, এ স্থলেও দেখাইলেন যে, উদয়ন বাসবদত্তাকে তেমন ভাল বাসিতেন না—অতএব তাঁহার মন প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারেন নাই। রাজা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া নবমালিকা দর্শনে যাইতেছেন, এমত সময়ে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে একটী শারিকা পড়িতেছে, শুনিতে পাইলেন শারিকা পড়িতেছে—"সখি! তুই কেন এই চিত্রফলকে আমায় চিত্রিত করিলি?" "সখি! রাগ কর কেন? তুমিও যেমন কামদবের চিত্র আঁকিয়াছ, আমিও তেমনি রতিদেবীর চিত্র আঁকিয়াছি বই ত নয়।" "সখি!—পদ্মের পাতা, মৃণালের বলয়, খুলিয়া দাও।"

"দুল্লহ জন অনুরাও লজ্জাগুরুই পরব্বসা অপ্পা
পিঅসহি বিসমং পেম্মং, মরণং সরণং ণ বরিঅ মেক্কং।"

---

(১১)

শারিকাটি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই উড়িল—রাজা লক্ষ্য করিলেন যে, সে কদলী গৃহের দিকে গেল। আপনিও সেই দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে বলিলেন—

দুর্ব্বারাং কুসুমশরব্যথাং বহন্ত্যা
তন্বঙ্গ্যা যদভিহিতং পুরং সখীনাং
তদ্ভূয়ঃ শিশু-শুক-শারিকাভিরুক্তং
ধন্যানাং শ্রবণপথাতিথিত্বমেতি।

দুর্ব্বার মদনব্যথা বহনকরিণী কৃশাঙ্গা আপনার সখীজনদিগের সম্মুখে যাহা যাহা বলেন, তাহা শিশু, শুক, শারিকাদিগের কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হইয়া যাহাদিগের শ্রবণপথের অতিথি হয়, তাহারা ধন্য।

এই কবিতাটি অতি উপাদেয়। আর কোথাও প্রকৃত প্রণয়ের এরূপ সুন্দর অসন্দিগ্ধ প্রমাণ প্রদানের উপায় করা হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না। কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব এবং রুচিকর প্রমাণের আবিষ্কৃতি' মাত্র এই কবিতাটির গুণ নহে। ইহাতে যে বক্তার গূঢ় প্রণয়াকাঙ্ক্ষা সূচিত করিতেছে, উহাই এই কবিতাটীর বিশেষ গুণ। রাজা বলিলেন, যাহাদিগের কর্ণে সখীজনের সহিত বিরহিণীর বিশ্রব্ধ আলাপের কথা শিশু, শুক বা শারিকা কর্ত্তৃক পুনরুক্ত হয়, তাহারা ধন্য। কিন্তু শুদ্ধ ঐরূপ পুনরুক্তি শুনিতে পাইলেই কি ধন্য হওয়া যায়?—কখনই নয়। যদি নিজেই তাদৃশ বিশ্রব্ধালাপের বিষয়ীভূত হওয়া যায়—তা হলেই ধন্য! কবি, এই 'ধন্য' শব্দটির প্রয়োগ করিয়া কতটা ভাবই ব্যক্ত করিলেন। তিনি পূর্ব্বে এক বার দেখাইয়াছেন যে, উদয়নের হৃদয়ে কোন বিরহিণীর প্রণয়াস্পদ হইবার নিমিত্ত একটি গূঢ় আকাঙ্ক্ষা আছে, আবার এই স্থলে সেই ভাব অধিকতর স্পষ্ট করিলেন। উদয়ন ঐরূপ ধন্য পুরুষ হইতে একান্ত অভিলাষী!

রাজা শারিকার অনুসরণে বসন্তকের সহিত কদলীগৃহে প্রবেশ করিলেন—সেখানে গিয়া একটী চিত্রফলকে তাঁহারা নিজের এবং লাবণ্যময়ী একটী যুবতীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন—

লীলাবধূতপদ্মা কথয়ন্তী পক্ষপাতমধিকন্নঃ।
মানসমুপৈতি কেয়ং চিত্রগতা রাজহংসীব।

আমাদের প্রতি সমধিক পক্ষপাত প্রকাশ করত লীলাচ্ছলে পদ্ম বিকম্পিত করিয়া রাজহংসীর ন্যায় মানসে প্রবেশ করিতেছেন, চিত্রাঙ্কিতা ইনি কে?

রাজহংসী সাগরিকা উদয়নের হৃদয়পদ্ম বিকম্পিত করিয়া তাঁহার মানস সরোবরে প্রবেশ করিল। রাজা সহচর বসন্তককে ঐ চিত্রগত রূপমাধুরীর ব্যাখ্যা করিয়া অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন। সে সকল

কথা, বাসবদত্তার রূপবর্ণন সম্বন্ধে যেরূপ শান্ত নির্ম্মল রসিকতাপূর্ণ বাক্যাবলী নিঃসৃত হইয়াছিল, সেরূপ নহে; এ কথা গুলি তীব্র লালসায় পরিপূর্ণ। এবারে আর সমুদয় দেহযষ্টির প্রতি সামান্য দৃষ্টি নয়—এবার, শরীরের প্রতি পর্ব্বে পর্ব্বে চক্ষুর বিলম্বিত অবস্থান—

কৃচ্ছ্রাদূরুযুগং ব্যতীত্য সুচিরং ভ্রান্ত্বা নিতম্বস্থলে,
মধ্যেঽস্যাস্ত্রিবলীতরঙ্গবিষমে নিস্পন্দতামাগতা।
মদ্দৃষ্টিস্তৃষিতেব সম্প্রতি শনৈরারুহ্য তুঙ্গৌস্তনৌ,
সাকাঙ্ক্ষং মুহুরীক্ষতে জললবপ্রস্যন্দিনী লোচনে॥

আমার দৃষ্টি ইহার উরুযুগ কষ্টে অতিক্রম করিয়া নিতম্বস্থলে অনেক ক্ষণ ভ্রমণপূর্ব্বক ত্রিবলীতরঙ্গে বিষমতা প্রাপ্ত মধ্যদেশে একবারে স্পন্দ-হীন হইয়া পড়িয়াছিল—সম্প্রতি উন্নত পয়োধরে আরোহণপূর্ব্বক তৃষিতের ন্যায় সাকাঙ্ক্ষ ভাবে জলকণস্রাবিলোচনদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিতেছে।

চিত্রফলকে সাগরিকার ছবিটি কেমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল? রাজা যখন আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন—সাগরিকা তাঁহাকে সেই সময়েই দেখে, অতএব তাঁহাকে ক্ষত্রিয়জনোচিত গরুড়া-সনোপবিষ্টরূপেই অঙ্কিত করিয়াছিল। যদি রাজার ছবির সেই ভাব হয়, তাহা হইলে রতিব্যপদেশে অঙ্কিত সাগরিকার চিত্রও ঐ চিত্রের বাম দিকে স্ত্রীজনোচিতপদ্মাসনোপবিষ্ট ভাবেই অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। এই জন্য উরুযুগই প্রথম দ্রষ্টব্য হইয়াছে।

এ দিকে সাগরিকা এবং সুসঙ্গতা চিত্রফলকটী সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে কদলীগৃহের নিকটে আসিল এবং রাজা ও বসন্তকের কথোপকথন শুনিয়া জানিতে পারিল যে, শারিকার মুখে ব্যক্ত হইয়া সকল কথাই রাজার কর্ণগোচর হইয়া গিয়াছে—এবং চিত্রফলকটীও রাজার হাতে পড়িয়াছে। উভয়ে অন্তরালে থাকিয়া রাজার কথাগুলি শুনিতে লাগিল। যখন রাজা উল্লিখিতরূপে সাগরিকার রূপের বর্ণন করিলেন, তখন সু-সঙ্গতা সাগরিকাকে বলিলেন, "সখি! শুন্‌চ ত!" সাগরিকা উত্তর

করিলেন, "তুমিই শোন—তোমারই আলিখিত চিত্রের বর্ণন হইতেছে!"। এই উক্তি প্রত্যুক্তির দ্বারা কবি, রাজার প্রণয় ভাবের আরও প্রমাণ দেখাইবার প্রয়োজন আছে, বুঝাইলেন। কালিদাস তাঁহার শকুন্তলায় রাজা তুষ্মন্তকে দিয়া বলাইয়াছেন—

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতঞ্চাম্বু পক্ষিণা।
নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিত মুখে॥

পক্ষী পিপাসাশুষ্ককণ্ঠে অম্বু যাচ্ঞা করিল, অমনি নবমেঘপরিত্যক্ত ধারা তাহার মুখে পতিত হইল।

রত্নাবলীকার তাঁহার নায়িকাকে তত ঝট্ করে চাতকের মুখে ফেলিতে চানে না। এই জন্যই ঐ উক্তি প্রত্যুক্তি "ও ত ছবির প্রশংসা—আমার কি?" সেই "আমার কি" সন্দেহ কাটাইবার জন্য প্রথম শ্লোক—

ভাতি পতিতো লিখন্ত্যা স্তস্যা বাস্পাম্বুশীকরকণৌঘঃ।
স্বেদোদ্গমইব করতলস্পর্শাদেষ মে বপুষি।

লিখিতে লিখিতে ইহাঁর বাষ্পবারিশীকর সমূহ আমার শরীরে পতিত হইয়া করতল সংস্পর্শজাত স্বেদোদ্গমের ন্যায় দেখাইতেছে। অতএব সামান্য ছবির ভাবে ছবি খানি দেখা হইতেছে না—ছবি হইতেই প্রকৃত ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ইহার পর যে পদ্মপত্রে সাগরিকার শয়নাদি হইয়াছিল—সেইগুলি দেখিয়া, তুলিয়া, নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া, রাজা অনেক কথাই বলিতে লাগিলেন—আর প্রমাণ প্রাপ্তির পক্ষে কোন ত্রুটিই রহিল না।

সুসঙ্গতা আর স্থির থাকিতে পারিল না—সে কদলীগৃহে প্রবেশ করিল, এবং দুই চারিটী কথা কহিয়াই রাজাকে বলিল—মহারাজ! ঐ চিত্রফলকে রতিব্যপদেশে তাঁহাকে চিত্রিত করায়, সখী আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন, মহারাজ আসিয়া তাঁহার ক্রোধ নিবারণ করুন!

রাজা ব্যগ্র হইয়া আসিলেন—এবং সুসঙ্গতার কথায় সাগরিকার হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—

শ্রীরেষা পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লব।
কুতোঽন্যথা স্রবত্যেষ স্বেদচ্ছদ্মামৃতদ্রবঃ॥

ইনি শ্রী, ইঁহার কর পারিজাতের পল্লব, নতুবা স্বেদচ্ছলে অমৃত দ্রব কোথা হইতে?

রাজা সাগরিকার যে হাত ধরিলেন—অমনি ধরিয়াই রহিলেন। কথা প্রসঙ্গে বসন্তক, দেবী বাসবদত্তার নাম করিয়া ফেলিল। অমনি রাজা হাত ছাড়িয়া দিলেন। সাগরিকা ও সুসঙ্গতা সরিয়া গেল।

বাসবদত্তা আসিলেন—রাজার সুখপূর্ণ মুখ দেখিয়া বলিলেন, আর নবমালিকার পুষ্পোদ্গম দেখিতে যাইবার প্রয়োজন নাই, আর্য্যপুত্রের হাসি হাসি মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, নবমালিকার পুষ্পোদ্গম হইয়াছে এই বলিয়া বাসবদত্তা আর গেলেন না। কিন্তু চিত্রফলকটি তাঁহার দৃষ্টি গোচর হইল; রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন' এ কি?' বসন্তক উত্তর দিলেন, আমি রাজার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। বাসবদত্তা স্ত্রী চিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটিও কি বসন্তকের কারিগুরি?" রাজা বলিলেন, "এটি মনগড়া ছবি—কোন দৃষ্ট-পূর্ব্বার চিত্র নহে।" বাসবদত্তা বলিলেন—আর্য্যপুত্র! এই চিত্রখানি দেখিতে দেখিতে আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত হইল—সুখে থাক—আমি যাই"। রাজা বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বলিলেন—

প্রসীদেতি ব্রূয়ামিদ মসতি কোপে ন ঘটতে
করিষ্যাম্যেবং নো পুনরিতি ভবেদভ্যুপগমঃ।
ন মে দোষোঽস্তীতি ত্বমিদ মপি চ জ্ঞাস্যসি মৃষা,
কিমেতস্মিন্ বক্তুং ক্ষমমিতি নবেদ্মি প্রিয়তমে॥

কোপ না হইলে প্রসন্ন হও এ কথা বলা সম্ভবে না; পুনরায় এমন কর্ম্ম করিব না, ইহা বলিলে অপরাধই স্বীকার করা হয়। আমার দোষ নাই,

এ কথাও তুমি মিথ্যা জ্ঞান করিবে, অতএব হে প্রিয়তমে, এ বিষয়ে যে কি বলিব তাহা জানি না।

বাসবদত্তা বস্ত্রাঞ্চল টানিয়া লইয়া বলিলেন—

অজ্জ উত্ত! মা অন্নধা সংভাবেহি, সচ্চং এব্ব মং সীসবেঅণা বাধেদি। তা গমিসসং।

আর্য্যপুত্র! অন্যথা ভাবিবেন না, সত্যই আমাকে মস্তক বেদনা বাধা দিতেছে; অতএব যাই।

বাসবদত্তা চলিয়া গেলেন। বসন্তক বলিল, আমাদের বড় সৌভাগ্য দেবী কুপিতা হয়েন নাই। রাজা উত্তর করিলেন—তুমি দেবীর কোপানুবন্ধ নিগূঢ়রূপে লক্ষ্য কর নাই।

ভ্রূভঙ্গে সহসোদ্গতেঽপি বদনং নীতং পরাং নম্রতা
মীষন্মাং প্রতি ভেদকারি হসিতং নোক্তং বচো নিষ্ঠুরং।
অন্তর্ব্বাস্পজড়ীকৃতং প্রভুতয়া চক্ষুর্নবিস্ফারিতং
কোপশ্চ প্রকটীকৃতো দয়িতয়া মুক্তশ্চ ন প্রশ্রয়ঃ॥

প্রিয়ার সহসা ভ্রূভঙ্গ উপস্থিত হইলেও বদন নত করিয়াছেন, আমার প্রতি ভেদকারী ঈষৎ হাস্য হাসিয়াছেন, কিন্তু নিষ্ঠুর বাক্য বলেন নাই; অন্তর্ব্বাস্প দ্বারা জড়ীভূত চক্ষুকে প্রভুতাগুণে বিস্ফারিত করেন নাই; কোপ প্রকটীকৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রশ্রয় পরিত্যক্ত হয় নাই।

---

(১২)

রত্নাবলীর নাটিকার রাজ্ঞী বাসবদত্তার চরিত্রচিত্রটী কি অপূর্ব্ব বস্তু।—রাজা তাঁহার রূপ বর্ণন করিয়া সুদীর্ঘ সালঙ্কার কবিতা সকল আবৃত্তি করেন, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ হয় না। তাঁহার আজ্ঞা পালনে কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারে না, অথচ তিনি 'পরিজনবৎসলা'। রাজা নবমালিকার পুষ্পোদ্গম দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে আহ্বান করেন;

আসিয়া, রাজার মুখ দেখিয়াই বলেন, আর নবমালিকা দেখিবার প্রয়োজন নাই, তোমার হাসি হাসি মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছি, আমার হারি হইয়াছে! রাজা অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইতেছেন বুঝিয়া, যেমন ক্রোধের উদ্রেকে ভ্রূভঙ্গ উপস্থিত হয়, অমনি আত্মদমন করিয়া মুখমণ্ডলকে বিনয়নম্র করেন, যেমন অন্তর্ব্বাস্প উত্থিত হইয়া নেত্রদ্বয়কে সজল করিয়া আনে, অমনি আত্মসংযম বলে চখের জল চখেই শুষ্ক করেন; কটু কথা বলেন না—কেবল মাত্র 'ভেদকারী' ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিয়া যান। এ কি অত্যদ্ভুত স্ত্রী-চিত্র! এরূপ আত্মদমনশীলা, উপেক্ষাকারিণী, অনুগ্রহপরায়ণা, পরিজন বৎসলা, যাঁহার চরণ স্মরণ করিয়া পরিজনবর্গ শপথ গ্রহণ করে, মানুষী-দেবী কি কাব্য নাটকাদিতে আর দেখিতে পাওয়া যায়?

সকল কাব্য নাটকেই দেখা যায়, উৎকৃষ্টা নায়িকামাত্রেই কোমলা, সরলা, দুর্ব্বলা, মুগ্ধারূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। এত আত্মদমন, এত উপেক্ষা, এত গাম্ভীর্য্য আর কোন নায়িকায় দেখা যায় না। এই বস্তুটি কি রত্নাবলীকারের মনঃ কল্পিত, না রত্নাবলীকার তাঁহার বাসবদত্তা সংগঠনের উপাদান গ্রন্থান্তর হইতে পাইয়াছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে আরও অনেক কথা বাহির হয়—এবং তাহাতে সমগ্র নাটিকাটীরই প্রকৃতি কিছু নূতন ভাব ধারণ করে। রত্নাবলীর আখ্যায়িকা অপর একটী মূলগ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। সে মূলগ্রন্থ 'বৃহৎ কথা' বা তাহারই সংক্ষিপ্তসার 'কথা সরিৎ সাগর'। যেমন রামায়ণ এবং মহাভারত, মহাবীর উত্তরচরিতাদি এবং শকুন্তলা বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নাটকের উপজীব্য, বৃহৎ কথাও সেইরূপ অনেক কাব্য নাটকাদির অবলম্ব। 'মুদ্রারাক্ষস' 'নাগানন্দ' এবং 'রত্নাবলীর' উপাখ্যান ভাগ বৃহৎ কথা হইতেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। 'নাগানন্দে'র ত আদ্যন্ত সমুদায়ই 'কথা সরিৎসাগর' হইতে লওয়া। যদিও রত্নাবলীর সমুদায় কথা সেরূপ আনুপূর্ব্বীক্রমে ঐ

গ্রন্থ হইতে লওয়া হয় নাই, তথাপি ইহারও অনেক সার কথা, ঐ গ্রন্থের।

ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত আছে যে, রাজা উদয়ন যখন গর্ভস্থ তখন তাঁহার মাতা একটা লোহিত হ্রদ হইতে গরুড় কর্ত্তৃক আকাশ পথে উদয়গিরির শিখরদেশে সমানীতা হয়েন। উদয়ন সেই স্থানে জন্মেন। এ স্থলে কি এরূপ বোধ হয় না যে, ঐ 'লোহিত হ্রদ' সূর্য্যোদয়-কালীন প্রাচী দিক্?—উদয়নের মাতা ঊষাদেবীর প্রতিরূপ?—এবং উদয়ন নিজে সূর্য্যদেবের প্রতিরূপ স্বরূপ? সূর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্রের মত "সর্ব্বদেবময়ো হি সঃ"—তিনি সকল দেবতাময়। অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সকল দেবতারই স্থানীয় হইতে পারেন।

'কথা সরিৎসাগরের' ত্রয়োদশ তরঙ্গের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে—

এষা বাসবদত্তা চ পত্নী তে নৈব মানুষী।
দেবীয়ং কারণবশাদবতীর্ণা ক্ষিতাবিতি॥

এই বাসবদত্তা তোমার পত্নী মানুষী নহেন, ইনি দেবী, কারণবশে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

ঐ শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশিত হইতেছে যে, বাসবদত্তা কোন দেবীর প্রতিরূপ স্বরূপা। কোন্ দেবী? তাহাও অব্যক্ত নাই। একবিংশ তরঙ্গে দেখা যায়—

পুরাহনঙ্গাঙ্গসংভূত্যৈ রত্যাস্তুতিভিরর্চ্চিতঃ।
তুষ্টো রহস্যসংক্ষেপং ইদং তস্যা শিবোভ্যধাৎ॥
অবতীর্য্য নিজাংশেন ভূমাবারাধ্য মাংস্বয়ং।
গৌরী পুত্রার্থিনী কামং জনয়িষ্যত্যসাবিতি॥
অতশ্চণ্ডমহাসেনসুতা দেবী নরেন্দ্র সা।
জাতা বাসবদত্তেয়ং সম্পন্না মহিষী চ তে॥

পূর্ব্বকালে অনঙ্গের অঙ্গসংঘটন নিমিত্ত রতি কর্ত্তৃক অর্চ্চিত এবং স্তুতিদ্বারা তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে শিব এই রহস্যসংক্ষেপ বলিলেন। গৌরী

নিজ অংশে ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া পুত্রার্থিনীরূপে স্বয়ং আমাকে সম্যক্ আরাধনা পূর্ব্বক কামদেবকে জন্মাইবেন। অতএব হে নরেন্দ্র! সেই দেবী গৌরী চণ্ডমহাসেনসুতা বাসবদত্তা হইয়া জন্মিয়াছেন, এবং তোমার মহিষী হইয়াছেন।

তবেই জানা গেল যে, রাজ্ঞী বাসবদত্তা সাক্ষাৎ গৌরী বা আদ্যা প্রকৃতির অংশস্বরূপা। ইহাও জানা গেল যে, ইনিই কামদেব জননী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা রমণী প্রদ্যুম্ন-মাতা রুক্মিণী দেবী হইতে অভিন্না। কিন্তু উদ্ধৃত শ্লোকে শিব বলিতেছেন, ইনি সাক্ষাৎ আমাকে আরাধনা করিয়া কামদেবকে পুত্ররূপে পাইবেন। তাহা হইলে হরি হরের যে অভিন্নতা তাহাও এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। রত্নাবলীর নান্দীর তৃতীয় শ্লোকটীরও দুই পক্ষে—অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে এবং শিবপক্ষে—সমান অর্থ হয়। ঐ শ্লোকটীর তাদৃশ বৈচিত্র্য, মূলগ্রন্থের এই হরিহরের একাত্মতা ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। পাঠকের বোধ সৌকর্য্যার্থে নান্দীর ঐ শ্লোকটী এই স্থলে পুনরুদ্ধৃত করা যাইতেছে—

সংপ্রাপ্তং মকরধ্বজেন মথনং ত্বত্তো মদর্থে পুরা
তদ্‌যুক্তং বহুমার্গগাং মম পুরো নির্লজ্জ বোঢ়ুস্তব
তামেবানুনয়স্ব ভাবকুটিলাং হে কৃষ্ণ কণ্ঠগ্রহং
মুঞ্চেত্যাহ রুষা যমদ্রিতনয়া লক্ষ্মীশ্চ পায়াৎসবঃ॥

পূর্ব্বকালে আমার নিমিত্ত তোমা হইতে মকরধ্বজ (হরপক্ষে কন্দর্প, হরিপক্ষে সমুদ্র) মথন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব হে নির্লজ্জ! আমার সম্মুখে সেই বহুমার্গগাকে (হরপক্ষে গঙ্গা, হরিপক্ষে সরস্বতী) বহন করিতেছ, ইহা কি তোমার উচিত? অতএব (হরপক্ষে)—হে কৃষ্ণকণ্ঠ! গ্রহ—আগ্রহ ত্যাগ কর। (হরিপক্ষে) হে কৃষ্ণ! কণ্ঠগ্রহ ত্যাগ কর। ভাবকুটিলা তাহাকেই অনুনয় কর; এই কথা রোষভরে (হরপক্ষে অদ্রিতনয়া এবং হরিপক্ষে লক্ষ্মী) যাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করুন্।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তবে কি এই নাটিকাটী রূপক বর্ণনা। আমরা এমন কথা বলিতে পারি না। রত্নাবলী কখনই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ন্যায় আধ্যাত্মিক বিষয়ের অভিনয়াকারে প্রদর্শন নহে। কিন্তু ঠিক তেমন না হইলেও যখন ইহার মূলগ্রন্থে নায়ক এবং নায়িকা উভয়েরই দেবতারূপে অভিব্যক্তি আছে, তখন এই নাটিকার উপরেও যে দৈব ভাবের কতকটা ছায়া পড়িয়াছে ইহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়; বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, রত্নাবলীকার শ্লিষ্ট পদ ব্যবহারে বিশেষ সমুৎসুক, এবং দ্ব্যর্থ ঘটাইয়া লিখিতে বিলক্ষণ নিপুণ, তখন নাটিকাটীর আপাতদৃষ্ট তাৎপর্য্যের অভ্যন্তরে তিনি আর একটী গূঢ় তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এরূপ অনুমান তাঁহার সম্বন্ধে বিলক্ষণ সুসঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। যদি কোন গূঢ় দৈব ভাব রত্নাবলীতে থাকে, তবে সে কি ভাব হইবে? নায়ক 'উদয়ন' 'পুরুষোত্তমের' প্রতিরূপ হইলে, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে সম্মিলিত হইবেন, কারণ পুরাণ-শাস্ত্রে বলে—

লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্য্যা হরেরপি।
প্রেমাসমাস্তাস্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ॥

লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা (দেবী গৌরীর স্থানীয়া) শ্রীহরির এই তিন ভার্য্যা, প্রেমে সমানা, সর্ব্বদা হরি-সমীপে থাকেন।

প্রথমা স্ত্রী যদি 'গৌরীর' প্রতিরূপা হয়েন, তবে অপর দুই জনের মধ্যে একজন অবশ্যই 'সরস্বতী' এবং একজন অবশ্যই 'লক্ষ্মী' হইবেন।

রত্নাবলীতে উদয়নের দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর নাম নির্দ্দেশ নাই—কিন্তু 'প্রদ্যোতসুতা' বলিয়া প্রথমাঙ্কের প্রারম্ভেই তাঁহার উল্লেখ আছে। 'প্রদ্যোত' শব্দের অর্থ 'অগ্নি' এবং 'ব্রহ্মনন্দিনী' বাণীকে অগ্নির কন্যাও বলিয়া থাকে। মূলগ্রন্থ বৃহৎ কথায় উদয়নের দ্বিতীয়া রাজ্ঞীর নাম আছে। উহা 'পদ্মাবতী'। 'পদ্মাবতী' বিশেষরূপে দেবী লক্ষ্মীরই নামান্তর, তবে উহা দেবী সরস্বতীরও নামান্তর না হইতে পারে, এমত নহে। কিন্তু

রত্নাবলীকার 'পদ্মাবতী' নামের উল্লেখ না করাতে, এবং প্রদ্যোতসুতা বলিয়াই তাঁহার উল্লেখ করাতে তাঁহাকে 'সরস্বতীর' প্রতিরূপস্বরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করাই যেন তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়।

যদি তেমন অভিপ্রায় হয়, তবে তৃতীয়া রাজ্ঞী অবশ্যই লক্ষ্মীদেবীর প্রতিরূপস্বরূপা হইবেন। রত্নাবলীই সেই তৃতীয়া রাজ্ঞী। লক্ষ্মীদেবী সমস্ত রত্নরাজির অধিষ্ঠাত্রী—ইনিও রত্নাবলী। লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানে উল্লেখ আছে, "মুক্তাহারবিরাজমানপৃথুলোত্তুঙ্গস্তনোদ্ভাষিণী"—পৃথুল উত্তুঙ্গস্তনদ্বয় মুক্তাহারদ্বারা উদ্ভাষিত, রত্নাবলীরও একটী অপূর্ব্ব রত্নমালা ছিল। লক্ষ্মীদেবীর নামান্তর সাগরসম্ভবা—ইহাঁরও একটী নাম সাগরিকা। লক্ষ্মীদেবী বরুণ দেবের কন্যা যথা,—

"তদা লক্ষ্মীশ্চ কলয়া পুরা নারায়ণাজ্ঞয়া।
বভূব সিন্ধুকন্যা সা শক্রসম্পৎস্বরূপিণী" ॥

পূর্ব্বকালে নারায়ণের আজ্ঞায় ইন্দ্রের সম্পৎস্বরূপা লক্ষ্মীদেবী নিজাংশে সিন্ধুকন্যা হইয়া জন্মিয়াছিলেন। বরুণদেবের একটী নাম 'মহাবাহু' যথা—

বরুণোধবলোজিষ্ণুঃ পুরুষো নিম্নগাধিপঃ।
পাশহস্তো মহাবাহু স্তস্মৈনিত্যং নমোনমঃ॥

রত্নাবলীরও পিতার নাম 'বিক্রমবাহু'। যখন এতগুলি মিল পাওয়া যায়—তখন নাটিকার মধ্যে সাগরিকার সম্বন্ধে "শ্রীরেষা" ইনি 'লক্ষ্মী' বলিয়া রাজার যে উক্তি আছে সে উক্তিটী যেমন সৌন্দর্য্যপ্রশংসাপর তেমনি স্বরূপাখ্যান বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সেই শ্লোকেই আছে, "পাণিরপ্যস্যাঃ পারিজাতস্য পল্লবঃ" ইহাঁর হস্তও পারিজাতের পল্লব—লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানেও দৃষ্ট হয়, "কাঙ্ক্ষিতপারিজাত লতিকাং" ইনি কাঙ্ক্ষিত পারিজাতলতিকা। আর একটী শ্লোকে যে, 'লীলাবধূতপদ্মা' ক্রীড়ায় পদ্ম বিকম্পিত করিয়া, এই শ্লিষ্ট পদটী আছে তাহার অভ্যন্তরে দেবী লক্ষ্মীর হস্তস্থিত 'লীলাকমলের' উল্লেখ থাকিতে পারে, কারণ 'পদ্মধারিণী' লক্ষ্মীদেবীর দ্বাদশ নামের মধ্যে একটী নাম। রাজা রত্না-

বলীকে পত্নীরূপে পাইয়া বলিলেন, "সসাগরমহীপ্রাপ্ত্যেকহেতুঃ প্রিয়া" প্রিয়াই সসাগরা মহীপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু। শাস্ত্রেও বলে সমস্ত 'বসুন্ধরা' লক্ষ্মীর আবাস।

আর্য্য কবিরা শুদ্ধ মানুষ ভাব বর্ণন করিতে তত ভাল বাসিতেন না। তাঁহাদিগের চক্ষে বাহ্য জগৎ অন্তর্জগতের প্রতিবিম্বরূপেই প্রতিভাত হইত। যে বাহ্য ব্যাপারে তাঁহাদিগের মনোনিবেশ হইত, তাহাই যেন সামান্য বাহ্যমূর্ত্তি পরিহার করিয়া আধ্যাত্মিক আলোকে রঞ্জিত, এবং পরিশেষে দেবলীলায় পর্য্যবসিত হইত।

বিবিধ প্রবন্ধ।

মৃচ্ছকটিক।

(১)

সংস্কৃতে যতগুলি নাটক গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকখানি সর্ব্বাপেক্ষায় অতি প্রাচীন। এই নাটক সম্রাট বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্বতন কোন সময়ে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং ইহার প্রণেতা এক জন রাজা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তাঁহার নাম বলা হইয়াছে শূদ্রক। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের কোন্ ভাগের রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার কোন নির্ণয় হয় নাই। কাহার কাহার মতে তিনি মগধদেশের অন্ধ্রবংশীয় রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, আবার কাহার মতে তিনি অবন্তী দেশের রাজা ছিলেন।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বিচারেও শূদ্রক রাজার প্রাদুর্ভাবের সময় সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে নির্ণীত হয় নাই। কেহ বলেন, ঐ সময় খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে, কেহ বলেন দুই শত বৎসর পরে, আবার কেহ বলেন ছয় শত বৎসর পরে।

কিন্তু ঐ সকল কল্পনাপূর্ণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের কোন প্রয়োজন এবং কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিবৃত্তিক কাল নির্ণয়ের সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যতই গবেষণা করুন, সমুদায় গবেষণার মুল একটী কথা মাত্র। রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়ে একজন গ্রীকজাতীয় রাজদূত রাজধানী পাটলীপুত্রে আসিয়াছিলেন। সেই রাজ-

দূতের প্রণীত গ্রন্থ আছে এবং উহা কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল তাহা জানা আছে, সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত রাজার সময়ও তদ্দ্বারা জানা হইয়াছে। এই এক মাত্র পরিজ্ঞাত বস্তুর উপর নির্ভর করিয়া অপর সমুদায় ঐতিহাসিক বিবরণের সময় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার যথেষ্ট হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাবলীর সহিত মিলাইবার কোন উপায় না থাকায়, বিচারকদিগের মধ্যে অপরিসীম মতভেদ জন্মিয়া যায়, এবং প্রকৃত বিষয়ের সহিত মিলাইতে না পারিলে, বিচার যেরূপ গলদ্‌গোময় হইয়া থাকে, এখানেও তাহাই হয়।

কিন্তু যিনিই যাহা বলুন, মৃচ্ছকটিক নাটক নিতান্ত অল্প দিনের বস্তু নয়। উহা রামায়ণ এবং মহাভারতের পরবর্ত্তী ত বটেই, রাজা চন্দ্রগুপ্তেরও কিছু পরবর্ত্তী। কিন্তু তাহা অপেক্ষা অল্পদিনের বলিয়া কোনরূপেই প্রমাণিত হয় না। তবে এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন বটে যে, মৃচ্ছকটিকের "আর্য্যক" নামক পুরুষটী যিসুখৃষ্টের ছায়া হইতে প্রাপ্ত। যদি ওরূপ কথা কিছুমাত্র শ্রদ্ধার যোগ্য হইত, তাহা হইলে বিচার করা যাইত। ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিবরণ অথবা গ্রন্থাদি প্রণয়নের কাল নির্ণয় বাহিরের সহিত মিলাইতে গেলেই অধিক গোলযোগ হইয়া পড়ে। আভ্যন্তরিক ঘটনামাত্র লইয়া তাহাদিগের পূর্ব্বপরতার নির্ণয়ে সকল স্থলে ততটা গোলযোগ হয় না।

মৃচ্ছকটিক এত প্রাচীন বলিয়াই ইহার রচনা এত সরল। ইহার ভাষায় অলঙ্কার পারিপাট্যের জন্য যত্নের আধিক্য নাই, এবং বর্ণিত বিষয়টী বুঝাইবার দিকে ইহার যত দৃষ্টি, বর্ণন-কৌশলের দিকে দৃষ্টি তত অধিক বোধ হয় না।

কিন্তু ভাষার পারিপাট্যের দিকে দৃষ্টি অধিক বোধ হয় না বলিয়াই যে, মৃচ্ছকটিক নাটক রচনা-কৌশল-শূন্য তাহা নহে। একটু নিপুণ হইয়া দেখিলেই, উহাতে গূঢ় রচনাকৌশলের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অথচ সেই রচনাকৌশল এমন অতি সহজ ভাবে আসিয়াছে যে, একবারও কৌশল বলিয়া মনে হয় না।

নাটকটীর নান্দীভাগ লইয়াই দেখ। নান্দীতে দুইটী শ্লোক আছে। তাহার প্রথমটীতে দেবাদিদেব মহাদেবের পর্য্যঙ্কবন্ধ ভুজগবেষ্টনে দৃঢ়ীকৃত, তাঁহার ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিরোধ, আত্মমাত্র সাক্ষাৎকার, এবং স্থিরশূন্য দৃষ্টি বর্ণিত [১]; দ্বিতীয় শ্লোকটীতে সেই নীলকণ্ঠ মহাদেবের ঘোর শ্যামবর্ণ কণ্ঠে বিদ্যুল্লেখার ন্যায় মহাদেবী গৌরীর উজ্জ্বল গৌর ভুজ-লতার অবস্থান বর্ণিত [২]; প্রথম শ্লোকে মহাদেব শ্মশানবাসী, ধ্যান নিমগ্ন, সমাধিস্থ; জগৎ শূন্য, সংসার শূন্য। দ্বিতীয় শ্লোকে হরগৌরীরূপ একত্রে সম্মিলিত, জগৎ পূর্ণ, সংসার জাজ্জ্বল্যমান। সমুদায় নাটকটীতেই ঐ দুই কথা। এক কথা, নায়কের দরিদ্রতা, অকিঞ্চনতা, সর্ব্ব-শূন্যত্ব; দ্বিতীয় কথা, তাঁহার প্রেমিকা প্রেয়সীর লাভ, এবং তৎসহ সমুদায় সাংসারিক সুখ প্রাপ্তি। অতএব মৃচ্ছকটিক নাটকের নান্দীতেই সমুদায় নাটকটীর বীজ নিহিত হইয়া আছে। উৎকৃষ্ট রচয়িতাদিগের লক্ষণই এই যে, তাঁহারা যাহা কিছু লেখেন তৎসমুদায় পরস্পর দৃঢ়সম্বন্ধ এবং সকল কথাতেই মুখ্য বিষয়ের অনুকূলতা সাধিত হয়।

নান্দীর পরে প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনাটীও বিলক্ষণ কৌশলপূর্ণ। প্রস্তাবনার আরম্ভে নাটকরচয়িতার পরিচয়। রচয়িতার পরিচয় প্রদান করিবার রীতি প্রায় সকল নাটকেই প্রচলিত আছে। পরিচয়স্থলে রচয়িতার ভূয়সী প্রশংসা থাকে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, প্রস্তাবনার

---

[১] পর্য্যঙ্কগ্রন্থিবন্ধ-দ্বিগুণিতভুজগাশ্লেষসংবীত জানো
রন্তঃ প্রাণাবরোধব্যুপরত-সকল-জ্ঞান-রুদ্ধেন্দ্রিয়স্য;
আত্মন্যাত্মানমেব ব্যপগতকরণং পশ্যতস্তত্ত্ব দৃষ্ট্যা
শম্ভোর্ব্বঃপাতু শূন্যেক্ষণঘটিত-লয়-ব্রহ্মলগ্নঃ সমাধিঃ ॥

[২] পাতুবো নীলকণ্ঠস্য কণ্ঠশ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরী ভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখেব রাজতে ॥

ঐ ভাগ, নাটক-রচয়িতা স্বয়ং লেখেন না, তাঁহার শিষ্যাদি কেহ লিখিয়া দেন। এরূপ অনুমান যে অমূলক, তাহা ঐ পরিচয় ভাগের রচনা প্রণালীর সহিত অপরাপর ভাগের রচনা প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই উপলব্ধ হয়। মৃচ্ছকটিকের ঐ পরিচয় ভাগে বলা হইল রচয়িতার নাম শূদ্রক, তিনি রাজা, এবং দ্বিজমুখ্যতম, ঋগ্বেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের শ্রেষ্ঠ, এবং হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ; তিনি শত বর্ষ এবং দশ দিন আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজ্যদানপূর্ব্বক চিতারোহণে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। গ্রন্থরচয়িতার এবম্ভূত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে বড়ই সন্দেহ জন্মে। ইনি নামে হইলেন শূদ্র, কাজে হইলেন সমরব্যসনী ক্ষিতিপাল এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ব্রাহ্মণ। ইহাঁকে রাজা বলা হইল, অথচ কোথাকার রাজা এবং থাকিতেন কোথায়, তাহা বলা হইল না। এমন স্থলে যদি মনে করা যায় যে, গ্রন্থকারের এই শূদ্রক নামটাই কল্পিত, তাহা করিলে কি নিতান্ত কষ্ট কল্পনা করা হয়? আর্য্য গ্রন্থকারেরা বৈদিক সংস্কার বশতঃ আপনাদিগের নাম রূপ পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র লোকোপকার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাদি রচনা করিতে পারিতেন—নাম বাহির করিতে না পারিলে তাঁহাদের বুক ফাটিত না। তাহা ছাড়া আর একটা কথা আছে। আমাদিগের কোন গ্রন্থকার সমাজের বর্ণন করিব এরূপ স্পষ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়া গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন না। মৃচ্ছকটিক-রচয়িতা তাহা করিয়াছেন (৩)। তিনি বলি-

---

[৩] অবন্তি পুর্য্যাং দ্বিজসার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য,
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা।
তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবা শ্রয়ং,
নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাং।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা,
চকার সর্ব্বং কিল শূদ্রকোনৃপঃ॥

য়াছেন তাৎকালিক "নয় প্রচার" "ব্যবহার দুষ্টতা" "খল স্বভাব" "ভবিতব্যতা" প্রভৃতি সমুদায় বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছেন। সমাজ বর্ণনে প্রবৃত্ত গ্রন্থকর্তৃগণ প্রায়ই স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া থাকেন। অতএব কোন নাটক রচয়িতা সমাজের বৃহত্তমভাগ যে শূদ্র জাতি তন্নামানুসারে স্বয়ং শূদ্রক নাম পরিগ্রহপূর্ব্বক আপনাকেই ক্ষত্রিয় গুণ এবং ব্রাহ্মণ গুণ সমন্বিত এবং সমুদায় সমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ দেশ সাধারণের রাজা বলিয়া বর্ণন পূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও সম্মুখে খ্যাপন করিতে পারিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্যও উল্লিখিত কল্পনার অবলম্বনে কিছু বিশদ হইতে পারে। শাস্ত্রে বলে মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুষ্কাল শত বর্ষ; অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, এক একটি সমাজ-প্রতিরূপের বয়স এক শতবৎসর। আর মৃত্যুর পর দশ দিন যে অশৌচকাল সে পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির লোকান্তর গতি নাই—এক প্রকার ইহলোকেই স্থিতি; এই জন্য এক একটী সমাজ প্রতিরূপের অবস্থিতিকাল শত বর্ষ দশ দিন। সেই এক শত দশ দিনের পর দ্বিতীয় সমাজপ্রতিরূপ পূর্ব্বগত সমাজ প্রতিরূপের পুত্র স্বরূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এই জন্য মৃচ্ছকটিক রচয়িতা—

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং
"লব্ধাচায়ুঃ শতাব্দং দশ দিন সহিতং
শূদ্রকোগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

---

(২)

মৃচ্ছকটিক রচয়িতা নান্দীর দুইটী শ্লোকে অভিনেয় বস্তুর সমস্ত বীজ নিহিত করিয়া এবং প্রস্তাবনার প্রারম্ভে আপনি যে সমাজের প্রতিভূ স্বরূপ হইয়াই তাহার একটী আদর্শ গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, যেন এইরূপ আভাস প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের এবং দ্রষ্টৃবর্গের

কৌতূহল উদ্দীপনপূর্ব্বক একটী গীতির সহিত প্রস্তাবনার দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গানটী এই—

শূন্যমপুত্রস্য গৃহং,
চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সন্মিত্রং।
মূর্খস্য দিশঃ শূন্যাঃ,
সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য॥

অপুত্রের গৃহ শূন্য, সন্মিত্র বিহীনের চিরশূন্য, মূর্খের দিক্ শূন্য; দরিদ্রের সকলই শূন্য।

নান্দীতে "শূন্যেক্ষণ" শব্দের প্রয়োগে যে বীজ নিহিত হইয়াছে, উল্লিখিত গানটীতে তাহার অঙ্কুরোদ্গম আরম্ভ হইল। "সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই কথাই নাটকের সকল কথার ধূয়া হইয়া রহিল, এবং নায়কের সর্ব্বশূন্যতা কি প্রকার বিশিষ্টরূপ তাহারও পরিচায়ক হইল। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত, তাঁহার "নিজ রূপ গুণের অনুরূপ" রোহ-সেন নামক পুত্র আছে, তাঁহার "সর্ব্বকাল মিত্র" মৈত্রেয় নামক একজন সুহৃদও আছেন, এবং তাঁহার গৃহ মধ্যে "পুস্তক সকল" থাকায় এবং অন্যান্য প্রকারেও তাঁহার বিদ্যাবত্তা সূচিত হইয়া আছে—তাঁহার নাই কেবল ধন, এবং ধন না থাকায় ঐ সকল থাকিতেও তাঁহার 'সকল শূন্য', —"সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রস্য"।

সমাজ চিত্রণে যে দারিদ্র্যাবস্থার চিত্রণ অত্যাবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ সকল সমাজেই দারিদ্র্যের অতি বিপুলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এবং কোন বস্তুর বৃহত্তম ভাগের অনুরূপ চিত্র না হইলে, সে চিত্র সে বস্তুরই হইতে পারে না।

কিন্তু দারিদ্র্যাবস্থা যদিও দয়াবৃত্তির উত্তেজিকা হয় বটে, তথাপি সকল স্থলে কবিসময়োচিত হইয়া উঠে না। যে দারিদ্র্য দশা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে ভোগ হইয়া আইসে, যে দারিদ্র্যের প্রভাবে ধর্ম্মজ্ঞানের হিতাহিত বোধের স্ফূরণ হইতে পায় না, যে দারিদ্র্যযন্ত্রণা নিরন্তর সহ্য

করিতে করিতে শরীর এবং মন কঠিন হইয়া উঠে, দুঃখানুভূতিই যেন ন্যূন হইয়া পড়ে, মানুষ পশুবৎ হইয়া যায়—সেরূপ দারিদ্র্য দশার প্রকৃত বর্ণনায় মনুষ্য হৃদয়ের বিকাশ অতি অল্প হইয়া থাকে, এবং সহানুভূতির আকর্ষণও অধিক হইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যা, বিনয়, শীল, আভিজাত্য, দাতৃত্ব, পরোপকারিতা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ সম্পন্ন কোন গৃহস্থের দারিদ্র্যদশা ঘটিলে, তিনি প্রতি মর্ম্মে মর্ম্মে দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ করেন, এবং সেই যন্ত্রণা কখন কিরূপে অনুভূত হয়, তাহাও প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন।

এই জন্য উচ্চ দ্বিজকুলসম্ভূত, অতি ভাগ্যবান ব্যক্তির পুত্র, প্রাসাদবাসী, পরমাতিথেয়, জন্মভূমির উন্নতিসাধক, সাধারণের হিতার্থে সুবহু সরোবর, দেবভবন, উদ্যানাদির নির্ম্মাণ কর্ত্তা, এবং এবম্বিধ দানশৌণ্ডতা নিবন্ধন স্বয়ং বিত্তবিহীন এবং দুর্গত যে চারুদত্ত, তিনিই দারিদ্র্যাবস্থার কাব্যোচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ বলিয়া সমাজচিত্র করণে কৃতসঙ্কল্প মৃচ্ছকটিক রচয়িতার নাটকের নায়করূপে উপকল্পিত। এই জন্যই বোধ হয় উক্ত চারুদত্তের মুখ দিয়াই কবি একস্থলে উল্লিখিত ভাবটী এইরূপে ব্যক্ত করাইয়াছেন, যথা—

সুখং হি দুঃখান্যনুভূয় শোভতে।
ঘনান্ধকারেষ্বিব দীপদর্শনম্।
"সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাং।
স জীবদীপান্মরণান্ধমাপ্নুতে॥

দুঃখভোগপূর্ব্বক যে সুখ তাহা গভীর অন্ধকারে দীপদর্শন স্বরূপ। সেইরূপ সুখের অবস্থা হইতে যে ব্যক্তি দুঃখের অবস্থায় পড়ে, সে জীবনের আলোক হইতে মৃত্যুরূপ অন্ধকারে পতিত হয়।

(৩)

"সর্ব্বং শূন্যং দরিদ্রস্য" এই গীতিধ্রুব দ্বারা অতি বিস্পষ্টরূপে সূচিত মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত দারিদ্র্য দশাগ্রস্ত হইয়া কেমন মর্ম্মে মর্ম্মে এবং পদে পদে সেই দশার যন্ত্রণা সকল ভোগ করিতেছিলেন, তাহা সেই নায়কের রঙ্গভূমে প্রবেশ হইতেই প্রদর্শিত হইতে চলিল, এবং নায়ক যে সর্ব্বতোভাবেই আর্য্যভাবসমন্বিত তাহাও প্রথম হইতেই প্রদর্শিত হইল। তিনি সায়-সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গৃহদেবতাদিগের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিতেছেন এইরূপে দৃষ্ট হইলেন, এবং তৎকালে তাঁহার উক্তি হইল—

যাসাং বলিঃ সপদি মদ্‌গৃহদেহলীনাং
হংসৈশ্চ সারসগণৈশ্চ বিলুপ্তপূর্ব্বঃ।
তাস্বেব সম্প্রতি বিরূঢ়তৃণাঙ্কুরাসু,
বীজাঞ্জলিঃ পততি কীটমুখাবলীঢ়ঃ॥

যে গৃহদ্বারের সম্মুখভাগে প্রদত্ত বলি হংস সারসাদি কর্ত্তৃক সত্বর বিলুপ্ত হইত, এখন সেই গৃহাঙ্গনে জাত তৃণাঙ্কুর মধ্যে পতিত অঞ্জলি প্রমাণ বীজমাত্র বলি কীটগণের মুখভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতেছে।

নায়কের চিরসুহৃদ মৈত্রেয় ঐরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলেন— "ভাই! তোমার দুঃখ কি, তুমি আত্মীয়স্বজনকে আপনার ধন দান করিয়া সুরপীতাবশিষ্ট প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় পরিক্ষয়েও শোভমান হইয়া আছ"। কি অপূর্ব্ব উপমা! ইহার মূল, বোধ হয়, কামন্দক নামক নীতি শাস্ত্র। মল্লিনাথধৃত ঐ শাস্ত্রে একটী কবিতায় উক্ত হইয়াছে—

ধর্ম্মার্থং ক্ষীণবিত্তস্য ক্ষীণত্বমপি শোভতে
সুরৈঃ পীতাবশেষস্য কৃষ্ণপক্ষে বিধোরিব।

সুহৃদ্ বাক্যের প্রত্যুত্তরে চারুদত্ত বলিলেন—

বয়স্য ন মমার্থান্ প্রতি দৈন্যং। পশ্য
এতত্তু মাং দহতি যদ্ গৃহমস্মদীয়ং!

ক্ষীণার্থমিত্যতিথয়ঃ পরিবর্জ্জয়ন্তি।
সংশুষ্কসান্দ্রমদলেখমিব ভ্রমন্তঃ
কালাত্যয়ে মধুকরাঃ করিণঃ কপোলং॥

বয়স্য! অর্থ গিয়াছে বলিয়া আমি দুঃখ করিতেছি না। যেমন ভ্রমরেরা মদক্ষরণ কাল গত হইলে হস্তীর শুষ্ক সান্দ্র কপোলদেশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অর্থহীন হইয়াছি বলিয়া অতিথিরা যে আমাদিগের গৃহ বর্জ্জন করিয়াছেন, সেই দুঃখেই পুড়িতেছি।

আর পূর্ব্বে অপরিচিত হঠাৎ আগন্তুক, এমন অতিথিরাই যে আমাদের বাটী বর্জন করিয়াছেন তাহাও নয়।

সত্যং ন মে বিভবনাশকৃতাস্তি চিন্তা,
ভাগ্যক্রমেণ হি ধনানি ভবন্তি যান্তি।
এতত্তু মাং দহতি নষ্টধনাশ্রয়স্য,
যৎ সৌহৃদাদপি জনাঃ শিথিলীভবন্তি॥

সত্যই, ধননাশ হইয়াছে বলিয়া চিন্তা করিতেছি না, ধন ভাগ্যে হয় ভাগ্যে যায়। আমার দুঃখ এই যে, ধনহীন হইলে সৌহার্দ্দ হইতেও লোকে শিথিল হইয়া পড়ে। আরও—

দারিদ্র্যাদ্ধ্রিয়মেতি, হ্রীপরিগতঃ, প্রভ্রশ্যতে তেজসো,
নিস্তেজাঃপরিভূয়তে, পরিভবান্নির্বেদমাপদ্যতে।
নির্ব্বিণ্ণঃ শুচমেতি, শোকপিহিতো, বুদ্ধ্যা পরিত্যজ্যতে,
নির্বুদ্ধিঃ ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্॥

দারিদ্র্য হইতে লজ্জা হয়, লজ্জাপরিগত ব্যক্তি তেজোভ্রষ্ট হয়, তেজোহীন ব্যক্তি পরিভব প্রাপ্ত হয়, পরিভব হইতে নির্বেদ উপস্থিত হয়, নির্ব্বিণ্ণ ব্যক্তি শোক পায়, শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তি হতবুদ্ধি হইয়া যায় হতবুদ্ধির ক্ষয় হয়; অতএব নির্ধনতা সকল আপদের আস্পদ।

নিবাসশ্চিন্তায়াঃ, পরপরিভবো বৈরমপরং,
জুগুপ্সা মিত্রাণাং স্বজনজনবিদ্বেষকরণং।

বনং গন্তুং বুদ্ধির্ভবতি চ কলত্রাৎ পরিভবো,
হৃদিস্থঃ শোকাগ্নির্ন চ দহতি সন্তাপয়তি চ ॥

দারিদ্র্য চিন্তার আস্পদ, দারিদ্র্য হইতে পর কর্ত্তৃক পরিভব প্রাপ্ত হইতে হয়। লোকে শত্রুতা করে, মিত্র ব্যক্তিরাও ঘৃণা করে, দরিদ্রতা হেতু আত্মীয় বন্ধুরাও বিদ্বেষ করিয়া থাকে, বনে যাইতে মতি হয়, ভার্য্যাও তিরস্কার করে। হৃদয়স্থ শোকাগ্নি ভস্ম করে না, কিন্তু পোড়াইতে থাকে।

উল্লিখিত কয়টী কবিতাতে আর্য্য নায়কের মনে দারিদ্র্যাবস্থায় যে সকল দুঃখ অতি প্রবল হইয়া উঠে, তাহাই বলা হইল—অনার্য্যের অর্থাৎ ম্লেচ্ছাদির মনে স্বতঃই যে প্রথম এবং প্রবল অনুভব হয়, সে কথার নামগন্ধও এখানে নাই। ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া পড়িলে আপনি খাবে কি, এই প্রথম চিন্তা, তাহার পর স্ত্রী পুত্র খাবে কি, এই দ্বিতীয় চিন্তা; তাহার পর আপনাদের ভাল খাওয়া ভাল পরা ভাল থাকার কি হইবে, এই চিন্তা—কিন্তু আর্য্যনায়ক চারুদত্তের ও সকল চিন্তা নাই। অতিথি আইসে না, সুহৃজ্জনেরা শিথিলপ্রণয় হয়, লজ্জা, নিস্তেজস্বিতা, পরিভব, নির্ব্বেদ, শোক, বুদ্ধিভ্রষ্টতা প্রভৃতি দোষ দারিদ্র্য হইতে জন্মে, এই সকল চিন্তাই তাঁহার মনে অতি বলবতী।

কবি এইরূপ আপন নায়ককে প্রথম হইতেই উদাত্ত গুণে বিভূষিত করিয়া তাহার পর তাঁহাকে অতি বিস্পষ্ট আর একটী মুদ্রাঙ্কণে মুদ্রিত করিয়া তাঁহার আর্য্য ভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহার বয়স্য মৈত্রেয় বলিলেন —"দেবতাদিগের এরূপ পূজা করিয়াও যখন তোমার প্রতি তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন নাই, তখন আর তাঁহাদের পূজার গুণ কি?" চারুদত্ত এই কথার উত্তরে বলিলেন,—

মা মৈবং, গৃহস্থস্য নিত্যোয়ং বিধিঃ।
তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ পূজিতা বলিকর্ম্মভিঃ।
তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতৈঃ ॥

অনিচ্ছাবতী। তাদৃশ অনিচ্ছার প্রতিকারণ—নায়ক চারুদত্তের প্রতি তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ। বসন্তসেনা সেই অনুরাগের বশীভূতা হইয়া সখীজনের সহিত বিশ্রম্ভালাপ সময়ে ঐ চারুদত্তের কথাই কহে। স্বয়ং একাকিনী বসিয়া চারুদত্তের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির প্রতি নিরীক্ষণ করে। ঐ চিত্রলিপিখানি আপনার শয্যার উপর রাখিতে বলে, অনুক্ষণ চারুদত্তের প্রতি তন্মনস্ক ভাবে থাকে, চারুদত্তের ব্যবহৃত কোন বস্ত্র হস্তগত হইলে তাহা আপনার অঙ্গাবরণ করিয়া কৃতার্থ হয়, দূর হইতেও চারুদত্তকে দেখিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হয়, চারুদত্তের শরীরসেবক কোন ভৃত্যের দর্শন পাইলেও তাহার সমূহ সমাদর এবং গৌরব করে, এবং মাতা কর্ত্তৃক পুরুষান্তর গ্রহণে আদিষ্ট হইলে বলে—"জই মং জীঅংতীং ইচ্ছসি তা এব্বং ন পুণের অহং অজ্জাত্তু অণবি দস্বা" (অর্থাৎ যদি আমাকে জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে মাতা কর্ত্তৃক যেন আর এরূপে অনুজ্ঞাতা না হই)।

গণিকা জাতীয়া এবং এরূপ অনুরাগসম্পন্না বসন্তসেনা দেখিতে কেমন ছিলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বতঃ কৌতূহল জন্মে। তিনি যে বিশিষ্টরূপেই সৌন্দর্য্যসম্পন্না যুবতী, তাহা "বসন্তশোভেব" "দেবতোপস্থানযোগ্যা" ইত্যাদি বিশেষণ পদের দ্বারাই প্রকটিত হইয়াছে। তবে একটী কথা এই—ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং খাঁটি শূদ্র অপেক্ষা নানা প্রকার সংমিশ্র বর্ণের লোকই অধিক এবং সেই মিশ্র বর্ণের লোকদিগের মধ্যে শূদ্র বা অনার্য্য সম্বন্ধই অধিক। অতএব সম্ভবতঃ পূর্ব্ব কালের গণিকাজাতীয়াদিগের মধ্যে অধিকাংশই অনার্য্যশোণিত সম্বন্ধ ছিল। কবি যেন সেই কথাই কতকটা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, বোধ হয়। এক জন দাস (সুতরাং শূদ্র-জাতীয় ব্যক্তি) বসন্তসেনাকে অত্তিকা (অর্থাৎ দিদি) বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বসন্তসেনা উচ্চজাতীয়া হইলে তাঁহার প্রতি দাসের ঐরূপ সম্বোধন কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না। অপর এক স্থলে এক জন বসন্ত-

সেনাকে গালি দিয়া "নীনাসা" (নিম্ননাসা) বলিতেছে। "নিম্ন নাসা" বিশুদ্ধ আর্য্য স্ত্রী পুরুষের লক্ষণ নয়—যেখানে নিম্ন নাসা দেখা যায়—সেই স্থলেই অনার্য্য শোণিতের মিশ্রণ বুঝিতে হয়। অপর এক স্থলে বসন্তসেনাকে গাঢ়ান্ধকারে হারাইয়া বলা হইতেছে মসীরাশি মধ্যে যেন "অঞ্জি গুড়িয়া" (অঞ্জন গুটিকা) হারাইয়া গেল। এই কথায় বসন্তসেনার বর্ণটা গৌর না হইয়া কিছু কাল বলিয়াই বোধ হয়। কৃষ্ণবর্ণতাও অনার্য্য সংস্রবের স্পষ্ট লক্ষণ! অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, বসন্তসেনা "বিশাললোচনা" শ্যামাঙ্গী সুন্দরী।

বসন্তসেনা যে সমস্ত কলাবিদ্যায় বিদ্যাবতী, তাহা বলিবার অপেক্ষা কি? তাঁহার স্বর-বৈচিত্রীকরণ ক্ষমতা, পদবিন্যাসাদির লঘুতা, সর্ব্বকার্য্যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিশিষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়া তাঁহার বাটী যে, সমস্ত কলাবিদ্যার আগারস্বরূপ, তাহা স্পষ্টরূপেই কথিত হইয়াছে।

বসন্তসেনা অন্যান্য সংস্কৃত নাটকাদির অত্যুৎকৃষ্ট নায়িকাদিগের ন্যায় সংস্কৃত ভাষাও জানিতেন। তবে তাঁহার সংস্কৃতজ্ঞতা কিরূপ ছিল, তাহা কবি একটু বিশেষ কৌশল অবলম্বনপূর্ব্বক বড় পরিষ্কাররূপেই দেখাইয়া দিয়াছেন। বসন্তসেনা কদাপি উচ্চ শ্রেণীর পাত্রদিগের নিকট সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে যান না। তিনি কলাবিদ্যার শিক্ষাদাতা বিটের সহিত সংস্কৃতে বাক্যালাপ করেন, আর বিদূষককেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে হয় তাহা সংস্কৃতে বলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বগত উক্তি গুলিও প্রাকৃত ভাষায় হয়, সংস্কৃতে হয় না। কবি এইরূপে দেখাইলেন যে, স্ত্রীলোককে বিদ্যা ফলাইতে দেখিলে ভদ্র লোকের যে অশ্রদ্ধা হয় বসন্তসেনা তাহা বুঝিতেন, এবং বসন্তসেনার সংস্কৃতজ্ঞতা এমন পাকা রকমেরও ছিল না যে, স্বয়ং সংস্কৃতে চিন্তা করিতে পারেন।

(৫০)

মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত, উহার নায়িকা বসন্তসেনা। নাটকোল্লিখিত অপরাপর পাত্রদিগের মধ্যে সমূহ দোষ গুণে জড়িত অপর একটী বিশিষ্ট ব্যক্তির বর্ণন আছে। তাঁহার নাম শর্ব্বিলক। অন্যান্য নাটকাদিতে যে সকল কাজ দৈবশক্তি বা সম্যক্ অতি-মানুষশক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়, মৃচ্ছকটিক নাটকে এই শর্ব্বিলকের দ্বারাই সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ইনিই রাজার কারাগৃহ হইতে ভাবী ভূপতিকে মুক্ত করিয়া দেন, ইনিই রাজবিদ্রোহের অধিনেতা এবং ইনিই পরিশেষে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পাদন করিয়া দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন সুসিদ্ধ করেন। নাটকের নায়ক যে চারুদত্ত তিনি যথার্থ হিন্দুর আদর্শ স্বরূপ। এরূপ লোককে আদর্শ জ্ঞান করিবার মানুষই এদেশে অধিক। ঐরূপ লোকের গঠন করাই আর্য্য শাস্ত্রের এবং আর্য্য শিক্ষার উদ্দেশ্য। চারুদত্তই আমাদিগের অলঙ্কার শাস্ত্র মতে ধীরোদাত্ত অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নায়ক। নাটককারও পদে পদে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার চারুদত্ত নিজ ঔদার্য্য "গুণশস্ত্রের" বলেই শস্ত্রধারীদিগের অপেক্ষাও বলীয়ান্, তিনি জনগণের "তৃষ্ণার অপনয়ন করিয়াই বিশুষ্ক হ্রদের ন্যায় নীরহীন", তিনি জনসাধারণের চক্ষে 'ভূদল মিঅংকা' (ভূতল মৃগাঙ্ক), তিনি নির্দ্ধন হইলেও 'ভৃত্যানুকম্পক' বলিয়া ভৃত্যদিগের প্রিয়, এবং তিনি স্বভাবতঃ এমনি সুশীতল যে, অপকারী ব্যক্তিরও অপকারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না, "ন চন্দ্রা দো আদবো হোদি" (ন চন্দ্রাদাতপো ভবতি)।

কিন্তু শর্ব্বিলক ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। তিনিও ব্রাহ্মণ কুলপতির সন্তান, তিনিও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তিনিও দরিদ্র, এবং তিনিও একটি যুবতীর প্রণয় পাশে একান্ত সম্বদ্ধ। ঐ যুবতী বসন্তসেনারই একটী দাসী, তাহার নাম মদনিকা। সেই মদনিকার নিষ্ক্রয়সাধনপূর্ব্বক তাহাকে "অভুজিষ্যা" বা অনন্যভোগ্যা করিবার জন্য দরিদ্র শর্ব্বিলকের অর্থ

সংগ্রহ করিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহার শারীরিক বলবীর্য্য যেরূপ তাহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন ; যথা—

মার্জ্জারঃ ক্রমণে, মৃগঃ প্রসরণে, শ্যেনোগ্রহালুঞ্চনে,
সুপ্তাসুপ্ত-মনুষ্যবীর্য্যতুলনে শ্বা সর্পণে পন্নগঃ।
মায়ারূপশরীরবেশরচনে, বাগ্‌দেশভাষান্তরে।
দীপো রাত্রিষু সঙ্কটেষু ডুডুমো বাজীস্থলে, নৌর্জলে॥

আমি উৎক্রমণাদিতে মার্জ্জারের তুল্য অর্থাৎ আমার উঠা নামা প্রভৃতি নিঃশব্দে ; বেগগমনে হরিণের সমান ; গৃহীত বস্তুর আচ্ছিন্দনে আমি শিকারী পক্ষীর সদৃশ ; নিদ্রিত বা জাগরিত মনুষ্যের বীর্য্য পরীক্ষণে আমি কুকুরের সমান ; চলনে আমি সর্পবৎ (লক্ষ্যাতীত), নানা বেশ রচনা দ্বারা শরীরকে ছদ্ম করায় আমি সাক্ষাৎ মায়া, বিভিন্ন দেশীয় ভাষাজ্ঞতায় আমি সরস্বতী ; আমি রাত্রিকালে দীপ ; সঙ্কটপথে অশ্বতর ; সমভূমিতে অশ্ব ; জলে নৌকা।

অপিচঃ

ভুজগ ইব গতৌ, গিরিঃ স্থিরত্বে,
পতগপতেঃ পরিসর্পণে চ তুল্যঃ।
শশইব ভুবনাবলোকনেঽহং,
বৃকইব চ গ্রহণে বলে চ সিংহঃ॥

আমি গমনে সর্পের, স্থৈর্য্যে পর্ব্বতের, বেগে গরুড়ের তুল্য। সকল দিক দেখিয়া চলায় আমি শশ, গ্রহণে ব্যাঘ্র, বলে সিংহ।

এই রূপ সবল, সক্ষম, কর্ম্মঠ, বিক্রান্ত এবং সুঘটিত শরীর বিশিষ্ট দরিদ্র শর্ব্বিলকের অর্থ প্রয়োজন বোধ হওয়াতে তিনি অন্য কোন উপায় দ্বারা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, এবং এই দুষ্টবৃত্তির দোষ প্রচ্ছাদিত করিয়া বলিতেছেন।

কামং নীচমিদং বদন্তি পুরুষাঃ স্বপ্নেচ যদ্বর্দ্ধতে,
বিশ্বস্তেষু চ বঞ্চনাপরিভবশ্চৌর্য্যং ন শৌর্য্যং-হি তৎ।

স্বাধীনা বচনীয়তাপি হি বরং বদ্ধো ন সেবাঞ্জলিঃ,
মার্গোহ্যেষ নরেন্দ্রসৌপ্তিকবধে পূর্ব্বংকৃতো দ্রৌণিনা ॥

লোকে ঘুমাইলে (অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে) এ কাজটাকে নীচ বলে বটে, কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তির প্রতি বঞ্চনা করা চৌর্য্য—কারণ তাহাতে শৌর্য্য নাই। পরন্তু লোকের নিন্দনীয় হইলেও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেবা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা অপেক্ষা এ কর্ম্ম স্বাধীন এবং শ্রেষ্ঠ। আর দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সুপ্ত রাজাদিগের বধবিধানে এইরূপ কাজের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন।

সিংহ-বিক্রমশরীর, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি, পরাধীন বৃত্তিপরাঙ্মুখ, স্বাভাবিক প্রখরা ইচ্ছাবৃত্তি কর্ত্তৃক প্রণোদিত শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত দ্বারা স্বাবলম্বিত চৌর্য্য ব্যবসায়ের উৎকর্ষ খ্যাপনপূর্ব্বক সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শর্ব্বিলক সাহসকার্য্যে রত হইয়াছেন। শর্ব্বিলকের সমান প্রকৃতির লোক পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ছিল। ইউরোপে পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে—বস্তুতঃ শর্ব্বিলককে ইউরোপীয় ছাঁচের মানুষ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ওরূপ প্রবল স্বৈরাচারের একান্ত বিরোধী আর্য্যশাস্ত্রের শিক্ষাপ্রভাবে ঐ প্রকার লোক এদেশে ক্রমেই ন্যূন হইয়া গিয়াছিল—চারুদত্ত প্রকৃতির লোকই বাড়িয়াছিল, এবং এখনও বাড়িয়া আছে। দেখ মৃচ্ছকটিক প্রণেতা চারুদত্ত এবং শর্ব্বিলক উভয়কে গঠন করিয়া নিজগ্রন্থে চারুদত্তেরই প্রধান স্থান কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শর্ব্বিলকের স্থান উচ্চ নয়। শর্ব্বিলক যে সাহসের কর্ম্ম করেন তাহা বলিয়াই গ্রন্থকার নিবৃত্ত হয়েন নাই। শর্ব্বিলক যে কোন প্রকার ধর্ম্মকথাই মানে না, যাহা কিছু তাহার ইচ্ছার গতিরোধ করে, তাহাই উল্লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত, নাটককার তাহাও পদে পদে দেখাইয়া দিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। শর্ব্বিলক চৌর্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সন্ধিখনন করিতে করিতে পরিমাণসূত্র ভুলিয়া আসিয়াছে মনে হওয়াতে বলিল—

ধিক্কষ্টং প্রমাণসূত্রং মে বিস্মৃতং,বিচিন্ত্য—আং ইদং যজ্ঞোপবীতং প্রমাণসূত্রং ভবিষ্যতি; যজ্ঞোপবীতং হি নাম ব্রাহ্মণস্য মহদুপকরণদ্রব্যং; বিশেষতো মদ্বিধস্য।

কি দুঃখ! পরিমাণসূত্র ভুলিয়া আসিয়াছি। চিন্তা করিয়া—হাঁ এই যজ্ঞোপবীতই প্রমাণসূত্র হউক; পৈতাটা ব্রাহ্মণদিগের, বিশেষতঃ আমার সদৃশ ব্রাহ্মণদিগের বড়ই উপকরণ-দ্রব্য।

অতএব পৈতা দিয়াই শর্ব্বিলক সিঁদ মোয়ান মাপিয়া লইলেন।

---

(৬)

মৃচ্ছকটিকের মুখ্যপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য্য। তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি শাস্ত্র শাসনের অধীনা। মৃচ্ছকটিকের গৌণপাত্র শর্ব্বিলক ইউরোপীয় ছাঁচের লোক। তিনি সক্ষম, পণ্ডিত এবং তীক্ষ্ণধী। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব বলবতী—ধর্ম্ম-শাসনের ততটা বশীভূতা নহে। এক কথায় চারুদত্ত সাত্ত্বিক, শর্ব্বিলক, রাজস পুরুষ। স্বৈর-স্বভাব ইউরোপীয়ের চক্ষে সত্ত্বগুণের আদর অল্প; রজোগুণের সমাদর অধিক। এক জন ইউরোপীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকারের মতে মহাভারতের নায়ক যুধিষ্ঠির নহেন। উহার নায়ক অর্জ্জুন। সেইরূপ ইউরোপীয় আলঙ্কারিকের চক্ষে মৃচ্ছকটিকের নায়ক চারুদত্ত না হইয়া শর্ব্বিলক হইলেই ভাল হইত। আজি কালি ইউরোপীয় শিক্ষা, ইউরোপীয় ভক্তি এবং ইউরোপীয় অনুকরণের দিন পড়িয়াছে। অতএব বোধ হয়, ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এতদ্দেশীয় নব্যেরাও যদি মৃচ্ছকটিক পাঠ করেন, তবে তাহাদিগেরও মনে চারুদত্ত অপেক্ষা শর্ব্বিলককেই ভাল লাগিবে। ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে এতদ্দেশীয় জনগণের হৃদয়ে যে চিত্তাদর্শের প্রভেদ জন্মিয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এই কথার উল্লেখ করা গেল। এই কথাটা স্মরণ করিয়া রাখিলেই এখনকার নাটক নাটিকা, আখ্যায়িকাদি গ্রন্থে যে কি জন্য সত্ত্বগুণপ্রধান পাত্রদিগের অপেক্ষা

রজোগুণপ্রধান পাত্রদিগের অধিকতর গৌরব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহারও কারণ উপলব্ধ হইবে। কিন্তু এই যে পরিবর্ত্ত ঘটিতেছে, তাহার প্রকৃতি কি? আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্যেরা যে সকল গুণ এবং চরিত্রকে অপেক্ষাকৃত দুষ্ট এবং হেয় জ্ঞান করিতেন, এক্ষণে তাহাই ভাল এবং আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে বই ত নয়। ইউরোপীয় শাস্ত্রে শিক্ষিতেরা যদি মনে করেন যে, তাঁহারা ঐ শিক্ষার প্রভাবে শৌর্য্য গুণের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছেন, এই জন্য বলা আবশ্যক যে, শৌর্য্যগুণের মধ্যেও বিলক্ষণ ভেদ আছে। যে শৌর্য্যের মূলে যশোলিপ্সা, উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, অথবা আত্মগৌরব থাকে, সে শৌর্য্য এক প্রকারের, আর যাহার মূলে বিশুদ্ধ-ধর্ম্মজ্ঞান, সে শৌর্য্য আর এক প্রকারের। এই মৃচ্ছকটিকেই ঐ দুই প্রকার শৌর্য্যের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। শর্ব্বিলকের শৌর্য্য প্রথম প্রকারের —উহা আত্ম-গৌরকমূলক এবং রজোগুণসম্ভূত। নাটকের যে অংশে শর্ব্বিলককে অতি প্রোজ্জ্বলরূপ দেখা যায়, সেই স্থানটী লইয়া বিচার করা যাইতেছে। শর্ব্বিলক মদনিকার নিষ্ক্রয় হেতু উহার চৌর্য্যলব্ধ অলঙ্কার মঞ্জুষা লইয়া বসন্তসেনার বাটীতে আসিয়াছে, এবং মদনিকাকে নিভৃতে বলিতেছে;

দারিদ্র্যেণাভিভূতেন ত্বং স্নেহানুগতেন চ।
অদ্য রাত্রৌ ময়া ভীরু! ত্বদর্থে সাহসং কৃতম্।

আমি দারিদ্র্যাভিভূত এবং তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত, তোমার জন্যই অদ্য রাত্রিতে সাহসের কর্ম্ম করিয়াছি।

মদ। সর্ব্বিলজ! ইত্থী কল্লবত্তস্স কারণে ণ উহঅংপি সংসএ বিণিক্খিত্তং।

শর্ব্বিলক! তুমি একটা স্ত্রীস্বরূপ সামান্য বস্তুর নিমিত্ত দুইটীকে সংশয়ে নিক্ষিপ্ত করিয়াছ।

শর্ব্বি। কিং কিং?
কি কি?

মদ। সরীরং চারিত্তংচ।
শরীর এবং চরিত্র।

শর্ব্বি। অপণ্ডিতে! সাহসে শ্রীঃ প্রতিবসতি।
অপণ্ডিতে! সাহসে লক্ষ্মীর বাস।

মদ। সর্ব্বিলঅ! অখণ্ডিত চারিত্তাসি; তাণ হু দে মম কারণাদেব
সাহসং করন্তেন অচ্চংত বিরুদ্ধং আচরিদং।

শর্ব্বিলক। তোমার চরিত্র অখণ্ডিত আছে—আমার জন্য সাহস কর্ম্ম করায় অতি বিরুদ্ধ আচরণ করা হয় নাই?

শর্ব্বি। নোমুষ্ণাম্যবলাং বিভূষণবতীংফুল্লামিবাহং লতাম্।
বিপ্রস্বং নহরামি কাঞ্চনমথো যজ্ঞার্থমভ্যুদ্ধৃতং॥
ধাত্র্যুৎসঙ্গগতং হরামি ন তথা বালং ধনার্থী ক্বচিৎ,
কার্য্যাকার্য্যবিচারিণীমম মতিশ্চৌর্য্যেঽপি নিত্যং স্থিতা।

পুষ্পবতী লতার ন্যায় বিভূষিতা কোন অবলার ধন চুরি করি নাই—যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত বিপ্রসঞ্চিত সুবর্ণ হরণ করি নাই—ধনার্থী হইয়া ধাত্রীক্রোড়স্থিত বালককে অপহরণ করিয়া লই নাই—চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও আমার বুদ্ধি কার্য্যাকার্য্য বিচার বিষয়ে সুস্থিরাই থাকে।

অপর এক স্থলেও শর্ব্বিলক বলিয়াছেন—"ভীতে সুপ্তে ন শর্ব্বিলকং প্রহরতি" (ভীত এবং নিদ্রিত ব্যক্তিকে শর্ব্বিলক আঘাত করেন না)।

শর্ব্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ আছে। কর্ত্তব্যাবধারণে তাঁহার বিলম্ব হয় না। যেমন শুনিলেন যে, তাঁহার প্রিয়মিত্র "আর্য্যক" রাজা "পালক" কর্ত্তৃক কারাবদ্ধ হইয়াছেন, অমনি সদ্যঃপ্রাপ্তা "মদনিকা"কে ছাড়িয়া প্রিয়বন্ধুর উদ্ধারার্থ গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন—

কথং রাজ্ঞা পালকেন প্রিয়সুহৃদার্য্যকো মে বদ্ধঃ। কলত্রবাং শ্বাস্মি সংবৃত্তঃ।

আঃ কষ্টম্। অথবা

দ্বয়মিদমতীব লোকে প্রিয়ঃ নরাণাং সুহৃচ্চ বনিতা চ।
সম্প্রতি তু সুন্দরীণাং শতাদপি সুহৃদ্বিশিষ্টতমঃ॥

কি! রাজা পালক কর্ত্তৃক আমার প্রিয় সুহৃদ আর্য্যক বদ্ধ হইয়াছেন, আর আমি এই সময়ে কলত্রবান্ হইলাম! কি দুঃখ! অথবা ইহলোকে

মনুষ্যের প্রিয় দুইটী, সুহৃদ্ আর বনিতা। সম্প্রতি শতসুন্দরীর অপেক্ষা সুহৃদ্ বিশিষ্টতম।

শর্ব্বিলকের আরও শূর-লক্ষণ তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে উপলব্ধ হয়। তিনি আর্য্যককে কারামুক্ত করিবার উপায় ক্ষণমাত্রে স্থিরকরিয়া কহিলেন—

অহমিদানীম্
জ্ঞাতীন্ বিটান্ স্বভুজবিক্রমলব্ধবর্ণান্
রাজাপমানকুপিতাংশ্চ নরেন্দ্রভৃত্যান্।
উত্তেজয়ামি সুহৃদঃ পরিমোক্ষণায়,
যৌগন্ধরায়ণ ইবোদয়নস্য রাজ্ঞঃ॥

আমি এক্ষণে জ্ঞাতিগণকে, বিটদিগকে, স্ব স্ব ভুজবিক্রম দ্বারা লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আর কৃতাপমান কুপিত রাজভৃত্যদিগকে সুহৃদের মুক্তিসাধন করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করিব, যেমন উদয়ন রাজার জন্য যৌগন্ধরায়ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অন্যের উত্তেজনা ত পরের কথা। সম্প্রতি শর্ব্বিলক স্বয়ংই আর্য্যককে কারামুক্ত করিতে চলিলেন। ইহাই ত যথার্থ সৌহার্দ্দ।

প্রিয়সুহৃদমকারণে গৃহীতং রিপুভিরসাধুভিরাহিতাত্মশঙ্কৈঃ।
সরভসমভিপত্য মোচয়ামি, স্থিতমিব রাহুমুখে শশাঙ্কবিম্বম্॥

অসাধু রিপুবর্গ মনে মনে ভীত হইয়া বিনা দোষে প্রিয় সুহৃদকে বন্দী করিয়াছে। আমি সত্বরেই যাইয়া যেমন রাহুগ্রাস হইতে শশাঙ্ক মুক্ত হয়েন সেইরূপে তাঁহাকে মুক্ত করি।

শর্ব্বিলক যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন। তাঁহাকর্ত্তৃক আর্য্যকের দল পুষ্ট হইল। পরিশেষে যজ্ঞাগারে রাজা পালক তৎকর্ত্তৃক হত, এবং আর্য্যক রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। শর্ব্বিলক বলিতেছেন—

হত্বা তং কুনৃপমহং হি পালকং ভো
স্তদ্রাজ্যে দ্রুতমভিষিচ্য চার্য্যকং তম্।

তস্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় শেষভূতাং
মোক্ষেঽহং ব্যসনগতঞ্চ চারুদত্তং॥

আমি সেই দুষ্ট নরপতি পালককে বধ করিয়া এবং তাহার রাজ্যে আর্য্যকের অভিষেক করিয়া তাঁহার শেষ আজ্ঞা শিরোধারণ পূর্ব্বক বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিব।

কিন্তু বিপন্ন চারুদত্তকে মুক্ত করিবার জন্যও তাঁহার সমীপস্থ হইতে শর্ব্বিলকের মনে ভয় হইতেছে। তিনি বলিলেন—

তৎকৃতমহাপাতকঃ কথমিবৈনমুপসর্পয়ামি
অথবা, সর্ব্বত্রার্জ্জবং শোভতে।

ইহাঁর বাটীতে চুরি করিয়া আমি মহাপাতক করিয়াছি। কেমন করিয়া নিকটে যাইব। অথবা সর্ব্বত্র সরলতাই শোভনীয়।

---

(৭)

মৃচ্ছকটিক রচয়িতা তাঁহার নাটকের গৌণপাত্র শর্ব্বিলকের বীর্য্যশালিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, সহৃদয়তা প্রভৃতি অত্যুচ্চ গুণাবলী প্রদর্শন করত তিনি রাজস-প্রকৃতিক, অতএব নিজ ইচ্ছাবৃত্তির একান্ত অধীন, এবং পরিশেষে সত্ত্বগুণপ্রধান চারুদত্তের সমীপে লজ্জান্বিত। ইহা দেখাইয়া সত্ত্বগুণেরই যে সম্যক্ প্রাধান্য, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ তাহাই নহে। মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা যে সাত্ত্বিক শৌর্য্যগুণেরই বিশেষ পক্ষপাতী, তাহাও চারুদত্তের চরিত্র সংঘটন প্রণালীতে দেখাইয়াছেন। চারুদত্তও বীরপুরুষ। তবে তাঁহার বীরতা বলবিক্রম প্রকাশে অথবা সুহৃদের কারামোচনে কিম্বা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটনে পর্য্যবসিত হয় না। তাঁহার শৌর্য্য কিরূপ, এবং আর্য্য হিন্দুর শৌর্য্য কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত নাটক হইতে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) রাজার শ্যালক অতি দুষ্ট এবং গর্ব্বিত এবং রাজার একান্ত প্রিয়পাত্র। সে চারুদত্তকে কোন অকার্য্য করিবার নিমিত্ত আদেশ

করিয়া বলিয়া পাঠাইল, যদি এই কাজটী কর, তবে ভাল, নচেৎ আমি তোমার চিরশত্রু হইব। চারুদত্ত এই কথার উত্তরে অধিক কিছুই বলিলেন না। ধৃষ্টতার প্রতি প্রযোজ্য উপেক্ষা মাত্র প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন—"মূর্খঃ সঃ" (সেটা মূর্খ)।

(২) বড় একটা বিপদের সময় কোন বন্ধু তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে তিনি ঘৃণাপূর্ব্বক বলিলেন—

অহমিদানীমনৃতমভিধাস্যে ?
ভৈক্ষ্যেণাপ্যর্জ্জয়িষ্যামি পুনর্ন্যাস প্রতিক্রিয়াম্।
অনৃতং নাভিধাস্যামি চারিত্রধ্বংসকারণং।

কি! আজি আমি মিছা কথা বলিব? বরং ভিক্ষা করিয়া ন্যস্ত ধন প্রত্যর্পণের উপায় করিব, তথাপি চরিত্রদূষণ অনৃত বাক্য বলিব না।

(৩) রাজ-দৌরাত্ম্যে প্রপীড়িত, অপরিচিত পূর্ব্ব আর্য্যক তাঁহার গাড়ি চড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আপনার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিল—

শরণাগতো গোপালপ্রকৃতিরার্য্যকোঽস্মি।

আমি গোপালজাতীয় আর্য্যক, আপনার শরণাগত।

চারু। কিং ঘোষাদানীয় যোঽসৌ রাজ্ঞা পালকেন বদ্ধঃ ?

কি! পল্লীগ্রাম হইতে আনিয়া যাহাকে রাজা পালক বদ্ধ করিয়াছেন সেই ?

আর্য্য। অথ কিং (হাঁ, সেই)।

চারু। বিধিনৈবোপনীতস্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং ন তু ত্বাং শরণাগতং॥

বিধাতা কর্ত্তৃকই তুমি উপনীত হইয়া আমার দৃষ্টিগোচর হইলে, আমি বরং প্রাণ ত্যাগ করিব, তথাপি শরণাগত তোমাকে ত্যাগ করিব না।

(৪) এই ব্যাপারের পর হইতে রাজার শ্যালক যে চিরশত্রুতার ভয় দেখাইয়াছিল, সেই শত্রুতার কার্য্যারম্ভ হইল। সে স্বয়ং বসন্তসেনা কর্ত্তৃক ঘৃণিত এবং পদাহত হইয়া তাহার গলা টিপিয়া মৃতপ্রায় করিয়া

রাখিয়া গেল। এবং সে মরিয়াছে মনে করিয়া চারুদত্তই অলঙ্কারের লোভে বসন্তসেনাকে মারিয়াছে এই কথা ব্যক্ত করিল। আদালতে চারুদত্তের বিচার হইল। আনুসঙ্গিক প্রমাণের বলে তিনি দোষী সাব্যস্থ হইলেন। রাজা তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। চারুদত্ত বলিতেছেন—

অহো! অবিমৃশ্যকারী রাজা পালকঃ।

অথবা

ঈদৃশে ব্যবহারাগ্নৌ মন্ত্রিভিঃ পরিপাচিতাঃ।
স্থানে খলু মহীপালা গচ্ছন্তি কৃপণাং দশাং॥

হায়! রাজা পালকের কি অপরিণামদর্শিতা। অথবা দুষ্টমন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যবহারাগ্নিতে পাচিত হইয়া রাজারা বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

(৫) তাহার পর রাজদণ্ডের বিবরণ ঘোষণা করিতে করিতে যখন বধ্যভূমিতে লইয়া যায় তখন একজন তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিতেছেন, ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—

ভোঃ! শ্রুতং ভবদ্ভিঃ

ন ভীতোমরণাদস্মি, কেবলং দূষিতং যশঃ
বিশুদ্ধস্যহি মে মৃত্যুঃ পুত্রজন্মসমো ভবেৎ॥

আপনারা শুনিলেন, আমি মরিতে ভীত নই, আমার যশ দূষিত হইরাছিল এই দুঃখ। যদি যশ বিশোধিত হইল, তবে এই মৃত্যুও পুত্রজন্মের সমান আনন্দকর হইল।

(৬) কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথা রহিল না। রাজ শ্যালকের চাতুর্য্যে সেই ব্যক্তির কথা অবিশ্বাস্য হইয়া গেল। অতএব চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে লইয়াই উপস্থিত করিল। তখন তিনি বলিলেন—

প্রাপ্যৈতদ্ব্যসনমহার্ণব-প্রপাতং
ন ত্রাসো ন চ মনসোঽস্তি মে বিষাদঃ॥

একো মাং দহতি জনাপবাদবহ্নি।
বর্দ্ধব্যং যদিহ ময়া হতা প্রিয়েতি॥

এই দুঃখ মহার্ণবের প্রপাতে উপস্থিত হইয়া আমার ভয় অথবা মনের বিষাদ হইতেছে না। কেবল এক জনাপবাদ বহ্নি আমাকে দহন করিতেছে, আমি প্রিয়াকে হনন করিয়াছি।

(১) সেই প্রিয়া বসন্তসেনাকে স্মরণ করিয়া চারুদত্ত পুনর্ব্বার বলিতেছেন—

প্রভবতি যদি ধর্ম্মো দূষিতস্যাপি মেহদ্য,
প্রবলপুরুষবাক্যৈর্ভাগ্যদোষাৎ কথঞ্চিৎ।
সুরপতিভবনস্থা যত্র তত্র স্থিতা বা,
ব্যপনয়তু কলঙ্কং স্ব স্বভাবেন সৈব॥

আমি প্রবল পুরুষদিগের বাক্যে এবং নিজ ভাগ্যদোষে যদিও আজি দূষিত হইলাম, তথাপি যদি আবার ধর্ম্মের প্রভাব হয়, তবে সুরপতি ভবন হইতেই হউক, আর যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থান হইতেই হউক, সে নিজ স্বভাবগুণেই আমার এই কলঙ্কের অপনোদন করিবে।

(৮) ইহার পর শর্ব্বিলক এবং তাঁহার সহকারিবর্গ যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে চারুদত্তের নিষ্কৃতি হইল, এব তাঁহার মাহাত্ম্য বাড়িল। মৃত রাজার শ্যালক বন্দীকৃত হইয়া চারুদত্তের সমক্ষে আনীত হইল। সেই সময়ে ঐ রাজ শ্যালকের সম্বন্ধে চারুদত্তের সহিত শর্ব্বিলকের যে কথোপকথন হয়, তাহা শ্রবণ যোগ্য।

শর্ব্বি। আর্য্য চারুদত্ত! আজ্ঞাপ্যতাং কিমস্য পাপস্যানুষ্ঠীয়তাং।

আর্য্য চারুদত্ত! আজ্ঞা করুন, এই পাপের সম্বন্ধে কি করা যাইবে?

চারু। কিম্ অহং যদ্ ব্রবীমি তৎ ক্রিয়তে?

কি, আমি যাহা বলিব তাহাই করিবে?

শর্ব্বি। কোহত্র সন্দেহঃ?

তাহাতে সন্দেহ কি?

চারু। সত্যম্? (সত্য?)

শর্ব্বি। সত্যম্? (সত্য।)

চারু। যদ্যেবং শীঘ্রময়ম্—(যদি তাহাই হয় তবে ইহাকে—)

শর্ব্বি। কিং হন্যতাম্? (কি মারিয়া ফেলিব?)

চারু। নহি নহি মুচ্যতাম্। (না না, ছাড়িয়া দাও।)

শর্ব্বি। কি মর্থম্? (কি জন্য?)

চারু। শত্রুঃ কৃতাপরাধঃ শরণমুপেত্য পাদয়োঃ পতিতঃ শস্ত্রেণ ন হন্তব্যঃ।

যে শত্রু অপরাধ করিয়া শরণাগত হইয়া পায়ে পড়ে, তাহাকে অস্ত্রের দ্বারা হত্যা করিতে নাই।

শর্ব্বি। এবং তর্হি শ্বভিঃ খাদ্যতাম্।

তবে তাহাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে হয়?

চারু। নহি, উপাকরহতস্তু কর্ত্তব্যঃ।

না, তাহাকে উপকার-হত (অর্থাৎ উপকার দ্বারা তাহার শত্রুতা হত) করিতে হয়।

শর্ব্বি। অহো আশ্চর্য্যম্! কিং করোমি বদত্বার্য্য।

অহো আশ্চর্য্য! আর্য্য আমাকে বলুন কি করিব।

চারু। তন্মুচ্যতাম্। (ছেড়ে দাও।)

আর্য্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্ম্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতের প্রতিপালন, মরণে নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্ম্ম-প্রভাবে বিশ্বাস, এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা, এই সাত্ত্বিক ধীরতা। এই ধীরতার প্রকৃতি আর কোন জাতি এমত সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

(৮)

মৃচ্ছকটিক নাটকে যে সকল পাত্রের উল্লেখ আছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান দুই জনের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য্য এবং ইউরোপীয় আর্য্য, এতদুভয়ের মধ্যে যে চিত্তাদর্শ সম্বন্ধীয় মৌলিক ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। ইউরোপীয় পুরুষ সাহস, নির্ভীকতা এবং স্বৈরাচারকে বীরস্বভাবের প্রধান উপকরণ মনে করেন। তাঁহার মতে যুদ্ধবীরই বীর। সংস্কৃত গ্রন্থকার সাহস এবং নির্ভীকতার গৌরব করিয়াও উহাদিগকে বীরভাবের অতি গৌণ উপাদানই মনে করেন। তাঁহার চক্ষে বীর দেখিতে হইলে, দানবীর, সত্যবীর, দয়াবীর, ক্ষমাবীর, ধৈর্য্যবীর প্রভৃতি প্রথমে উদিত হয়—যুদ্ধবীর সকলের পশ্চাদ্ভাগে আইসেন।

সমালোচ্য মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের সাত্ত্বিক ঐতিহাসিক লক্ষণও বুঝিতে পারা যায়। ইউরোপীয় ইতিহাস পাঠ করিয়া এই বোধ জন্মে যে, জনগণের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ হইলেই তাহারা পরস্পর ঘোরতর বিদ্বেষ করে। কিন্তু সকল দেশেই ঐ বিদ্বেষ সমানরূপে প্রখর হয় না। ইউরোপীয়েরা রজোগুণপ্রধান। তাহারা কামক্রোধের একান্ত বশীভূত। আবার তাহাতে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করা তাহাদের শাস্ত্রানুমোদিত। ভারতবর্ষীয়েরা ব্রাহ্মণদিগের সাত্ত্বিক শিক্ষার গুণে চিরকাল রিপুদমনে প্রবণ এবং পরামার্থদৃষ্টি। তাহাদিগের শাস্ত্রেও ভেদ জ্ঞানের ভূয়সী নিন্দা ও অভেদ জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা। এই সকল কারণে এ দেশে মতভেদ হইলেই ইউরোপের ন্যায় পরস্পর পীড়ন, নির্য্যাতন, মারামারি, কাটাকাটী প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারের সূচনা হয় না।

আমাদের ইংরাজীশিক্ষিত নব্যেরা অনেকেই মনে করেন যে, যখন বৌদ্ধ মতবাদ ভারতবর্ষে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন সনাতন হিন্দুমতাবলম্বীরা বৌদ্ধদিগের যৎপরোনাস্তি পীড়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইবার কারণ এই যে, ইউরোপে যখন প্রটেষ্টাণ্ট মতের সূত্রপাত হয়, তখন রোমান কাথলিকেরা ঐ নূতন মতাবলম্বীদিগের প্রতি অনেক

অত্যাচার করিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করেন, বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রটেষ্টাণ্ট স্থানীয়, আর সনাতন মতাবলম্বীরা যেন কাথলিক-দিগের স্থানীয়। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে উহাদিগের মধ্যে এরূপ সাদৃশ্য নাই। এই মৃচ্ছকটিক নাটকেই দেখা যায় যে, হিন্দু এবং বৌদ্ধ পরস্পর অবিরোধেই একত্রে বাস করিত, কোন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে উদ্যত হইলে ঘৃণা অথবা বিদ্বেষের ভাজন হইতেন না, এবং হিন্দু রাজারাও বৌদ্ধ-দিগের মঠধারী প্রভৃতির নিয়োগ দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা সকলের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নপর হইতেন। হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ বিহারাদির রক্ষা করায় অধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে বলিয়া কখনই মনে করেন নাই। তাঁহাদের সাত্ত্বিক চক্ষে ধর্ম্মালয়-মাত্রেই লোকোপকারক এবং রক্ষণীয়।

সর্ব্বেশ্বরমতবাদ হইতে পরধর্ম্মবিদ্বেষ কখনই স্বতঃ উত্থিত হয় না। ভারত-বর্ষে জাল্মস্বভাব এবং একেশ্বরবাদী মুসলমানেরাই আসিয়া ধর্ম্ম বিদ্বেষের আগুন ক্রমে ছড়াইয়া দেয়। তাহারাই মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মণ করে এবং তাহাদেরই দেখাদেখি, শিখেরা যখন প্রবল হইয়াছিল, তখন কোথাও কোথাও মস্জিদ ভাঙ্গিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজারা বৌদ্ধ ধর্ম্মশালা সকল ভগ্ন করিতেন না, এবং বৌদ্ধ রাজারাও হিন্দু ধর্ম্মশালা সকল নষ্ট করিতেন না। ইহাঁরা শুদ্ধ পরস্পরের ধর্ম্মশালা নষ্ট করিতেন না এমত নহে, পরস্পরের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলাই ইহাঁরা আপনাপন কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেন। যে ঔদাসীন্যের গূঢ় কারণ বিদ্বেষ, সেরূপ ঔদাসীন্যকেও সাত্ত্বিকস্বভাব ভারতবর্ষীয় রাজগণ আপনাদিগের হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন নাই। রাজ সাহায্য ব্যতিরেকে যেরূপে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-শালী অনেক মন্দির, মসজিদ, হর্ম্ম্যাদি বিনাশ পাইয়াছে এবং আজও কত পাইতেছে হিন্দুর বা বৌদ্ধের আমলে সেরূপ পূর্ব্ব কীর্ত্তি রক্ষণে উদাসীন্য ছিল না।

সম্পূর্ণ